দেবেন্দ্রনাথ সেনের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

গোরা সিংহরায়
-সম্পাদিত

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩
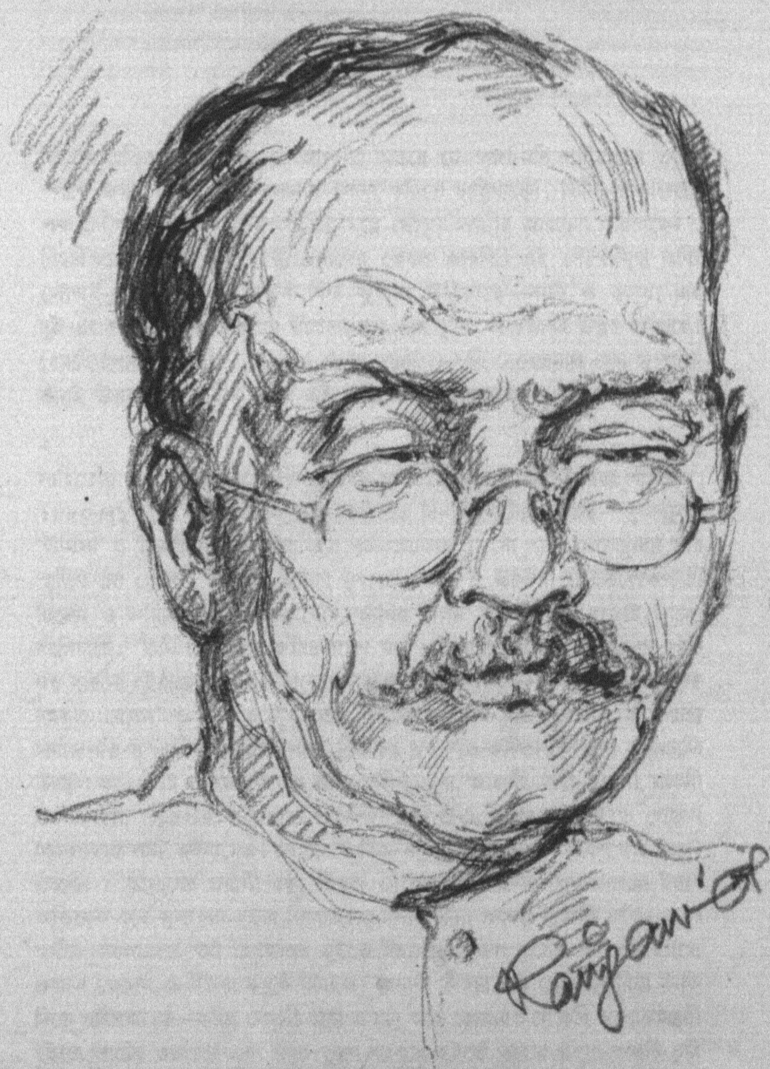
'তাঁহার প্রতিভা আত্ম-মুগ্ধ; ... আপনার অন্তরে যে স্পর্শ-মণি পাইয়াছেন তাহার স্পর্শে জগৎ ও জীবনকে সোনায় সোনা করিতে চাহিয়াছেন, তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালিয়া অনাবিল প্রীতির মন্ত্রে সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর আরাধনা করিয়াছেন ... বিহারীলালের ধ্যান ছিল, দেবেন্দ্রনাথের কেবল আরতি। এই সৌন্দর্যমুগ্ধ কবির সৌন্দর্য-সাধনার একটি নতুন দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে—নয়ন ও হৃদয়, এই দুই-এর পরিচর্যায় সর্বেন্দ্রিয়ের উল্লাসব্যঞ্জক এক নূতন কাব্যকলার উদ্ভব হইয়াছে।' (মোহিতলাল মজুমদার। আধুনিক বাংলা সাহিত্য) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন সম্পর্কে তাঁরই উত্তরসাধক প্রবীণ কবির এই উক্তি অতি তাৎপর্যবহ।

২.

সাহিত্যের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগ আশৈশব। ছোটো বয়সেই কবিতা লিখতেন। ১৮৮০-৮১ সালে গাজিপুরে অবস্থানকালে তাঁর তিনটি ছোটো কাব্যগ্রন্থ—'ফুলবালা', 'ঊর্মিলা' ও 'নির্ঝরিণী' প্রকাশিত হয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রশংসা পায়। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন, 'রবিবাবু আমার ফুলবালা কাব্য ও ঊর্মিলা কাব্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও আমার 'নির্ঝরিণী' কাব্যের 'আঁখির মিলন' কবিতা তাঁর বড়োই ভালো লাগিয়াছে।' 'ঊর্মিলা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত : 'ইহাতে স্থানে-স্থানে কল্পনার খাঁটি রত্ন বসানো হইয়াছে।' ১২৯৫ সালের কার্তিক সংখ্যা (১৮৮৮) 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'অদ্ভুত রোদন' ও 'অদ্ভুত সুখ' তাঁর পত্রিকায় প্রথম পত্রস্থ রচনা। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য-পত্রে' নিয়মিত প্রকাশিত কবিতাগুলি তাঁর কবিখ্যাতি উজ্জ্বল করে। এই সময়ে তাঁর বহু রচনা প্রদীপ, পুণ্য, জাহ্নবী, বাণী, মানসী, মানসী ও মর্মবাণী, সবুজপত্র, প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষের 'প্রবাসী'তে লেখেন 'কমলাকান্ত শর্মা' ছদ্মনামেও। রবীন্দ্রনাথ নিজ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে (বৈশাখ ১৩০৮) লেখেন : 'আমাদের প্রবাসী কবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রেমাশ্রুজলে ইহার অভিষেক-কার্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবাসীও ধন্য, প্রবাসী বাঙালি কবিও ধন্য। স্বর্গীয় কমলাকান্ত শর্মা লোকান্তর হইতে ইহলোকে এবং বঙ্গের বঙ্গদর্শন হইতে প্রবাসে গেলেন, এ ইন্দ্রজাল কে ঘটাইল? মায়াবী তাঁহার নাম গোপন করিয়া ফাঁকি দিতে পারিবেন না—কবির লেখনী ছাড়া এ যাদু আর কোথায়? যে কবি অশোকমঞ্জরী হইতে তাহার তরুণতা এবং বধূর ভূষণ-ঝংকার হইতে তাহার রহস্য-কথাটি চুরি করিয়া লইতে পারেন, তিনি যে রাতারাতি বঙ্গদর্শন হইতে তাহার কমলাকান্তটিকে হরণ করিয়া প্রবাসে পালাইবেন ইহাতে আশ্চর্য হই না। কিন্তু চোরকে যদি আমাদের বঙ্গদর্শনে বাঁধিতে পারি, তবেই তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি হইবে।'

৩

দেবেন্দ্রনাথের কবিজীবনের ক্রমবিকাশ তাঁর কাব্যগুলির মধ্যেই প্রতিভাত। কবিমানসে সৌন্দর্যের আধিপত্য। সৌন্দর্য সাধনার সঙ্গে-সঙ্গে হৃদয়ের বিস্তার ঘটেছে—তখনই প্রেম-প্রীতি এসে কল্পনার হাত ধরেছে; ক্রমে সেই প্রীতির আধিপত্য কল্পনার হ্রাস ঘটিয়ে, পরিশেষে ভক্তি-সাগর-সঙ্গমে মিলিত হয়েছে। তাই কবি-সমালোচক মোহিতলাল কবির বয়ঃক্রম অনুসারে তাঁর কবিতাগুলিকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করেছেন :

প্রথম পর্যায় : 'ফুলবালা'(১৮৮০), উর্মিলা কাব্য (১৮৮১), নির্ঝরিণী (১৮৮১)—এই তিন কাব্যে কবি রূপের পূজারি। এখানে তাঁর সৌন্দর্য-পিপাসা ধ্যানপ্রবণ নয়—কল্পনা বাধাবন্ধহীন আত্মকর্তৃত্বহীন। এই কবিতাগুলিতে সৌন্দর্যবোধের চেয়ে কবিহৃদয়ের অকৃত্রিম উল্লাস-আকুলতা তাঁর ভবিষ্যৎ কবিত্বশক্তি সূচিত করে।

মধ্য পর্যায় : 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০), 'হরিমঙ্গল' (১৯০৫), পরিজাতগুচ্ছ (১৯১২), শেফালিগুচ্ছ (১৯১২), গোলাপগুচ্ছ (১৯১২)—ইত্যাদি কাব্যের কবিতাগুলিতে সৌন্দর্য-সাধনা ও প্রেম-প্রীতি-কল্পনার বিস্তার। এই প্রীতি-সিঞ্চিত সৌন্দর্যের সাধনা কবিকে সারস্বত লোকের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। —'এই সকল কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ সেনের sensuousness যে আকারে প্রকটিত হইয়াছে, তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, তাঁহার লালসাও পদ্মের মতো বিশদ, ধূপের ন্যায় সুরভি। sensation ও emotion—ইন্দ্রিয় ও হৃদয়, এই দুইয়ের মিলনে তাঁহার রচনায় কাব্য-শিল্পের বিকাশ দেখিতে পাই।' এরই মধ্যে কবিমানসে প্রীতি-কল্পনার আরম্ভ—শুধু রূপপিপাসার emotion নয়, রূপাতিরিক্ত সূক্ষ্ম অনুভাব তাঁর কল্পনার সঙ্গে জড়িত হয়ে মঙ্গলের বোধে উত্তীর্ণ হয়েছে।

অন্তিম পর্যায় : 'জ্ঞানদা-মঙ্গল' (১৯১২), 'অপূর্ব নৈবেদ্য' (১৯১২), 'অপূর্ব শিশু-মঙ্গল' (১৯১২), 'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল' (১৯১২), 'গৌরাঙ্গ-মঙ্গল' (১৯১২), 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' (১৯১২), 'শ্যামা-মঙ্গল' (১৯১২), 'জগদ্ধাত্রী-মঙ্গল' (১৯১২), 'কার্তিক-মঙ্গল' (১৯১২), 'খ্রিস্ট-মঙ্গল' (১৯১২), 'গণেশ-মঙ্গল' (১৯১২), 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' (১৯১৩)।—এই কাব্যগুলিতে কবির শেষ বয়সের-কল্পনা ভক্তিতে সমাহিত। প্রাণ এখন অন্তরে আনন্দ চায় না, চায় সান্ত্বনা। 'চিরযৌবনা' কবিতায় কবি লিখছেন, 'আমার প্রতিভা আজি কাঙালিনী, হে শ্যামসুন্দর!/কবিতা-মালঞ্চ তার ভরপুর সৌরভে ও রূপে/নহে আর; মাধবী-মন্ডপ তার মধুপে-মধুপে/নহে আর ঝংকৃত ও অলংকৃত'। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে তীর্থ পর্যটনকালে তিনি বহু আধ্যাত্মিক কবিতা লিখেছিলেন।

৪.

দেবেন্দ্রনাথের কল্পনা আত্মহারা। ফলে তাঁর সৃষ্টি খুবই অসমান ও বিক্ষিপ্ত। মোহিতলাল মজুমদারের কথায় : 'রচনার এমন অসমতা আর কোনও কবির কাব্য-সাধনায় পরিলক্ষিত হয় না। চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষহীন কবি-প্রতিভা উচ্চ-নীচ ও সমতল ক্ষেত্রে কল্পনাকে যেন অবন্ধন অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়াছে। অথচ, এই দুরন্ত অসংযত কল্পনার লীলা স্থানে স্থানে এমন ফসল ফলাইয়াছে যে তাহা চিরদিন বঙ্গ-

সাহিত্যে সোনার দরে বিকাইবে। মনে হয়, তাঁহার কবিতাগুলি যেন আপনারাই আপনাদিগকে লিখিয়াছে। ভাবানুভূতির সারল্য, অতি সহজ সৌন্দর্য-বোধ, বায়ুর স্পর্শমাত্র জলের হিল্লোল-কম্পনে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো কবি-হৃদয়ের বিক্ষেপ—তাঁহার রচনায় যেমন লক্ষ্য করা যায়, এমন আর কোথাও নয়।' দেবেন্দ্রনাথের কল্পনা সম্পূর্ণ ভাবতান্ত্রিক—তাঁর সঙ্গে বিহারীলালের সাদৃশ্য আছে। উভয়েই নিজ-নিজ ভাব-স্বপ্নে বিভোর, বাইরের জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কবিতাগুলির রূপকর্ম অসাধারণ। কবি তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়-সচেতন। বিশেষভাবে তিনি গ্রীষ্ম ও দ্বিপ্রহরের কবি। তারই উগ্র চিত্র-অঙ্কনে তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা। বৈশাখের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন নির্লিপ্ত রুদ্র সন্ন্যাসীকে। দেবেন্দ্রনাথ তার রুষ্ট রূপটি এঁকেছেন এইভাবে—'রুদ্রের মূরতি ও যে!—এ কি সর্বনাশ!/ললাটে অনল হের ধক্-ধক্ জ্বলে!/সর্বাঙ্গে বিভূতি-ভস্ম মাখি কুতূহলে/তপে মগ্ন—চিনিলে না বৈশাখ-দেবেরে?' কবি মোহিতলালের ভাষায় : দেবেন্দ্রনাথের কল্পনা যেন চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্র-মদিরা পানে বিভোর—অশোকের রঙে, চম্পকের সৌরভে, গোলাপের রক্তরাগে মত্ত।

দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতির উদ্বেল বর্ণবৈভব, প্রখর ইন্দ্রিয়চেতনা ও চটুল কল্পনা বিলাস। লঘু খেয়ালি কল্পনা (fancy) ও গুরু ভাবকল্পনার (imagination) পরিণয়সাধনের ক্ষমতা বিস্ময়কর। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ফুলবালা'তেই এক-একটি ফুলের মধ্যে বিশেষত্ব এবং তাদের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের পরিচয় রয়েছে। প্রকৃতি তাঁর কল্পনায় নানা মূর্তি নিয়ে আসে। বসন্তের উচ্ছ্বাস, বরনারী, দোলপূর্ণিমা, গোলাপ-কিংশুক-অশোকের রক্ত-সমারোহ, বৃন্দাবনে মিলন রাত্রি—এইসব অসাধারণ রূপে। 'সূক্ষ্ম ও তীব্র অনুভূতির যোগ্য রসনা দেবেন্দ্রনাথের ছিল, আর সে রসনাও ছিল strensous বা সাধন-নিষ্ঠ।' (অমূলধন মুখোপাধ্যায়। আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা) তাঁর 'লক্ষ্ণৌর আতা' কবিতায় ভোজ্য রস কাব্যরসে পরিণত হয়েছে। বাংলা কবিতায় এমন ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিরল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রেম-কবিতা রচনার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ সেনের স্থান সর্বাগ্রে। তিনি একান্তভাবে অর্ন্তলোকের কবি। তাঁর সৌন্দর্য-পিপাসা অতিমাত্রায় আবেগপূর্ণ। বস্তু ও বর্হিবিশ্বের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন ভাবতান্ত্রিক কবি হিসাবে তিনি স্ব-প্রতিষ্ঠ। তাঁর রূপকল্পনায় ছিল তীব্র মাদকতা এবং ভাবাবেগের বিহ্বলতা।

কাব্য-জীবনের মধ্যাহ্নে দেবেন্দ্রনাথ নারীকে সৌন্দর্যের প্রতিমারূপে আরতি করেছেন। সে আরতি অসহ্য হর্ষমিশ্রিত উন্মত্ত আরতি। এখানে লালসা মহত্তর—তা পদ্মের মতো বিশদ, ধূপের মতো সুরভি, গোলাপের মতো রক্তবর্ণ। (মোহিতলাল মজুমদার) দেবেন্দ্রনাথ রূপের পূজারি;—তাঁর নিজেরই ভাষায় : 'চিরদিন রূপের পূজারি আমি রূপের পূজারি/সারা সন্ধ্যা সারানিশি রূপ-বৃন্দাবনে/হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।' এই রূপতৃষ্ণা থেকেই তাঁর ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেম-কবিতার সৃষ্টি। 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থে এ-জাতীয় প্রেম-কবিতার সর্বাধিক সাফল্য দেখা যায়। তাঁর 'দর্পণপার্শ্বে' 'যাদুকরি এত যাদু শিখিলি কোথায়', 'দাও দাও

একটি চুম্বন'-প্রভৃতি কবিতায় একদিকে আধ্যাত্মিকতা এবং অন্যদিকে লালসামুক্ত বলিষ্ঠ আবেগ ও প্রবল রূপতৃষ্ণার পরিচয় পাওয়া যায়। কীটসের রূপতৃষ্ণা-বিষয়ক প্রথমদিকের কবিতার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের 'অশোকগুচ্ছ'-র অনেক কবিতার সাদৃশ্য।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'গোলাপগুচ্ছ' (১৯১২) কাব্যগ্রন্থে আদর্শায়িত প্রেমের প্রকাশ। এখানে মোহিতলাল দেখেছেন : পিপাসার পরিবর্তে তৃপ্তি, বিরহের পরিবর্তে মিলন, ব্যথার পরিবর্তে সুখ এবং অভাবের পরিবর্তে শান্ত সম্ভোগ। নারীর সৌন্দর্য-কল্পনার পরিধি এখানে বিস্তৃত এবং দাম্পত্য-প্রেমের উর্ধ্বায়ন ঘটেছে। 'প্রেমই পরশমণি, যাদুকর-স্পর্শে যার/হয়েছে অমরাবতী মাটির ধরণী।' বিহারীলালের আদর্শে এখানে ইন্দ্রিয়তৃষা গৌণ, প্রাণের তৃপ্তিই মুখ্য। দেবেন্দ্রনাথের পরশমণি, দীপ-হস্তে যুবতী, প্রথম চুম্বন, শেষ চুম্বন, সাঁজের প্রদীপ, চিরযৌবনা, অদ্ভুত অভিসার, আঁখির মিলন-প্রভৃতি কবিতাগুলি কাব্য-সাধনার সাকার বিগ্রহ—সুমধুর দাম্পত্য প্রীতি ও সৌন্দর্য-কল্পনায় মন্ডিত। তাঁর কাব্যলক্ষ্মীই এই চির-পরিচিতা সুখ-দুঃখ-ভাগিনীর মূর্তিতে তাঁর হৃদয়ের আরতি লাভ করেছে।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের দক্ষ তুলিকার স্পর্শে আটপৌরে শাড়ি, কলা-পাতা, পানের বাটা, সিঁদুর কৌটা, চাবির গোছা, আলতার গুটি এবং চোটাগুড় -প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর উপচারে বঙ্গবধূ, বঙ্গ-বিধবা এবং বঙ্গ-শিশু বিচিত্র মহিমায় দীপ্ত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে : 'কবির ঘর-গৃহস্থালীর কথা, স্ত্রী-র কথা ছেলে-মেয়েদের কথা পড়িয়া তাঁহাকে যেন আমাদের নিতান্ত আত্মীয়ের মতো বোধ হয়।' তাঁর এ জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : কৌটার সিন্দুর, রানীর চুমো, খোকাবাবু, ডাকাত, শিশুর স্তন্যপান -ইত্যাদি।

আশ্চর্যের বিষয় 'পলাশীর যুদ্ধ', 'ভারতসংগীত' ইত্যাদির ভাব-পরিমণ্ডলে জন্ম-সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথের লেখনীতে রাজনৈতিক স্বদেশ-প্রেম অনুপস্থিত। অথচ তাঁর মতো খাঁটি বাঙালি দেশ-প্রেমিক কবি ঊনবিংশ শতকে বিরল। বাংলার হৃদয় ও মনঃপ্রকৃতি, তার জলমাটির নিগূঢ় প্রভাব এবং খাঁটি বাঙালি প্রাণের নিখুঁত পরিচয় রয়েছে তাঁর 'মা', 'অদ্ভুত রোদন' প্রভৃতি কবিতায়। এ যেন স্ব-দেশের মাটিতে জাত এবং তারই রসে পুষ্ট হয়ে তারই অঙ্গে সহজভাবে প্রস্ফুটিত।

দেবেন্দ্রনাথের 'নারী-মঙ্গল' কবিতায় নারীর রূপ-বন্দনা, তার প্রেম ও মাধুর্যের তত্ত্ব। পতি-অনুরাগিণী, সেবাময়ী, কল্যাণময়ী রূপে তিনি বঙ্গনারীকে বসিয়েছেন মহিমার আসনে : 'এস সখী, আজি তোমা অভিষেক করি/ধর ধর ছত্রদন্ড, রাজরাজেশ্বরী।' এই স্তুতিবাদ নারীত্বের পূর্ণ আদর্শের প্রতি। জগন্মাতার অংশরূপিণী তিনি। তাঁর ভাষায়, 'মাতা নারী, ধাত্রী নারী, ভয়হরা দেবতা রূপিণী/নারীই শৃঙ্খলা বিশ্বে, মিষ্টরস, সৌন্দর্য-আধার/নারীর মাহাত্ম্য মূঢ়! বুঝিলে না, তাই হাহাকার/আজি বঙ্গে গৃহে গৃহে ...'। সমাজে নারীর প্রতি নির্মম অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ : 'ছেলে হইলে মহানন্দে শাঁখ বাজাইবে, আর মেয়ে হইলে সব চুপচাপ। যেন মেয়েরা সমাজের কেউ নয় তাদের কোনো মূল্য নাই। যতদিন না আমাদের সমাজ নারীজাতির সমুচিত মর্যাদা করিতে শিখিবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতির আশা বড় কম।' 'অপূর্ব শিশুমঙ্গল' কাব্যের 'মঙ্গল-দুহিতা-শঙ্খ' কবিতায় তারই ভাষান্তর।

দেবেন্দ্রনাথের শিশু-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি এক অর্থে ব্যক্তিগত হয়েও সার্বজনীন। শিশুর অনন্ত সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ। শিশুর বিকাশ ভিন্ন, তবু মূলত তারা এক। তাঁর ভাষায় : 'ওরা সবাই ঢালা এক ছাঁচে/ওরে, ছেলেদের কি জাত আছে।' বাঙালির সংসারে নবজাতকের বিশিষ্ট স্থান তাঁর 'অপূর্ব নৈবেদ্য' কাব্যে প্রকাশিত। শিশুসৃষ্ট জগৎ ও তার স্বপ্ন-আলেখ্য তাঁর 'অপূর্ব শিশুমঙ্গল' কাব্য। 'শিশুর স্তন্যপান' কবিতায় পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের মধ্যে তারই শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন : 'জননী-উৎসঙ্গে শিশু দুগ্ধ খায় নীরবে:/গৃহখানি ভরে গেছে পারিজাত সৌরভে!/অনুপম অপরূপ! দেখিছ না? চুপচুপ!/দেখিছেন দেব সব এই দৃশ্য নীরবে।' দেবেন্দ্রনাথের 'মা' কবিতাটির বিষয় মায়ের প্রতি শিশুর দুরন্ত আকর্ষণ।

নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে কবির ভাষ্য : 'অপূর্ব শিশুমঙ্গল, অপূর্ব নৈবেদ্য-প্রভৃতি অপূর্ব হইল কি প্রকারে? ... এই কাব্যগুলির অধিকাংশই শ্রী ভগবানের উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে। এই জন্যই তাহারা অপূর্ব! বড় মানুষের ঘরের ঝি-চাকরও বড়মানুষ।' জীবনের শেষদিকে দক্ষিণ-ভারতে পর্যটনকালে রচিত তাঁর বহু বাংলা ও ইংরেজি কবিতা ভগবানের উদ্দেশে নিবেদিত। যথা : Lord Venkatachalapati, Lord Swarvershswara, Lord Ganesha, Lord Jagat guru Sankaracharya, Lord Raghavendra, Lord Krisna, Lord Rameswar, Lord Ganapati, Lord Ramchandra, Lord Radha-krisna, Lord Meenakshidevi, Lord Subramania, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, গৌরাঙ্গমঙ্গল, শ্যামামঙ্গল, জগদ্ধাত্রীমঙ্গল, কার্তিকমঙ্গল, গণেশমঙ্গল, খ্রিস্টমঙ্গল -ইত্যাদি। আধুনিক জড়বাদীদের কবিতা পড়ে কবি লিখেছেন তাঁর সনেট 'দ্রৌপদী'। 'কবির প্রতি উপদেশ' কবিতায় বলছেন, 'হে কবি সে মূল কথা গিয়াছ কি ভুলে?/যশ-সোমরস শুধু হয় বনফুলে।...তুমি কি ভেবেছ, মন করিবে হরণ/ভাঙা-ভাঙা আধা-আধা সুরে?'

৫.

রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশয়ী প্রতিভা দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে না থাকলেও তাঁর কাব্যে নিজের স্বরটি বড় মিষ্ট, স্পষ্ট ও পবিত্র। সনেট রচনাতেও তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য। তাঁর সনেটে এক মিশ্র কলাকৃতি দেখা যায়। অষ্টকে পেত্রার্কীয় রীতির সঙ্গে ষট্‌কে শেক্সপীরীয় রীতির সংযোগ অথবা চতুষ্কে পেত্রার্কীয় রীতি রেখে শেক্সপীয়রীয় রীতির অনুবর্তন তাঁর আঙ্গিকে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছে। তাঁর সম্পর্কে মোহিতলাল একটি সনেট রচনা করে বলেছেন :

'হে দেবেন্দ্র, কি সুন্দর তোমার সনেট—
কাব্যলক্ষ্মী সাজে যেন বাসন্তী দুকূলে!
মদন-মোহিনী যেন প্রদানিল ভেট,
গোলাপের স্বপ্ন যেন হেমন্ত-মুকুলে!
একবাটি পূর্ণ যেন নারিঙ্গীর রস!

দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় অপূর্ব ধ্বনি-ঝংকার (Phrasal music)। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই অক্ষরবৃত্ত পয়ার-ছন্দে লেখা। যে ভাষা ও ছন্দ বাংলা কাব্যের রীতি তাকেই আশ্রয় করে তিনি একটি নিজস্ব শব্দ-ঝংকার লাভ করেছিলেন। তা যেন

গভীর হৃদয়াবেগের স্বতোৎসারিত ধ্বনি-মাধুর্যে সম্পৃক্ত—কেবলমাত্র মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্তের পদবিন্যাসের থেকে উৎপন্ন নয়।

কীটস বলেছেন, 'Poetry must surprise by a fine excess'। দেবেন্দ্রনাথের কিছু কবিতায় এই 'fine excess' লক্ষ্য করা যায়। উপমার পর উপমা গেঁথে তিনি স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভার সাক্ষ্য দিয়েছেন। ভাবগত সাদৃশ্যই এই উপমার প্রাণ। রহস্যময় অনুভূতির ভাবসঙ্গতিতেই তার সার্থকতা। তবু নিজের উপমার সম্বন্ধে তাঁর অভিমত: 'সাদাসিদে লোক আমি, উপমার ঘটা/নাহি জানি, নাহি জানি, বর্ণনার ছটা ..'।

৫.

সমালোচকগণের মতে : বিহারীলাল থেকে এক নতুন ভাবসাধনা বাংলা-সাহিত্যে প্রবর্তিত, তার প্রধান লক্ষণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য—আর সেখান থেকেই বাংলা-সাহিত্যে আধুনিকতার আরম্ভ। রবীন্দ্রনাথে এই সাধনার চরমোৎকর্ষ। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের *সৌন্দর্য-পিপাসা ততটা intelleactual নয়— emotional।* তাঁর এই ভাবোচ্ছ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত—প্রায় স্বভাবোক্তির মতো। তাই তাঁকে বলা হয় : স্বভাব-কবি। কিন্তু, তাঁর পানপাত্রে সামান্য জল ঢাললেও তা যেন মধু-মদিরায় পরিণত হয়। (মোহিতলাল) এই-প্রসঙ্গে আরও বিশেষভাবে লক্ষণীয় : ঊনবিংশ-বিংশ শতকের যুগ-সন্ধিক্ষণে, একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, তাঁর কবি-প্রতিভাই তরুণ কবি-সমাজকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে। (সুকুমার সেন)

বাংলায় অনতি-অতীতের এই প্রভাবশালী কবি দীর্ঘদিন বিস্মৃত; তাঁর সৃষ্টিও দুর্লভ। তাই তাঁর সৃষ্টির সেই ভান্ডার থেকে কিছু ঐশ্বর্য আহরণের প্রয়াস করা গেল। কাব্যপ্রাণ পাঠকের কাছে এই সংকলন তৃপ্তিদায়ক হলে আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হবে।

২৫ ডিসেম্বর ২০০১ — গোরা সিংহরায়

সূ চি প ত্র

ফুলবালা (১৮৮০)

ঊর্মিলাকাব্য (১৮৮১)

নির্ঝরিনী (১৮৮১)

অশোকগুচ্ছ (১৯০০)

হরি-মঙ্গল (১৯০৫)

শেফালি-গুচ্ছ (১৯১২)

পারিজাত-গুচ্ছ (১৯১২)

অপূর্ব নৈবেদ্য (১৯১২)

অপূর্ব শিশুমঙ্গল (১৯১২)

গোলাপগুচ্ছ (১৯১২)

অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা (১৯১৩)

ইংরেজি কবিতা

কামিনী

১

প্রাঙ্গণে ফুটেছ তুমি কামিনী-সুন্দরি,
নিশিভোর না হইতে, ভালো করে না ফুটিতে,
কি ভাব আবেশে ফুল যাও তুমি ঝরি?
সত্য করি বল মোরে কামিনী-সুন্দরি।

২

হায় রে তোমারি মতো নারীর যৌবন।
ভালো করি না ফুটিতে, সুসৌরভ না ছুটিতে,
স্মৃতি-দর্পণের তলে হয় রে পতন,
তাই কি কৌশলে ছলে করাও স্মরণ?

৩

অথবা শিখাও তুমি বঙ্গ-কামিনীরে,
এইরূপে প্রেমাবেশে মুখ খুলি হেসে-হেসে
মুখ-মধু ঢেলে দিতে পতির অধরে,
নিতি নব-নব ভাবে তুষিতে আদরে।

৪

শোভিতেছ তুমি, সখি যথা এ প্রাঙ্গণে,
হেন-ভাবে অন্যস্থানে মোহিয়া দর্শক-প্রাণে
শোভিবে না কভু তুমি ; বঙ্গকুলবালা,
গৃহের বাহিরে কভু হয় না উজলা।

৫

থাক, থাক, ফোট ফুল, থাক এইখানে ;
আবার যখন প্রিয়া তোর তলে দাঁড়াইয়া
তাকাইবে তোর পানে, প্রিয়সখী-জ্ঞানে,
ঝরিয়া পড়িও ফুল তাহার আননে।

৬

প্রাঙ্গণে ফুটেছ তুমি কামিনী-সুন্দরি,
নিশিভোর না হইতে, ভালো করে না ফুটিতে,
নিতি-নিতি কেন ফুল যাও তুমি ঝরি?
প্রিয়ারে কি শিক্ষা দাও কামিনী-সুন্দরি?

সূর্যমুখী

১

উর্ধ্বমুখে একদৃষ্টে সহাস বদনে
কে তুমি রে ফুল?
তপনের তাপে হায়, ধরণী পুড়িয়ে যায়,
তুমি কিন্তু ফুল! তায় হও না আকুল ;
হাসি ধরে না যে ফুল!

২

জানি তোমা ভালো করে সূর্যমুখী তুমি
তপন-বাসনা ;
প্রেম অতি মহাবল, প্রেমের অদ্ভুত বল,
ভূতলে উদয় তব হয়েছে ললনা!
তাই করিতে ঘোষণা।

৩

যতই নিষ্ঠুর রবি করে গো দাহন
তোমায় সুমুখী?
ততোই আনন্দ-চিতে কিরণ জড়াও হৃদে
প্রণয় ও মধুদানে হইতে বিমুখী
কভু তোমায় না দেখি!

৪

এইরূপে দেখিয়াছি বঙ্গের কামিনী
কত ঘরে-ঘরে,
দয়াহীন পতি তারে বক্ষে পদাঘাত মারে,
"পায়ে কি লাগিল নাথ" সুধায় পতিরে ;
খেদে-লাজে যাই মরে।

৫

পুরুষের রীতিমতো তোমারো তপন
কভু স্থির নয়,
প্রেমদানে তুষ্ট করে নিত্য নব-নলিনীরে,
এক বই অন্য রবি তোর কিন্তু নয় ;
তোর দেহ প্রেমময়।

৬

এইরূপে বঙ্গঘরে কুলীন-কামিনী
পতির চিন্তায়
চারু বপুঃ করে ক্ষয় ; পতি কিন্তু নিরদয়,
ভুলিয়াও একবার ফিরিয়া না চায়,
চির-বিবহে ডুবায়।

৭

এইরূপে উর্দ্ধদিকে চাহিতেছ তুমি
তপন-সুন্দরি !
সন্ধ্যাকালে পতি তব হারাইবে এ বিভব,
তখনো তুষিবে তারে সতী ফুলেশ্বরি,
তব যৌবন-মাধুরী।

৮

এই শিক্ষা শিখিলাম তোর কাছে আজি
তপন-সুন্দরি !
নারী হয় প্রেমময়ী প্রেম তার বিশ্বজয়ী,
ভূধর যদ্যপি টলে টলে নাগো নারী ;
প্রেমে যাই বলিহারি !

রজনীগন্ধা

১

না আসিতে কাছে ফুল মাথা গেল ধরে ;
কুসুমকামিনী সব মৃত্যু করে অনুভব,
যাই হেন গুণের বালাই লয়ে মরে।
হবে না চেনাতে আর চিনিয়াছি তোরে।

২

হায় এ পৃথিবী 'পরে গুণের বিকার
বড়ই কদর্য হয়, তিক্ত হয় অতিশয়,
অধিক পাকিলে দেব-ফল সহকার
হয় যথা আঁখি-শূল কীটের আগার।

৩

দেখি যবে সভামধ্যে অধিক বাচাল,
অনর্গল স্রোত বয় কার সাধ্য কথা কয়,
তোরে ফুল মনে হয় হেরি সে জঞ্জাল ;
গুণের বিকার ফুল হয় বড় কাল।

৪

দুঃখী বাঙালির পক্ষে সুখের রজনী!
মসীর সলিলে ভেসে সারাদিন খেটে এসে,
পায় যদি নিশিগন্ধা সঙ্গের সঙ্গিনী ;
আঁধার জীবন তার আঁধার অবনী।

৫

না আসিতে কাছে ফুল মাথা গেল ধরে ;
কুসুমকামিনী সব মৃত্যু করে অনুভব,
যাই হেন গুণের বালাই লয়ে মরে।
হবে না চেনাতে আর চিনিয়াছি তোরে।

পদ্ম

১

আমরি কি শোভা ধরি সরসীতে ফুটেছ!
বিপুল বিশ্বের শোভা একাধারে ধরেছ!
তোমার দর্শনে সুখী তব অদর্শনে দুঃখী,
তোমার মানস সখী সাধে কি গো ইন্দিরা?
তোমা হতে পেয়ে শ্বাস, তোমার আসনে বাস
সাধে কি করেন ব্রহ্মা, সৃষ্টি যাঁর আমরা?
চটুলের অগ্রগণ্য, পুরাতন প্রেমে ক্ষুণ্ণ
সাধে কি তোমার প্রেমে বাঁধা সদা ভ্রমরা?

২

প্রেমময়ী তোমা-সম কোন্ নারী জগতে?
উৎসর্গ করেছ প্রাণ তপনের পীরিতে ;
তপন-বিরহে হায় হৃদি-বৃন্ত ছিঁড়ে যায়,
মূর্চ্ছা আসি ঢাকে তব সুধাপূর্ণ আননে,
জগতের চক্ষু যেই প্রাণ তব প্রেমময়ী!
সে রবি বিহনে পদ্ম বাঁচিবে গো কেমনে?
আবার রবিরে হেরি কর পবশন করি
নব-বস সঞ্চারিত হয় নব-জীবনে।

৩

প্রেমেব এমনি জাদু মূক কথা কয় রে,
খঞ্জ চলে, মৃতদেহে-প্রাণোদয় হয় বে,
পবিত্র-সরল প্রেম জিনিয়া রজত-হেম,
যে প্রদেশে করে বাস করে শোভাময় রে
তাই পদ্ম তোবে হেরি পৃথিবী আকাশোপাবি
সুখের তবঙ্গ দোলে হেন বোধ হয় রে ;
আমি আজি সুখময় জগৎও সুখময়,
আমারি সুখের তরে বিশ্বের উদয় বে।

৪

কি সৌরভ! হারি মানে অমরের অমিয়া!
বিকল দর্শক যায় আপনারে ভুলিয়া!
তুমি পদ্ম আছ হেথা কিন্তু তব সুরভিতা
নদীর অপর পারে যাইতেছে চলিয়া ;
গুণরাশি আছে যার কিসের অভাব তার?
নশ্বর জীবন যার, গুণ যায় রহিয়া।
কালিদাস গুণ-সার মিলাইলা বীণা তার
অদ্যাপিও বাজে তাহা এই বিশ্ব মোহিয়া।

৫

কমলিনি! তোরি মতো আমাদেরো পদ্মিনী
ছিল এক, দুঃখে দহি কহিতে সে কাহিনী ;
ছুটিল সৌরভ তার ভূমধ্য-সাগরপার,
পালে-পালে পদ্মাননে বসিলরে বরটী
শুষিল জীবন তার করিল অঙ্গার-সার,
অদ্যাপি মেটেনি সাধ বসে আছে কপটী ;
ভারত শুকায়ে গেছে আর কিরে পদ্ম আছে?
কমলিনি আমাদেরো ছিল পদ্ম একটি।

অশোক

১

কেন, ফুল, কাঁদে হিয়া তোরে নিরখিলে?
কিছুতেই লুকাবারে পারি নারে শোক!
সহসা মরম জ্বলে স্মৃতির অনলে,—
অশোক কেনরে তোরে বলে তবে লোক?

২

বিপুল বিশ্বের কথা যাই ফুল ভুলে,—
একটি শোকের মূর্ত্তি জাগে অনিবার!
জনম-দুঃখিনী সীতা অশোকের মূলে
একাকিনী, ফেলিছেন নয়ন-আসার!

৩

ললাটে সিন্দূর নাই; ঝরিয়া, ঝরিয়া,
তাই কি পড়িতে গিয়া সীতার সুকেশে?
"প্রকৃতি," ভাবিত সীতা, "এ ছল করিয়া,
জুড়াইলা দুঃখিনীরে নাথের সন্দেশে!"

৪

আঁধার সে ঘোর বন! তাই দয়া করি,
শিখাইতে খদ্যোতেরে বসিতে পল্লবে!
ব্যথিত সীতার দুঃখে উঠিতে শিহরি;
শিশির-আসার-ছলে কাঁদিতে নীরবে!

৫

কৃতজ্ঞ জানকীদেবী চরণ-পরশে,
ফুটাতেন ওলো ফুল সুমুখ তোমার!
দেখি সে বিকাশ তব, ক্ষণেক হরষে,
করিতেন সম্বরণ নয়ন আসার!

৬

দেখি তব আচরণ, মোহিত হইয়ে
সখী-সম্বোধনে তোমা ডাকিতেন সীতা;
পরে যবে সে কানন চলিলা ছাড়িয়ে,
তোর লাগি, দয়াবতী হইলা ব্যথিতা!

৭

সেই দুঃখ-কাহিনীর সাক্ষী তুমি ছিলে,
তাই ফুল হেরি তোমা উপজিছে শোক!
সহসা মরম জ্বলে স্মৃতির অনলে,—
অশোক কেন রে তোরে বলে তবে লোক?

ঝুমুকা

১

নীলাম্বরে সুতনু আবরি,
ধনমদে ফুল্লকায় প্রৌঢ়া গৃহিণীব প্রায়,
যবে তবে ঘাড় নাড সব তুচ্ছ করি,
দেখেই চিনেছি তোমা ঝুমুকা-সুন্দবি।

২

শোভাময়ী সুনীল ঝুমুকা,
দোল প্রকৃতিব কানে, তোর কাছে হাবি মানে,
বঙ্গবালা কানবালা সোনার পবিখা,
দোলে যাহা বহুমূল্য হীরকেব শিখা।

৩

পাইবাবে স্বর্ণ-আভারণ,
বৃথা কেন নাবীগণ করে মন উচাটন?
অনায়াসে পেয়ে তারা এ ফুল-রতন,
পাবে ভুলাইতে মরি মুগ্ধ পতিমন।

৪

ফুলে-ফুলে কত শোভা হয়!
তুমিরে কোমল ফুল সুকোমল নারীকুল,
লৌহের সোদর হেমে কভু শোভা নয়,
ফুলে-ফুলে সমাগমে ভুবন বিজয়!

৫

নীলাম্বরে সুতনু আবরি
ধনমদে ফুল্লকায় প্রৌঢ়া গৃহিণীর প্রায়,
যবে তবে ঘাড় নাড় সব তুচ্ছ করি,
দেখেই চিনেছি তোমা ঝুমুকা সুন্দরি!

'উর্ম্মিলাকাব্য
১৮৮১

সীতার প্রতি উর্ম্মিলা

মধ্যাহ্ন-তপন এবে ; রোষভবে যেন,
এ নির্দয় রাজপুরী প্রাসাদ-উপরে
বর্ষিছেন অগ্নিশিখা দেব রুদ্ররূপী!
রত্নরূপা তুমি দিদি ; তোমার বিহনে
অন্ধকার, অন্ধকাব এ অযোধ্যাপুরী!
সেই অন্ধকারে যেন করিতে বিদ্রূপ,
করেন প্রয়াস আজি দেব অংশুমালী!
নীরব এ অন্তঃপুর ; পূজনীয়া যত
শ্বশ্রূবর্গ, লভিছেন বিশ্রাম এ কালে।
এই অবসর বুঝি আইনু উদ্যানে,
করিতে শিশির-সিক্ত উদ্যান-কুসুমে ;
অভাগী-নয়ন হায় অনন্ত ঝরনা,—
আমা-সম দিদি আর কে আছে দুঃখিনী?
তুমি গো বন-বাসিনী, কিন্তু সেই বনে,
যে আরশি পাও সদা সুমুখ দেখিতে,
সেই আরশির মাঝে, ভুবন-মোহিনী,
ত্রিদিবের সুখ আছে একত্রে গ্রথিত ;—
কি ছার তাহার কাছে রাজভোগ যত!
রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র সে চারু-আরশি!
অজিনে বসিয়া যবে নব-তপস্বিনী,
হাসিয়া কাড়িয়া লও তাপসের মন,
তাপস লো, সীতাদিদি, অনুরাগ-ভরে
মুছান কি স্বেদ-জল? আলুইলে বেণী,
সাদরে, কম্পিত-হস্তে, তাপস-প্রবর
দেন কি কবরী বাঁধি? বনজ অনিল
করে যবে স্থানচ্যুত চূর্ণ কুন্তলেরে,
যথাস্থানে ঋষিবর দেন কি আরোপি?

নহ তুমি সীতাদিদি, কানন-বাসিনী,
অনন্ত সুখের তুমি অনন্ত সুখিনী।
গিয়াছে সেদিন সীতে, বধূভাব আর
নাহি মোর , এবে আমি প্রগলভা উর্মিলা?
তুলি লজ্জা যবনিকা, হৃদয় আগারে
গোপনীয় ভাব যত, দেখাব তোমারে,—
নিলাজ বোনের দোষ করিও মার্জনা।
নিতি-নিতি, একাকিনী, এই সে উদ্যানে
আসি আমি, কাঁদি আমি, তরুমূলে বসি।
একদা, কৈকেয়ীদেবী, সবার সম্মুখে,
কহিলেন ব্যঙ্গ করি, "বউমা মোদের,
দণ্ডক ভাবেন বুঝি মোদের উদ্যানে,
আপনারে ঋষিকন্যা।" সে শ্লেষ উক্তির
গূঢ় অর্থ, সীতাদিদি, নারিনু বুঝিতে,
কিন্তু কল্পনার বলে মানসে আমার,
উদ্যান দণ্ডক হল সেইদিন হতে।
বেড়াই বিষাদে হর্ষে উদ্যান-কাননে—
লতায় জড়ায় পদ, কণ্টকে ঘোমটা,
বেড়াই অবাধে কিন্তু, ঋষিকন্যা আমি।
সহসা দেখি গো যদি, গুল্মপাশ হতে,
বিস্তারিত-পক্ষপুট শ্বেত কপোতীরে,
ছুটিয়া তাহার পাশে, কহি সম্ভাষিয়ে,—
"বনের বিহঙ্গী তুই , বন-কপোতীর
শুনেছি, পীরিতি নাকি অমেয়, অচলা?
কোথায় কপোত তোর আদর্শ-প্রেমিক।"
ঝটপট পাখা করি, অমনি কপোতী
সভয়ে পলায়ে যায়। কৌশল্যাদেবীর
পূজা-ভবনের, সেই পালিতা কপোতী।
ভাঙে মোর সুখ-স্বপ্ন, ফুরায় কল্পনা।
কভু আমি আন্‌মনে ভ্রমিতে, ভ্রমিতে,
সহকার-কুঞ্জ দিয়া যাই কুতূহলে ;—
ডাকে যদি বনপাখি সহকার-শাখে,
বন-দেবী-সম্ভাষণ ভাবি দিদি মনে।
শুষ্ক-পত্র পতনের শবদ শুনিলে,
আশায় আতুর আমি, ভাবি মনে-মনে,—

বেলা হল অবসান ; নবীন তাপস
আসিছেন ফিরে এবে দাসীর কুটিরে,
আহরিয়া ফল-মূল! তৃষিতা চাতকী,
শ্যাম-জলধরে হেরি উদিত আকাশে,
ধায় যথা পক্ষপুট অবাধে বিস্তারি,
বাহুযুগ প্রসারিয়া সেইরূপ আমি
নবীন-তাপস-বরে আলিঙ্গন-তরে,
ফিরিয়া তাকানু দিদি! কোথায় তাপস?
কোথায় অজিত-শোভা অরণ্য-অটবী?
দেখিনু চাহিয়ে, দেবি, সরসীর ধারে,
মন্দির ধবলমূর্তি চণ্ডিকাদেবীর!
পুত্রের মঙ্গল-হেতু যাঁহার অর্চনা
করেন কৌশল্যা-রানী, কায়মনোপ্রাণে।
শূন্য-বায়ু-প্রতিঘাতে সমাহত বাহু,
নিচল পড়িয়া যায়, জড়-বস্তু যেন।
পাই দিদি হলাহল, লভিতে অমিয়া,
ভেঙে যায় সুখ-স্বপ্ন, ফুরায় কল্পনা।
কভু দিদি, ধীরি-ধীরি, স্তিমিত-নয়নে,
বসি গো সোপানোপরি সরসীর ধারে!
কতো সে আশায় আর কতো সে পুলকে,
তুলে লয়ে কুবলয় গাঁথি নব-মালা!
কেন গাঁথি? হাসি তুমি সুধাও আমারে,
আমি দেবি! ঋষিকন্যা, জান না কি তুমি?
এই দেখ গাঁথিয়াছি চিকন গাঁথনি,
আমার নবীন যোগী আসিবে সত্বরে!
কত সে আমারে বাসে কি জানিবে তুমি?
বড়ই মধুর হয় আরণ্য-প্রণয়।
আমি নব-তপস্বিনী! মোর কি বাসনা,
হয় না গো ফুল-শয্যা সাজাতে যতনে,
আরণ্য-কুসুম-দলে? বিলাস-লালসা
খেলে বক্ষে—ওই বুঝি এল নব-ঋষি!
"এস নাথ, দিই গলে কুবলয়-মালা।"
একি মা! সভয়ে, দিদি, দেখি গো সম্মুখে,
দাঁড়ায়ে কুব্জা দাসী কাল-ধুমকেতু!
কহে দাসী (জান তো তাহার মুখরতা?)—

"দণ্ডক-কানন ত্যজি, চল বধূ এবে,
ডাকিছেন অন্তঃপুরে মহারানী মোর
করিবারে গৃহকার্য—চল গো এখনি।"
কুজ্‌ঝটির সমাগমে পূর্বদিক্ যথা,
সমাচ্ছন্ন হয় আশা গভীর তিমিরে ;
ধীরে-ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশি তখনি।
একদিন, সীতা দিদি, যামিনীর মুখে,
বিজন উদ্যান-মাঝে, চম্পকের তলে
নয়নের অশ্রুনীরে প্লাবিয়া ধরণী,
ভাবিতেছিলাম কত—তরুশাখা হতে,
কুসুম ঝরিতেছিল অভাগীর শিরে।
ভাবিতেছিলাম আমি সীতার-সুমুখ,
ভাবিতেছিলাম আমি শ্রীরাম-সুমুখ,
ভাবিতেছিলাম আমি—হেনকালে দেবি,
কখন না জানি, নিদ্রা, আসিয়া অজ্ঞাতে,
নয়ন-পল্লবে মোর তুষার-নিষেকে
করিলেন অবসন্ন—স্বপ্ন-মায়াবিনী
শ্লথ হৃদয়ের দ্বারে পশিল কুহকে।
তমসা-তটিনীতটে চরণ মেলিয়া,
আমি যেন সীতাদিদি রয়েছি বসিয়ে ;
আদরে তটিনী-রানী তরঙ্গ-দলেরে
পাঠান করিতে ধৌত চরণ-যুগলে।
কভু আসে, ভাসি-ভাসি, তরঙ্গ-বাহিত,
চটুল-তরঙ্গ-কুল সাধের খেলনা,
আমার চরণ-প্রান্তে চারু-সরোজিনী।
তটিনীর উপহার ভাবি, সীতাদিদি,
অমনি তুলিয়া রাখি কবরী-ভিতরে।
"তমসা-তটিনীরানী যার প্রিয় সখী,
তার সম কেবা সখী অবনি-উপরে?"—
কহিনু এতেক কথা দীপ্ত অনুরাগে!
অমনি শুনিনু যেন প্রতিধ্বনি তার—
"উর্মিলা রমণী-রানী যার প্রাণেশ্বরী,
তার সম কেবা সুখী অবনি-ভিতরে?"
হর্ষ-অবসন্ন দেহে দেখিলাম, দিদি,
আমার হৃদয়-কান্তে।—হাসিয়া, হাসিয়া,

বসিলেন প্রাণনাথ মোর পার্শ্বদেশে,—
পুলকিত স্কন্ধে মোর আরোপিয়া বাহু।
ভাবিয়াছিলাম আমি, দেখা হলে পরে
ভর্ৎসিব মনের সাধে চতুর প্রাণেশে!
কিন্তু দিদি নারিলাম। নাথের সু-মুখ
হেরিতে-হেরিতে, দিদি, না জানি কেমনে,
ভুলিলাম অভিমান, কঠোর বাসনা।
সুধাংশুর পরশনে চন্দ্রকান্ত মণি
হয় যথা বিগলিত, সেইরূপ দিদি
গলিয়া গেলাম আমি নাথের পরশে।
তমসা-তরঙ্গ যেন আরও হরষে
করিতে লাগিল নৃত্য ; আকাশ-উপরে
আরো যেন হাসি-রাশি বরষিল শশী!
সাদরে চিবুক মোর ধরি বীরবর
অধরে চুম্বিলা দেবি! হায় সে চুম্বন,
নিচল যমুনা-জলে চন্দ্র-কর-লেখা
পড়ে গো নিঃশব্দে যথা, অথবা যেমতি
উষার মুকুট-শোভা কুসুমের শিরে,
নিশির শিশিরপাত! নীরব, মৃদুল!
কতক্ষণ এইভাবে ছিনু, সীতাদিদি,
কিছু নাই মনে মোর। সুখের শর্বরী
হয় যবে অবসান, জানে কি দম্পতী?
প্রহরের অনুকারী ডাকিলে পাপিয়া,
বরং ভাবে গো তারা ডাকিল চকোরী!
কিছু পরে, সচকিতে, দেখিলাম দোঁহে,
আলু-থালু কেশপাশ কানন হইতে,
আসিলেন বনদেবী পাণ্ডুরা-অধরা!
পলকে হইল বোধ তুমিই যেন গো
দাঁড়ায়েছ, সীতাদেবি, বনদেবী-রূপে।
স্বপ্নের অস্ফুটালোকে নারিনু চিনিতে
সে মূর্তির অবয়ব। দেখিলাম দোঁহে—
কাঁদিছে বিষাদ-মূর্তি! অঙ্গুলি তুলিয়া,
কহিল নাথেরে মোর, "নহি গো মানবী!
এ শরীর ছায়ামাত্র। আমি যার ছায়া,
বহু-বহুদূরে হায় সেই অভাগিনী,—

দুরন্ত রাক্ষসপুরে, সাগর-গরভে।"
অদৃশ্য হইল মূর্তি! ধনুর্বাণ করে,
ছুটিলেন নাথ মোর তাহার পশ্চাতে।
লাগিনু কাঁদিতে আমি! তমসা-তটিনী,
শত করে বীচিমালা ছিন্নভিন্ন করি,
বিরহিণী সখী-দুঃখে লাগিলা কাঁদিতে!
সহসা ভাঙিল নিদ্রা! আবো শতগুণে,
লাগিনু কাঁদিতে আমি শূন্য তরুমূলে।
ভাবিলাম, সত্য স্বপ্ন, মিথ্যা কিছু নহে ;—
তুমিই সে কুহকিনী, তুমিই সে ছায়া,
তুমিই হরেছ মোর তরল প্রাণেশে।
দাও সীতে, ফিরে দাও, অভাগী-রতনে ,
দাও-দাও, মায়াবিনী, দাও তারে ফিরে।
যদি তুমি কুহকিনী নহ সীতাদেবি,
কি কৌশলে রাজ্য কর শ্রীরাম-হৃদয়ে,
অচল-অটল যাহা বীরত্বের ভূমি?
কি কৌশলে বুঝাইলে, ছাড়ি গেলে গৃহে,
সতীত্বের পরাকাষ্ঠা রমণী-রতনে,
হইবেন রঘুনাথ পাতকেব ভাগী?
কেন এত আজ্ঞাবর্তী দেবরেরা তব?
পর্বত উপাড়ি আনে তোমাব আদেশে,
সাগর শুষিয়া ফেলে ; যথা যবে তুমি,
নির্বাক্ নিঃশব্দ হয়ে তাদেরো কি গতি!
হায় কি কঠিন হিয়া তোমার জানকি!
তিলেক তিষ্ঠিতে নার রাঘব-বিহনে,
কেমনে অবাধে হায়, পাশরিয়া স্নেহ,
এ বাহুযুগল হতে, কেড়ে নিলে তুমি
আমার হৃদয়-রত্নে? ভুলিলে কি সীতে,
সকলের সুখদুঃখ সমান জগতে?
যদি তুমি কুহকিনী নহ গো মৈথিলি,
বিশ্বনিন্দা ব্রত যাঁর, সে কৈকেয়ীদেবী,
তোমার প্রশংসা-রত কেন গো সতত?
কি গুণে, কি মন্ত্রবলে, তান্ত্রিক বিধিতে
করিতে সলিল-সেক পুষ্প-তরু-শিরে?
সহস্র যতন এবে করি আমি যদি,

তেমন অতুল শোভা ধরেনাকো তারা।
নাচে না ময়ুর আর, তালে-তালে যথা
হাব-ভাব, বক্রভঙ্গি, বিলাস প্রকাশি,
নাচিত পুলকে শিখী তোমার সম্মুখে।
ম্রিয়মাণ থাকে শুক সোনার পিঞ্জরে,
করেনাকো রাম-নাম—যে নাম শুনিতে,
আপনি স্বর্গীয়-রাজা আসিতেন ছুটি!
পুষেছিলে, কুহকিনী, তুমি যে হরিণী,
কত যে মাণ্ডবীদিদি, আদরে, যতনে,
তোষেন তাহারে নিত্য, কিন্তু তার আঁখি
দরবিগলিত-ধারা ঝরে অরিরত।
পশু-পক্ষী জড়বস্তু মুগ্ধ যার বলে,
হেন বশীকরণের উপায় অতুল,
বল, বল, কুহকিনী, কোথায় শিখিলে?
দাও সীতে, ফিরে দাও অভাগী-রতনে,
দাও-দাও, মায়াবিনী, দাও তারে ফিরে!
হায় আমি উম্মাদিনী! দেবদত্ত-মালা
মোহে অন্ধ, ছিঁড়ে ফেলি চরণের তলে!
ভাবি দিদি হলাহল অগুরু চন্দনে ;
ভাবি গো অনল-সম হিমাংশু-কিরণে!
হারাইয়া জ্ঞানবুদ্ধি শনিগ্রস্ত যথা,
আপনারে অরি ভাবি, নখাগ্রে বিদারে
উরু, বক্ষ, চক্ষু, মুখ, হায় গো তেমতি,
তোমার অমল নামে করিতেছি গ্লানি!
সকলি পাণ্ডুর দেখে পাণ্ডুরোগী যথা,
আমি গো অসূয়াপূর্ণ, দেখি গো তেমতি,
বিদ্বেষ-কীটাণু-বৃন্দ স্নেহের আকরে!
সত্য তুমি কুহকিনী, ওগো সীতাদিদি!
নম্রতা ও মধুরতা সেই সে কুহক,
ভুবন জিনেছ বোন্ যেই মন্ত্রবলে!
তুমি যদি, শশিমুখি, দাঁড়াও আঁধারে,
তিমির তিমির্-ভাব পরিহার করি,
বিতরে বিমল জ্যোৎস্না! যাও তুমি যথা,
মধুর বসন্ত যায় তব পাছে-পাছে,—
তরু-কোলে ফুল হাসে, গায় বন-পাখি!

স্মরণে পড়িল এক শৈশব-কাহিনী।
হায় গো কৌমার-কালে ভগ্নিগণ মিলি,
খেলিতাম মিথিলায় বিহীন-ভাবনা!
একদিন সবে মেলি, গুরুর আশ্রমে
খেলিতেছি মহাসুখে ; সরসীর ধারে
করিতেছি লোফালুফি পদ্মদল লয়ে ;
পরম কৌতুকে তুমি সেজেছ ইন্দিরা ;
মাণ্ডবী সেজেছে শচী ; আমি সরস্বতী।
হেনকালে, ভীমলম্ফে, হুহুঙ্কার ছাড়ি,
সম্মুখে আইল সিংহ! সভয়ে আমরা,
মৃত্যু ভাবি, শিহরিয়া, মুদিলাম আঁখি!
কিন্তু তুমি অগ্রসরি শমনের পাশে,
কহিলে অকুতোভয়ে, "নাহি ডর তুমি?
মাধব-রমণী-তেজ জান না কেশরী?"
সেই দৃপ্ত বচনের চারু-মধুরতা
শুনি, যেন মন্ত্রমুগ্ধ পলাল কেশরী!—
লক্ষ্মীর চরণধূলি লইলাম মোরা!
বনের শ্বাপদ-কুল বশীভূত যাহে,
হেন চারু-মধুরতা শিখি, সীতাদিদি,
কেন না করিবে বশ স্নেহের দেবরে?
আমি দোষী, আমি দিদি যত অপরাধী?
অদৃষ্টের নহে দোষ ; বিগুণ নিয়তি
বরিষে অমৃতধারা তব নিজগুণে!
কেমনে ভুলাতে হয় প্রাণেশের মন,
নূতন-নূতন ভাবে, নিতি-নিতি-নিতি,
কেমনে তুষিতে হয় জানিতাম যদি,
কিবা সেই অনুরাগ, কিবা সে প্রণয়,
কিবা সে অনন্ত মধু কমল-কোরকে ;
কি যৌবনে, কি বার্ধক্যে বাঁধা যাহে অলি,—
থাকিত হৃদয়ে যদি, তাহলে প্রাণেশ
ত্যজিয়া কি যাইতেন ছলিয়া দাসীরে?
হায় গো অজ্ঞান আমি! নারিনু বুঝিতে
নাথের ছলনা-বাক্য বিদায়ের কালে।
ধীরে-ধীরে প্রাণনাথ আসি মোর ঘরে,
কহিলেন মৃদু হাসি, "যাইতেছি বনে।"

কাঁদিয়া আকুল আমি কহিলাম তাঁরে,—
"আমিও যাইব সঙ্গে, লয়ে চল মোরে।"
হাসি উত্তরিলা দেব, "অজ্ঞানের মতো,
কেন উমু কাঁদ তুমি? বিবাসী জানকী,
বিবাসী শ্রীরামচন্দ্র ; পূজ্যতম-জনে
অগ্রসরি নাহি যদি আসি বন-মাঝে,
হাসিবে অযোধ্যাবাসী ; তাই, শশীমুখী,
দুই-তিনদিন জন্য তোমাব সমীপে
বিদায় যাচ্ঞা করি। কবে গো বিমুখী
লক্ষ্মণে করিতে দান সরলা উর্মিলা?"
এতেক বলিয়া নাথ সাদরে, সোহাগে,
চুম্বিলেন অশ্রু-কণা অধর হইতে।
আর নাহি রহিলাম আমি গো আমাতে।
হাসি-ইন্দ্রধনু আসি ওষ্ঠে দিল দেখা!
নাথের আজ্ঞায় দিদি জটাজুট তাঁর
দিলাম সাজয়ে যত্নে, বল্কল ভূষণ
দিলাম স্বহস্তে আঁটি— বোধ হল যেন,
নন্দন-কানন ছাড়ি, ছদ্মবেশ ধরি,
অবনিতে অবতীর্ণ দেব পুষ্প-ধনু!
দেখি সে সুন্দর মূর্তি, অবাক হইয়ে,
অতৃপ্ত-নয়নে-প্রাণে নেহারি-নেহারি,—
হাসিলেন প্রাণনাথ, হাসিলাম আমি।
বাণবিদ্ধ শ্যেনপক্ষী ধরাতলে পড়ি,
চাহে নিষ্কাশিতে শরে চঞ্চুর আঘাতে,
গাঢ়তর পশে শর শরীর-ভিতরে,
বিপরীত ফল ফলে বিধির বিপাকে,
রক্তে হয় মাখামাখি ; কিছুক্ষণ পরে
আয়ু হয় নিঃশেষিত, ভাবিতে-ভাবিতে,—
"ভাবিলাম বাঁচিব গো যেই চঞ্চু দিয়া,
সেই চঞ্চু হল কাল, বিধির কি দয়া।"
সেইরূপ সীতাদিদি, আপনার করে
সাজাইয়া জটাজুট, বল্কল আঁটিয়া,
আনিলাম মৃত্যু মোর, বিরহ-যামিনী!
জানিতাম যদি, দিদি, নাথের ছলনা,
তা হলে অকুতোভয়ে, সেই দণ্ডে আমি,

অভিমানে, অবসাদে, সরোষে গর্জ্জিয়া,
ঢালিতাম গঙ্গাজল দেহ-ভস্ম 'পরে,
ছিঁড়িয়া দিতাম আমি বল্কল-ভূষণ,—
নব তাপসের দিদি জটাজুট যত!
অথবা করুণে, প্রেমে, গদগদস্বরে,
নাথের চরণতলে লুটায়ে জানকি,
বল্কল-জটার অর্ধ লইতাম মাগি!
গলেতে মৃণাল-সূত্র, ভালে ললাটিকা,
মাখিয়া-মাখিয়া ভস্ম সর্বাঙ্গ দেহেতে,
সাজিতাম মহাসুখে নবীন তাপসী!
নব পরিণয়-কালে, অভিনব বধূ,
পতি-প্রেম-সোহাগিনী সধবা বৃন্দের
লয় গো চরণ-ধূলি, তাদেবি মতন
মুগ্ধপতি-সোহাগেব হতে সোহাগিনী!
ভকতি-প্রণতি সেই নয় কি ঔষধি
বিবহের কালরোগে? তা হলে জানকি,
শত-শত নমস্কার তোমার সুপদে ;
প্রেম-সরোবরে তুমি সোহাগ-নলিনী।
দেও মোরে আশীর্বাদ, তোমাবি মতন,
পতি-চিত্ত-নন্দনেতে পাবিজাত-মতো,
ফুটি আমি অবিরত, স্মর, স্মব-বধূ,
যে উদ্যানে বাঁধা সদা চির-অনুরাগে!
সূর্য ডবে খর কর ক্ষেপিত যে দেহে,
পরশিতে পূত-অঙ্গ সশঙ্কিত বায়ু,
হেন চারু-বরবপু সুকর-পরশে,
নারিবে গলাতে লোহে? হায় এ জগতে,
অতুল পরশ-মণি সতীত্ব-রতন
দাও তবে পদধূলি সতীত্ব-রূপিণী
সেই পদধূলি শিরে করিয়া বহন,
ভাসাব কঠিন শিলা প্রেম-নদীনীরে!
হায় আমি পাতকিনী, নিন্দি পতি-ধনে।
সাগরের কটুভাব আবরণ-তরে,
ঢালেন সহস্র করে মন্দাকিনী-সতী,
সুবিমল পূতধারা বঙ্গোপসাগরে ;
করে দেবি আভাময় ক্ষণপ্রভা সতী,

শ্যামল নীরদে তার নিজরূপ দানে ;—
পতির কলঙ্ক ঢাকে সযতনে সতী।
কিন্তু ভেবে দেখ মনে, ওগো সীতাদিদি,
যে জল সংঘাতে বাঁচে সুদীনা নলিনী,
সেতুর বন্ধন ভাঙি, পলাইয়া গেলে,
কি বল উপায় তার? হায় অভাগিনী
কাঁদে-গো কর্দমসিক্ত পবন-স্বননে!
লিখিতে-লিখিতে, দেবি, অবসান বেলা,—
দিতেছে বিদায় ওই চক্রবাক্-বধূ
অশ্রুমুখে চক্রবাকে ; সুচতুর পাখি
ওই দেখ স্তোকবাক্যে করিছে সান্ত্বনা ;—
এইরূপে মরে নারী নরের কুহকে।
কোথা হতে উড়ে এসে কপোত বিদেশি,
মোদের কপোতী-সনে করেছিল আজি
সুমধুর প্রেমালাপ! বসেছিল দোঁহে
এক শাখে, সহকারে, এক তরুমূলে,
একই সোপানস্তরে, সরসীর ধারে,
তণ্ডুল-সমষ্টি হতে একই স্থানেতে,
আহার করিয়াছিল মহানন্দে দোঁহে,
বিশ্রাম লভিয়াছিল একই স্থানেতে ;
এবে হেরি উপনীত বিরহ-রজনী,
ওই দেখ অশ্রুধারা বরষে কপোতী!
একবার তাকাইছে অন্তঃপুর-পানে,
আবার কপোত-পানে চাহে ফিরি-ফিরি।
ওই দেখ দেখ সীতে, কপোত বিদেশি,
চিত্র পক্ষপুট দুই মেলিয়া বাতাসে,
শূন্যমার্গে উড়ে গেল ছাড়ি দয়ামায়া,—
নরের কঠিন হিয়া, দেখ, দেখ, সীতে!
ক্ষম সন্ধে! শান্তিময়ি! যে পবিত্র কালে,
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র সবে যোগধ্যানে রত,
মহা-মহাপাতকীর হৃদি-মরুভূমে
বহে অনুতাপ-ধারা, হিংস্র জীবকুল
হয় গো বিরত যবে ক্রূরভাব হতে,
করুণার প্রস্রবিণি, উষার ভগিনি,
তোমার সে কালে আমি পাপিষ্ঠ নয়নে

ছিদ্র অন্বেষণে রত! ক্ষম ক্ষেমঙ্করী!
সাগব-গরভে লভে মণিমুক্তা কত
পুণ্যবান হয় যারা ; সেই সে সাগরে,
শুষ্ক শুক্তি পায় পাপী নিজ কর্মফলে!—
নিজ কর্ম-দোষে আমি ঘোর অভাগিনী!
তুমিও ক্ষম গো মোরে, ক্ষম সীতাদিদি,—
বাল্যকালে, পিতৃগৃহে, আমি গো চপলা,
তব দেহে ধূলা-রাশি দিতাম ছড়ায়ে,
করিয়া অবেণীবদ্ধ তোমার কবরী,
দিতাম গো করতালি, সে সব খলতা
অনায়াসে সহিতে গো বসুন্ধরা-সুতা ,
দুর্মদ যৌবনকালে, এ প্রেম-উন্মাদে
আমি আজি প্রলাপিনী ; ভগিনী ভাবিয়া,
প্রগল্‌ভতা, নির্লজ্জতা করিও মার্জনা!
সন্ধ্যার আরতি ওই হয় অন্তঃপুরে,
এইবেলা যাই আমি ; সুমিত্রা জননী
দেবতারে করি সাক্ষী, তনয়-বৎসলা
ললাটে সিন্দুর মোর দিবেন পরায়ে।
তপাসিয়া আমাদের বৃদ্ধ কঞ্চুকীরে
দিব এই পত্রখানি—বিশ্বস্ত বাহকে
বাখিয়া আসিবে পত্র তোমার সুকরে।
পাঠ করি মনসাধে, পরম কৌশলে,
নিদ্রিত নাথের বক্ষে, অস্ফুট চরণে,
বাখিয়া আসিও দিদি, করিগো মিনতি।
কৌস্তুভ-রতন যথা বিষ্ণুর উরসে,
মন্দারের হার যথা শচীপতি-গলে,
তেমতি আমার লিপি, প্রেম-উন্মাদিনী,
হবে পূত সীতাদিদি, নাথের পরশে!
নিদ্রান্তে, চকিতে যবে হেরিয়া এ লেখা,
শুধাবেন "কে আনিল?" কহিও তাঁহারে,
"স্বর্গ হতে ফেলেছেন বুঝি রতিদেবী,
চেতাইতে সুকঠিন অপ্রেমিক-জনে,—
নহে মানবের কাজ, দেবের এ লীলা!"
দাও গো বিদায় তবে—আসিছে মন্থরা।
ভক্তিপূর্ণ নমস্কার জানাও শ্রীরামে ;

কহিও তাঁহারে দেবি, "দেব রঘুমণি
ফিরিয়া আসিলে ঘরে, ব্যাপিকা উর্মিলা,
পূর্বের কৌতুক আর করিতে নারিবে,
হাসিতেন রঘুবর যে ব্যঙ্গ-কৌতুকে।
সে আমোদ, হাসি-মুখ ভুলিয়া গিয়াছে।
কেবল মিনতি এক ও পদ-রাজীবে,—
জানকীর পদ, দেব, বিঁধিলে অঙ্কুশে
করিও গো নিরঙ্কুশ। যুগল জননী
আছেন গো মৃতপ্রায় তোমার বিহনে—
রোপিলে কঠিন ভূমে দ্রাক্ষালতা যথা।"
আর জানাইও দিদি তোমার দেবরে—
কি জানাবে? জানাবার কিগো আর আছে?-
জানাইও উর্মিলার নিষ্ফল প্রণয়,
জানাইও উর্মিলার নয়নের বারি,
জানাইও প্রিয় দিদি, জানাইও তাঁরে,
অযোধ্যার রাজপুরে, কি নিশি-দিবসে,
ঊর্ধ্বমুখে, কখনও বা অবনত-মুখে,
বিগলিত-কেশপাশ, পাণ্ডুর-অধরা,
একটি রমণী-মূর্তি, ঘোরে অবিরত!

দর্পণ-পার্শ্বে

১

ভালো করি আসি দাঁড়াও রমণি,
ও মুখ-কমল হেরিব আজিকে
ফুটিত দর্পণে চারুচন্দ্রাননি ;
শ্বেতদূর্বা জিনি ও শোভন অঙ্গ
নিরখিব আজি মানস ভরিয়া,
দর্পণের আগে দাঁড়ও আসিয়া।

২

চারু-মুখপদ্ম ফুটিছে দর্পণে,
অধর-সংস্থিত বিরাজিছে তিল,
ভৃঙ্গ-শিশু যেন পদ্মপত্র-কোণে ;
গলদেশে আসি কৃষ্ণ কেশরাশি,
হরিদ্রাভ অঙ্গ চুম্বিছে সঘনে।
কৃষ্ণমেঘ যেন সুধাংশু-বদনে।

৩

বক্ষঃদেশে মরি হস্ত সংস্থাপিত!
সুমৃদু হাসিতে দন্ত কুন্দ-পাঁতি
কিবা সুষমায় মরি সুসজ্জিত!
রূপের মাধুরী পড়িছে উথলি,
রূপের তটিনী বহিছে দর্পণে,
চন্দ্রলেখা যেন সরসী-বদনে।

৪

দর্পণ-ভিতরে চিত্রিত যে ছবি,
এ ছবি-তুলনা কে দিবে রে বল?
এ ছবি বর্ণিতে পারেনাকো কবি,
কাছে এসো প্রিয়ে, মুখে মৃদু হাসি,
তাকাও সু-মুখি! মোর মুখপানে,
তোমার তুলনা তুমিই ভুবনে।

আঁখির মিলন

১

আঁখির মিলন ও যে, আঁখির মিলন ও যে,
আঁখিব মিলন!
ভুলিল রে ধূলিখেলা, ভুলিল সঙ্গীর মেলা,
বাহু পাশরিয়া, করে আত্মসমর্পণ!
আঁখিযুগ বিস্ফারিয়া, হাসিরাশি ছড়াইয়া,
জননীর কমকণ্ঠ কবিল ধারণ!
নাচে সিন্ধু শশী-করে, টানে রবি ধরণীরে,
যাদুরে কবিল যাদু জননী-বদন!
ওই আঁখির মিলন!

২

আঁখির মিলন ও যে, আঁখির মিলন ও যে,
আঁখির মিলন!
লোকে না বুঝিল কিছু, লোকে না জানিল কিছু,
দম্পতির হল তবু ... আলাপন!
হল মন জানাজানি! হল প্রাণ-টানাটানি!
আশার চিকন হাসি, মানের রোদন,
বিজয়ায় কোলাকুলি, আঁধারে শ্যামার বুলি,
প্রেমের বিরহ-ক্ষতে চন্দন লেপন
ওই আঁখির মিলন!

৩

আঁখির মিলন ও যে, আঁখির মিলন ও যে,
আঁখির মিলন!
পাখি, শাখী, তরঙ্গিণী, করে সুমধু ধ্বনি,—
"আয় খ্যাপা, ধেয়ে আয়, পাবি দরশন!"
ফ্যালফ্যাল কবি চায় ; ভেবে ঠিক নাহি পায়,
কোন্‌দিকে? হায় ও যে সর্কাল মোহন!
প্রকৃতির সাথে হয়, কবি চিত্ত-বিনিময়
সংসার বোঝে না সেই জীবন্ত স্বপন,
ওই আঁখির মিলন।

ভালোবেসো না

১

বাস করে থাকে কীট পার্থিব কুসুমে রে
থাকে গুপ্ত বিষধর অগুরু চন্দনে রে,
যুবতী-যৌবন হায়, তটিনী-বুদ্ধুদপ্রায়
চকিতে মিলায়ে যায় ; ভুলো না রে ভুলো না,
কারে ভালোবেসো না রে বেসো না!

২

জতুব কুসুমে গাঁথা আশার মালিকা রে,
দপ্ করে জ্বলে উঠে অনলের শিখা রে,
মালা সহ শরীরেতে নর-বক্ষ-উপরেতে,
দগ্ধচিহ্ন থেকে যায় ; ভুলো না রে ভুলো না
কারে ভালোবেসো না রে বেসো না!

৩

ওই বিধু তব সঙ্গে গলায়-গলায় রে,
পলকে প্রমাদ গণে না হেবে তোমায় রে,
ওই পুন আঁখি ঠেরে, নিরখিয়ে বিজয়েরে
প্রণয় বিষম খেলা ; ভুলো না রে ভুলো না,
কারে ভালোবেসো না রে বেসো না!

৪

মেঘে আবরিত হয় সুধাংশু-আনন রে,
দাবানলে দগ্ধ হয় আনন্দ-কানন রে,
যেই ফুল মধু রাখে, সেই ফুল বিষ ঢাকে,
কাচ হেরি হীরাভ্রমে ভুলো না রে ভুলো না,
কারে ভালোবেসো না রে বেসো না!

৫

ভেবেছ কি মরণান্তে সতী-দাহ হবে রে?
সতীর পদবী সতী খুঁজিয়া লইবে রে?
তটে কাষ্ঠ-ঘৃত জ্বলে, সতী কিন্তু কুতূহলে
নগরে ফিরিয়া যায় ; ভুলো না রে ভুলো না,
কারে ভালোবেসো না রে বেসো না!

নাচে বক্ষ গুরু-গুরু তোমার পরশে রে,
অমনি গলিয়া যাও মোহ-ভ্রম-বশে রে ;
কুহকী কুহক-জয়ী, বিষম নাচনি সেই,
বিষম প্রেমের খেলা ; ভুলো না রে ভুলো না,
কারে ভালোবেসো না রে বেসো না!

৭

আইলে বসন্তকাল কু-ফুলও ফোটে রে,
লূতিকাও অলিসঙ্গে মল্লিকায় জোটে রে ;
রজনীগন্ধার মতো, ঘোর গন্ধে আকুলিত,
অরুচি জনমে প্রেমে ; ভুলো না রে ভুলো না,
কারে ভালোবেসো না রে বেসো না!

৮

চিরদিন পূর্ণশশী উদয় তো হয় না,
চিরদিন ঋতুরাজ ধরাতলে রয় না ;
চিরদিন ভালোবাসা, হৃদয়ে করে না বাসা,
বনপাখি বনে যায় ; ভুলো না রে ভুলো না,
কারে ভালোবেসো না রে বেসো না!

৯

সকলি জলের খেলা ইন্দ্রধনু-প্রায় রে,
দেখিতে-দেখিতে প্রেম মিলাইয়া যায় রে ;
আবার শোকের ধারা, তিমিরে হইয়ে সারা,
দর্শকের আঁখি যায় ; ভুলো না রে ভুলো না,
কারে ভালোবেসো না রে বেসো না!

১০

গোলাপে কণ্টক হয়, বিধাতার খেলা রে,
অগ্নির বিকারমাত্র সুন্দরি চপলা রে ;
রত্নের উত্তম যেই, উজ্জ্বল হীরক সেই,
অঙ্গার-বিকারমাত্র ; ভুলো না রে ভুলো না,
কারে ভালোবেসো না রে বেসো না!

১১

ছুঁইলেই গলে যায়, প্রজাপতি-পাখা রে,
আগমনী না হইতে বিজয়ার দেখা রে,

অভিনয় না ফুরাতে, রঙ্গভূমি-প্রাঙ্গণেতে,
সূর্যরশ্মি দেখা যায় ; ভুলো না রে ভুলো না,
কারে ভালোবেসো না রে বেসো না!

১২

নদীগর্ভে কিশলয় শিলাময় হয় রে,
শশধরে ম্লান করে উষার উদয় রে ;
সরলা বালিকা হয়, প্রগল্‌ভা হইয়া যায়,
বাসি প্রেম তিক্ত বড় ; ভুলো না রে ভুলো না,
কারে ভালোবেসো না রে বেসো না!

১৩

বৃথা বাণী! বৃথা বাণী! প্রেমান্ধ প্রেমিক রে!
তার কাছে "প্রেম"-সত্য, কভু কি অলীক রে?
কভু নয়, কভু নয়! হে প্রেম, তোমারি জয়!
অমলা, ধবলা প্রিয়া, নহে কলঙ্কিনী রে!
চিরদিন সুধা-প্রসবিনী রে!

অশোকগুচ্ছ
১৯০০

রাক্ষসী

বসন্তের উষা আসি, রঞ্জি দিল যুগল কপোলে ;
তাই ও ফুলের বাস, ফুল-হাসি, আননে প্রিয়ার!
নিদাঘের রৌদ্র আসি, বিলসিল ললাট-নিটোলে,
তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা-ছটার!
ঘন-ঘোর বর্ষা-রাত্রি বিহ্বলিল অলক-নিচোলে ;
তাই গো প্রিয়ার পিঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার!
নাচিল শরৎশশী রূপ-হ্রদে, হিল্লোলে, হিল্লোলে ;
তাই গো প্রিয়ার দেহ কূলে-কূলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার!
রাহু-কেতু দুই ঋতু—শীত ও হেমন্ত শুধু হায়
প্রিয়ার হৃদয়ে পশি ছড়াইল কঠিন তুষার!
তাই প্রিয়ে, তাই বুঝি, সুকঠিন হৃদয় তোমার?
উপাসনা, আরাধনা সকলি ঠেলিয়া দাও পায়!
আমি গো বুঝিতে নারি দেবী তুমি, অথবা রাক্ষসী!
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুমি, কিংবা ঘোরা কৃষ্ণা চতুর্দশী।

লাজ-ভাঙান

ঘোমটা খুলিবেনাকো? থাক তবে বসি।
আমি করি কাব্য-পাঠ, যামিনী জাগিয়া!
একি! একি! চাঁপাগুলি গেছে বুঝি খসি?
খোঁপা চাহে ফুলগুলি কাঁদিয়া, কাঁদিয়া।
আমি দিব? কাজ নাই—পরশে আমার,
(আমি গো চঞ্চল বড়!) খুলিবে কবরী!
কুন্তলের ফুলদানি, আহা মরি-মরি!
চাঁপাগুলি ফিরে পেয়ে, হাসিছে আবার!
এমন সুন্দর পান কে গো সেজেছিল?

হাসিছ? তোমারি কীর্তি? এ বড় অন্যায়!
তব ওষ্ঠ এতো লাল! পানের বাটায়,
আমা লাগি ভিন্ন পান কে বল আনিল।
"যাও—যাও"—সে কি কথা? ধরি দুটি কর,
আমিও রাঙিয়া লই আপন অধর!

দাও-দাও একটি চুম্বন

দাও, দাও, একটি চুম্বন ;
বিছাইয়া দুটি ওষ্ঠে সোহাগের কচি পাখা,
দাও, দাও, প্রাণময়ি, ত্রিদিব-অমিয়-মাখা,
একটি চুম্বন!
আকুল-ব্যাকুল হয়ে, আত্মা মোর বাহিরিয়ে,
করুক তোমার করে সর্বস্ব অর্পণ।
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

পশে যবে রবিকর পদ্মের উবসে,
তরল কনক সেই শিশির-পরশে,
লাজ-রক্ত-শতদল প্রাণবৃন্ত ঢল-ঢল,
সর্বস্ব বিলায়ে ফেলে চিত্তের হরষে।
তেমতি, তেমতি তুমি, বৈশাখী চুম্বনে চুমি,
লও, লও, (আঁখি মোর আসিছে মুদিয়া!)
প্রাণের মদিরা মম গণ্ডুষে শুষিয়া।

দাও, দাও, একটি চুম্বন—
মিলনের উপকূলে, সাগর-সঙ্গমে,
দুর্জয় বানের মুখে, দিব ভাসাইয়া সুখে
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন!
দাও,দাও, একটি চুম্বন।
আর এক,—একটি চুম্বন।

তোমার ও ওষ্ঠ দুটি বাসন্তী যামিনী জাগি,
পাতিয়াছে ফুলশয্যা বল গো কাহার লাগি?
দাও, দাও, একটি চুম্বন।
নববধূ আত্মা মোর, লাজুক, লাজুক ঘোর

চক্ষু বুজি, মাথা গুঁজি, করিবে শয়ন!
দাও, সখি! মদির চুম্বন।
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

পুষ্পময়, স্বপ্নময়, তোমার ও ভালোবাসা,
কবিতা-রহস্যময়, নীরব তাহার ভাষা,
তোমাব ও মদির চুম্বন।
কপোত কপোতী-সনে
মগ্ন মৃদু কুহরণে,
থাকে যথা, সেইরূপে পরামর্শ করি,
তব ওষ্ঠ মম ওষ্ঠ উঠুক কুহরি!

আমি কে?

এক যে বিধবা আছে এ দেশের মাঝে,
তাহারি মুরতি মোর হৃদয়েতে রাজে!
পাটল অধরে তার,
চঞ্চল-ধূসর কেশে
ডুবায়ে তুলিকা ঘন, আঁকি আমি ছবি—
অতি ক্ষুদ্র বাঙলার কবি।

এক যে কুলীন-কন্যা আছে বাঙলায়,
আশার প্রদীপ ধরি, জীবন কাটায়!
দেহ-মালঞ্চের তার,
অর্ঘ্যপুষ্প ঝরে যায়!
হে দেবতা! কোথা তুমি?—আঁকি সেই ছবি-
ক্ষুদ্র আমি, বাঙলার কবি।

এক যে সধবা আছে, কোলে-পিঠে যার
শিশু-স্মর রেখে গেছে ফুল-ছবি তার!
সীমন্ত-সিন্দূরে তার,
চরণ-অলক্ত-রাগে,
ফলাইয়া নবরাগ আঁকি আমি ছবি—
চির-দুঃখী বাঙলার কবি।

এক যে শেফালি আছে, হেরি যার হাস
যৌবন-নিকুঞ্জে মোর চির মধু-মাস।
দাঁড়ায় চটুল দাসী,
শেফালির তলে আসি—
ওরো চক্ষে দেব-হাসি। আঁকি সেই ছবি—
দীন-দুঃখী, বাঙলার কবি।

গ্রামেব এ কূলে-কূলে, প্রাণেব অশ্বত্থ-মূলে,
যত দিন বহিবে জাহ্নবী,
খোকারে লইয়া বুকে,
প্রিযাবে আলিঙ্গি সুখে,
বুক পুবি, রঞ্জিব এ ছবি—
ক্ষুদ্র আমি, বাঙলার কবি।

তোমরা সকলে গেলে,
আমাবে একেলা ফেলে,
স্বদেশেব মাযা ভুলে।—অবণ্য-অটবী
এখনো এ দেশ নয়!
—এখনো জাহ্নবী বয।
শবতে চাঁদনি হাসে।—আঁকি সেই ছবি—
দীন-দুঃখী, বাঙলার কবি।

ভুল

এ কি নয়নের ভুল।—হইয়ে আকুল,
এলোচুলে, পরি এক আটপৌরে শাড়ি,
থাক যবে, দুই কানে দুটি ক্ষুদ্র দুল,
দুই হাতে চারিগাছি চুড়ি-বেলোযারি,—
এ কি গো আঁখির দোষ! হেন বোধ হয়,
বারাণসী চেলি তব শ্রীঅঙ্গে ঝলকে!
ঝকমকে সিঁতি, কাঞ্চী, কঙ্কণ, বলয় ;—
জলন্ত জোনাকি-পাঁতি ফুটন্ত অশোকে
এ কি নয়নের ভুল! বুঝিবারে নারি,
ফুটন্ত গোলাপ তুমি, অথবা মুকুল!
তুমি কি মহিমময়ী বর্ষীয়সী নারী,

অথবা জনক-গৃহে বালিকা-চটুল!
নিশীথে, উজ্জ্বলরূপে, হয় দিবা-ভুল ;
দিবসে, শর্বরী ঘোর, এলাইলে চুল!

দুটি কথা

কেহ বলে, পূর্ণশশী প্রিয়ার আনন ;—
সুরভি-সুবাস কোথা হিমাংশু-হিয়ায়?
কেহ বলে, প্রিয়ামুখ বিদ্যুৎ-বরন ;—
সুকুমার জ্যোৎস্না কোথা বিদ্যুৎ-বিভায়?
কেহ বলে, প্রিয়ামুখ ফুল্ল-কমলিনী ;
ব্রীড়ার বিক্ষেপ হায়, কমলে কোথায়?
কেহ বলে ঊষা-সম উজ্জ্বল-বরনী ;—
আলাপী চাহনি কোথা গোলাপি ঊষায়?
সাদাসিদে লোক আমি, উপমার ঘটা
নাহি জানি ; নাহি জানি বর্ণনার ছটা!
যদি কিছু থাকে মোর কবিত্ব-বড়াই,
অবাক্—ও মুখ হেরে,—সব ভুলে যাই!
এই দুটি কথা আমি বুঝিয়াছি সার—
'চুম্বন-আস্পদ' মুখ প্রিয়ার আমার!

প্রিয়তমার প্রতি

নয়নে-নয়নে কথা ভালো নাহি লাগে,—
আধ গ্লাস জল যেন নিদাঘের কালে!
চারিধারে গুরুজন ; চল অন্তরালে ;
দোঁহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে!
কে যেন গো কানে-কানে কহিছে সোহাগে-
"আন থালা ; ক্ষুদ্র এই কলার পাতায়,
একরাশ শেফালিকা কুড়ানো কি যায়?"
শুধু নয়নের দৃষ্টি ভালো নাহি লাগে!
বন্দী হয়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে,
কাঁদে যথা সুকবিতা, গুমরে-গুমরে,

মনোদুঃখে, ঘোমটার জলদ-আঁধারে,
তোমার ও মুখ-শশী কাঁদিছে কাতরে ;—
ছাদে চল ; মুক্ত বায়ু ; অদূরে তটিনী ;—
দ্রৌপদীর শাড়ি-সম সচন্দ্রা যামিনী!

খোঁপা-খোলা

খোঁপাটি দিয়েছে খুলে ;—এই দোষ ওর?
খোকারে বোলো না কিছু এ মিনতি মোর!
দেখ সখি চুলগুলি
শ্রীঅঙ্গে পড়েছে ঝুলি,—
দোলায়ে অলকাবলী খেলে বায়ু চোর!
ভূমিতে লুটায় আসি,
কেশের ঐশ্বর্যরাশি,—
শিহরি, মেদিনী হয় পুলকে বিভোর!
কেন ওরে মিছে বক?
আমার মিনতি রাখো—
সোহাগিনী, শোভার যে নাহি আজ ওর
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে এই দোষ ওর?

মধুমাসে ছোটে অলি,
হয়ে মহা-কুতূহলী,
ঠিক যেন তোর ওই চাহনি ডাগর ;—
সারি-সারি বসে ধীরে,
অশোক-চম্পক-শিরে ;—
কবির আঁখিতে বহে হরষের লোর!
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে এই দোষ ওর?

শ্রাবণে দিক্-সুন্দরী,
বিজুরি-লতিকা ধরি,
কুসুম তুলিয়া লয় ভরিয়া আচোর
আদর-সোহাগ করি,
ঘননীল নীলাম্বরী,
বরিষা পরায় তারে, দিয়া তারে কোর!
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে, এই দোষ ওর?

জলভারে ক্লান্ত হয়ে
কাদম্বিনী পড়ে নুয়ে ,
শিহরি মেদিনী হয় পুলকে বিভোর।
আমার মিনতি রাখো,
আজি এলোচুলে থাকো ,—
খোকারে বোলো না কিছু, এ মিনতি মোর।
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে, এই দোষ ওর।

নিরলঙ্কারা

বিনোদিনী, চাবি তব গিয়াছে হারায়ে?
এই দেখ, আমি তাহা পেয়েছি কুড়ায়ে।
কষিত কাঞ্চন জিনি,
তোর ও তনুয়াখানি।
তাহে কেন অলঙ্কার দিবিরে চাপায়ে?
দিব না, দিব না চাবি, দিব না ফিরায়ে।
আহা ও নুরীর পুচ্ছে,
আহা ও ফুলের গুচ্ছে,
কাজ নাই, কাজ নাই, অলক্ত মাখায়ে।

নাহি শবদের ছটা,
নাহি উপমার ঘটা,
তবু চিত্ত গীতি-কাব্যে ফেলেছি হারায়ে।
আজি শূন্য দেহে থাকো,
আমার মিনতি রাখো ,
চির তৃষিতের তৃষা দাও গো মিটায়ে।
অবিবাদে, মনোসাধে,
নগ্ন সৌন্দর্যের হ্রদে,
দাঁড়াব স্বজনি আজি, আকণ্ঠ ডুবায়ে।

প্রকৃতি পেতেছে শয্যা, কুহক ছড়ায়ে,—
নিজ হস্তে পারিজাত, মন্দারে ফুটায়ে।
করি কতো সন্তর্পণ
করি কতো প্রাণপণ,
প্রকৃতি পেতেছে শয্যা, পুরুষে চেতায়ে।

আপনা বিলাযে আব আপনা বিকাযে।
এটা সেটা আনি হায,
মোহন ফুল-শয্যায়
কেন চাস, পাগলিনী, রাখিতে ছড়ায়ে?

অবোধ! এ গৃহস্থালী কে দিল শিখায়ে?
আজি এ মিনতি বাখো,
কিছু ওতে রেখোনাকো।
বাতি হল আঁখি মোর আসিছে জড়ায়ে-
ও তোর ফুলশয্যায় পড়িব ঘুমায়ে।

আমি

ফেলিযা দিয়াছি বাসি মালতির মালা—
চম্পক-অঙ্গুলিগুলি ঘুরায়ে, ঘুরাযে,
গাঁথিছ বকুল-হার বিনায়ে-বিনায়ে।
শেষ না হইতে মালা, ওই দেখ, বালা,
তোমার অলক-গুচ্ছ হয়েছে উতলা।
মালা গাঁথা হলে শেষ, পাইবে সম্পদ,
তাই বুঝি উরসের যুগ্ম কোকনদ,
সরসে নলিনী-সম হয়েছে চঞ্চলা?
আমিও কুসুম, সখি ; সারাটি যামিনী,
সঞ্চিয়াছি তব লাগি, রূপ ও সৌরভ!
লভিতে এ পুষ্প-জন্মে বিভব, গৌরব ;
হ্যাদে দেখ, কি উতলা হয়েছি স্বজনি!
চিকনিয়া গাঁথিতেছ বকুলের মালা ;—
আমারেও ওইসাথে গেঁথে ফেল বালা!

বিধবার আরশি

বিধবার আর্শি খানি পড়ে আছে এক পাশে ;—
কালি-ঝুল মাখিয়া শরীরে।
মনে পেয়ে ঘোর ব্যথা, চুপে-চুপে কহে কথা,

মনোদুঃখে গুমরে-গুমরে ;—
"সধবা আছিল ঘরে, এ মুখ নেহারি মোব
কতোই সে পাইত গো সুখ ;
আমাব এ সবসীতে, ফুটিত গো অরবিন্দ,
তার সেই টুকটুকে মুখ।

গিয়াছে সোহাগ জানা—বোঝা গেছে ভালোবাসা,
এ ধরায় কেহ কারো নয় ;
ছ-মাস চলিয়ে গেল, একবারো নাহি এল,
দেহ মোব কালি-ঝুলময়।
ভুল—ভুল?—'সখী' নয়, সে মোর 'সতীন' হয়,-
সব কথা বুঝিয়াছি আমি ;
যামিনী হয়েছে ভোব, ভেঙেছে স্বপন-ঘোর,
—একদিনে দু-সতীনে হারায়েছি স্বামী।"

জাদুকরি! এত জাদু শিখিলি কোথায়?

১

জাদুকরি, এত জাদু শিখিলি কোথায়?
বিহ্বলা-মোহিনী বেশে, কথা কস হেসে-হেসে,
জহুরির দোকানের পট খুলে যায়!
কোহিনুরে, কোহিনুবে, আলো যে উথলি পড়ে!
ছড়াছড়ি ইন্দ্রনীলে, হীরায়-মুক্তায়!
যেখানে দাঁড়াস তুই, জাতি, বেল, মল্লি, জুঁই
ফুটে ওঠে ; পারিজাত শাখায়-শাখায় ;
সহসা মালঞ্চ-রাজে গৃহ-আঙিনায়!
শাখী নাচে, পাখি নাচে, কুহু-শব্দ প্রতি গাছে,
সারা গৃহ হয় সারা সৌরভ-নেশায়!
হেরি ও মোহন ভেল্,
ভুলে গেছি বুদ্ধি-খেল্,
মলিন তারার ভাতি চাঁদনি-নিশায় ;—
জাদুকরি, এত জাদু শিখিলি কোথায়?

২

মনে নাই? সেই নিশি,
অন্ধকার দশ-দিশি,
জলদে চপলা চাহে বিকট বিভায়,
সোহাগে বাহুর ডোরে, বাঁধিলি আমায়!
সুখ-খিন্ন হল প্রাণ ;
ক্ষণে মোর হল জ্ঞান
আমি যেন ডুবে আছি জাগ্রত-নিদ্রায়,
বাসন্তী যামিনী-কোলে, ফুল্ল-জোছনায়!
জ্ঞানরন্ধ্র হল রোধ
পরক্ষণে হল বোধ,
চম্পকে, কমলদলে শিরীষ-শয্যায়
আছি আমি , হাসি মোর অধরেতে ভায়!
পাতিয়ে জাদুব কল,
এইরূপে প্রতি পল
কাটাইলি , তুই যবে আইলি হেথায়,
সেই দিন যামিনীর হয়েছে বিদায়!
নিশায় কোকিল গায়,
কমল মুচকি চায়,
যামিনীতে কোলাকুলি উষায়-উষায়!
জাদুকরি, এত জাদু শিখিলি কোথায়?

৩

জাদুকরি, তুই এলি—
অমনি দিলাম ফেলি
টীকা-ভাষ্য ;—তোর ওই চক্ষু-দীপিকায়
বিদ্যাপতি-মেঘদূত সব বুঝা যায়!
শব্দ হয় অর্থবান,
ভাব হয় মূর্তিমান,
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায়!
জাদুকরি, এত জাদু শিখিলি কোথায়?

৪

শোকমুখে নিজ ঘরে,
শোক গেছে চিরতরে ;
পলাতক রোগ-দৈত্য ফিরিয়া না চায় ;
প্রতি কক্ষে আশা-পরী ;

হীরার অঙ্গুরী পরি,
অন্ধকারে, হাসি মুখে, প্রদীপ দেখায়!
জাদুকরি, এত জাদু শিখিলি কোথায়?

৫

আমার মলিন নেত্রে,
আমার শীতল গাত্রে,
কি অনল জ্বেলে দিলি!—নিশায়-দিবায়,
সে পূত অগ্নির সেকে,
পাপ-চিন্তা, একে-একে,
শুকনো পল্লব-সম দগ্ধ হয়ে যায় ;—
জাদুকরি এত জাদু শিখিলি কোথায়?

৬

ও জাদু-পরশে তোর
জড়িত রসনা মোর
বীণার ঝঙ্কার-ধ্বনি দিগন্তে বিলায়।
হের দেখ সারি-সারি,
জগতের নর-নারী,
অবাক, হসিত নেত্রে, মোর পানে চায়।
জাদুকরি, এত জাদু শিখিলি?

তারপর

স্বামী গেল মরি!
—তারপর?
তারপর, কেঁদে-কেঁদে, ডাগর-ডাগর আঁখি
লালে লাল করিল সুন্দরী!
—তারপর?
তার-পর, বুক বেঁধে, চাহিল বাঁধিতে ঘর ;
চাহিল ভুলিয়া যেতে বিরহ-দুঃসহ ;
—তারপর?

তারপর অতি কষ্টে, করিল অনেক চেষ্টা
দুষ্কর সংসার-যাত্রা করিতে নির্বাহ!

তারপর?
তারপর, একা, হেথা স্বামী বিনে ঘর করা
লাগিল না ভালো!
তারপর?

তারপর, একদিন, "হা নাথ যো নাথ" কবি
অনাথিনী জীবন ত্যজিল!
তারপর?

তারপর, ধীরে ধীরে, স্বর্গ হতে পুষ্প-রথ
মর্ত্যে এল নামি।
তারপর, ভাগ্যবতী, বৈকুণ্ঠ-আবাসে গিয়া,
পাইল প্রাণের প্রাণ জীবনের স্বামী!

কৌটার সিন্দুর

কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর!
সেই আঙুলের দাগ কৌটা-মাঝে লেগে থাক,
অধরে লাগিয়ে থাক চুম্বন-মধুর ;
কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর?

রঙে-রঙে ঘেঁষাঘেঁষি, রাগে-রাগে মেশামিশি,
থাক-থাক নিও না ও কৌটার সিন্দুর!
ও রাগ মিলায়ে যাবে, কৌটা বড় দুঃখ পাবে!
মিলন-মধুর হবে বিরহ-বিধুর!
কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর?

রেখে দে যতন করে ;— দেখিস তখন
দুঃখিনীর হবে যবে অন্তিম-শয়ন।
অবাক হইয়ে যাবি, মনে কত ভয় পাবি,
সিন্দুরের কৌটা খোলে আপনা-আপনি!
তাম্বুলের বাটা খোলে আপনা আপনি!
অধরে তাম্বুল-রাগ, ললাটে সিন্দুর-দাগ,
চলে যাবে উচ্চ কণ্ঠে গাহিয়ে রাগিণী,
তুহাদেরি মাঝ দিয়া বিধবা ভামিনী!

তোমরা সব এয়ো মিলে, কৌটা খুলে দিস ঢেলে ;
ললাটে সিন্দূর-ফোঁটা দিস ভরপুর ;
আহা এবে থাক পড়ে কৌটার সিন্দূর।

মলিন হাসি

বিশ্বের ঝঞ্ঝাট-ক্লেশ যন্ত্রণার একশেষ,
উপমায় হারে তোর কাছে।
হায় রে মলিন হাসি, তোর চক্ষে অশ্রুরাশি
যত আছে, জগতে কি আছে?
আছে কিরে কুঞ্জ-গেহে, নিদাঘে লতার দেহে
কীট-দষ্ট পুষ্পের বদনে?
আছে কি তমাল-শিরে, উদাসী কালিন্দী-তীরে,
অস্তগামী মুমূর্ষু কিরণে?
প্রাঙ্গণের প্রান্ত দেশে, আছে কি রে নিশিশেষে
পাণ্ডু-চন্দ্র-চন্দ্রিকা-বরনে?
হায় রে মলিন হাসি, এত কেন অশ্রুরাশি ;—
তোর ওই কাঙাল নয়নে?

হায় রে মলিন হাসি, ওই তোর অশ্রু-রাশি,
কবির কি ভাব-ভরা কথা?
নয়-নয়! সবি ফাঁকি,— সকলি রহিল বাকি!
মর্মে গাঁথা মরমের ব্যথা।
একদিকে রৌদ্র-হাসি, অন্যদিকে অশ্রুরাশি
ইন্দ্রধনু কি শোভা বিকাশে!
হায় রে মলিন হাসি— তোর কিন্তু অশ্রুরাশি
নেত্রপটে শ্মশান প্রকাশে।

সুখের বাসর-ঘরে সবে হুড়াহুড়ি করে,
সধবা ও কুমারীর দল ;
চুপে-চুপে ধীরে আসি, তুইরে মলিন হাসি,
আধা-হাসি,—আধা-অশ্রুজল ;—
বিধবার পাণ্ডুমুখে, তিলমাত্র বসি সুখে
আবার করিস পলায়ন ;
হায় রে সে হাসি নয়, হাসির সে অভিনয়!
সিক্ত করে কবির নয়ন।

উচ্চ হাসি

কুসুম-কোমল আর জ্যোৎস্না-সুশীতল,
অতি-স্নিগ্ধ, সুকুমার, তব মৃদু-হাসি,
কি সুন্দর! —আমি কিন্তু বড় ভালোবাসি
উচ্চ-হাসি, উদ্বেলিত সংগীত-তরল!
মূর্তিমতী রাগিণীর ভুজ-মেখলায়,
বাজি যেন উঠিয়াছে কঙ্কণ-কিঙ্কিণী!
হৃদয়ের কুঞ্জে, কুঞ্জে , বাসন্তী উষায়,
জাগি যেন উঠিয়াছে নূপুর-শিঞ্জিনী!
বিশ্বকর্মা গড়িয়াছে কনক-মৃণালে,
তোমাব হৃদয়-মাঝে প্রেমের পিয়ালা!
উর্বশী রঙ্গিণী-সম নাচে তালে-তালে,
মোহিনী-মদিরা কিবা, পিয়ালায় ঢালা!
অধরে গড়ায়ে পড়ে সুধা রাশি-রাশি!
সুরার বুদ্বুদ বুঝি ওই উচ্চ হাসি?

নীরব বিদায়

নীরব বিদায় ও যে, নীরব বিদায় আহা,
নীরব বিদায়!
শব্দে বুঝাইতে যাই, অর্থের পাই না থাই
এ জগতে হায়-হায় নীরব বিদায়
ভাষায় কি বুঝানো গো যায়?
মুখে কথা নাহি ফোটে, ভাবগুলি কেঁপে ওঠে,
চঞ্চল সরসী-জলে শশী-বিম্ব প্রায়,
হায় ও যে নীরব বিদায়!

বৃথায়-বৃথায় চেষ্টা, নীরব বিদায়
তুলিকায় ধরা কভু যায়?
দাসী আসি লয়ে যায়, সন্তানে তুলিয়ে হায়!
মা তাহার বার-বার ফিরে-ঘুরে চায় ;—
—দৃষ্টি যেন পিছু-পিছু ধায়!
অঙ্গ-যষ্টি অবিচল নেত্রে নাই অশ্রুজল,
বর্ণ নাহি মুরতি-রেখায়!
হায় ও নীরব বিদায়!

বৃথা চেষ্টা! এ জগতে নীরব বিদায়,
পুষ্পভ্রষ্ট সৌরভের-প্রায়,
জননীর দৃষ্টি হয়ে বালকেরে সঙ্গে লয়ে
সন্তানের পাঠ-গৃহে ধায়।
'ভাসান'—গঙ্গার ধারে রথ-যাত্রা হেরিবারে,
নয়নমণিরে মাতা সাজায়ে পাঠায় ,
নিজে কিন্তু স্নেহময়ী, বাতায়নে বসি ওই
এক-মনে কি বস্তু ধেয়ায়!
চক্ষে অশ্রু-জল নাই, কায়া নাই, ছায়া নাই,
ভাষায় ও বোঝানো কি যায়?
হায় ও যে নীরব বিদায়!

তুমি কি ভেবেছ মনে, বিবাহ যামিনী
হলে পরে ভোর,
কন্যারে বিদায় দিতে, কন্যার জননী
ফেলে শুধু নয়নের লোর?
না গো না, বরের মাতা তারো চিত্তে গুপ্ত-ব্যথা,
হয়ে থাকে, পুত্র যবে দুদিনের তরে,
যায় দূরে বধূ আনিবারে!

রসের আভাস নাই, ছন্দের বিকাশ নাই,
গান গেয়ে গাওয়া কি গো যায়?
হায় ও যে নীরব বিদায়!
ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! এ জগতে নীরব বিদায়,
ত্বকস্পর্শে ছোঁয়া কভু যায়?
আশঙ্কায় চক্ষু বুজি, দুটি অন্ন মুখে গুঁজি,
ওই যুবা কার্যালয়ে ধায়!
প্রাণের যুবার তরে তাম্বুল লইয়া করে,
তরুণী যে দিতেছে বিদায়,
মর্মে গাঁথা নীরব ভাষায়
জলে শশী-ছায়া প্রায়, বিদায় কি উথলায়,
তরুণীর নয়ন-কোণায়?
ও বিদায় কায়াহীন! ও বিদায় ছায়াহীন!
বোঝা যায়, হিয়ায়-হিয়ায়!
আকুলি-ব্যাকুলি নাই, অধরে কাঁপুনি নাই,
ভাষায় ও বোঝানো কি যায়?
হায় ও যে নীরব বিদায়!

হেরে দেখ, একমাত্র সন্তান-রতন,
দূরদেশে যায় ;
অন্ন, অন্ন, অন্ন, চাই ; বিনা বাক্যে যায় তাই।
ঘরে-ঘরে এ কাহিনী দুঃখী বাঙলায়!
পিতামাতা দেয় তারে নীরব বিদায়!
ফেলে না চক্ষের জল, পাছে হয় অমঙ্গল,
নীল অভ্র মগ্ন হয় ঘন জোছনায়!
শশী গেল অস্তাচলে, যামিনী শিশির-ছলে,
কাঁদিতে না পায়!
অধরে কালিমা নাই, নয়নে ভাবনা নাই ;
ভাষায় ও বোঝানো কি যায়?
হায় ও যে নীরব বিদায়!

লক্ষ্ণৌর আতা

চাহি না 'আনার'—যেন অভিমানে ক্ষুব্ধ,
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজ-সুন্দরীর!
চাহিনাকো 'সেউ'—যেন বিরহ-বিধুর
জানকীর চির-পাণ্ডু বদন-রুচির!
একটুকু রসে ভরা, চাহি না আঙুর,
সলজ্জ চুম্বন যেন নব-বধূটির!
চাহি না 'গন্না'র স্বাদ! কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ়-দম্পতির!
দাও মোরে সে জাতি সুবৃহৎ আতা,
থাকিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া ;
চঞ্চলা বেগম কোন হয়ে উল্লাসিতা
ভাঙিত ; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া!
অহো কি বিচিত্র মৃত্যু! আনন্দে গুমরি,
যেতে মরি রসিকার রসনা-উপরি!

গণিকা

'চল দেবি, স্বর্গে চল'—কহিলা নারদ,
হরির মধুর নাম বীণায় ঝঙ্কারি!
মহর্ষির রাতুল সে পদ-কোকনদ
নেহারি, গণিকা কহে নয়ন বিস্ফারি,—
'চারিধারে যমদূত ; ওই সারি-সারি
অগ্নিকুণ্ড ; আমার সহিত এ ছলনা
কেন দেব? মর্ত্যে আমি ছিনু বারাঙ্গনা ;
এ রৌরবে মোর-সম নাহি পাপাচারী।'
কহে ঋষি 'মনে নাই? সেই রঙ্গভূমি!
দ্রৌপদী-বস্ত্র-হরণ-অভিনয়-স্থলে,
"কোথায় শ্রীহরি" বলে ডেকেছিলে তুমি,
ভাসি গেল রঙ্গভূমি নয়নের জলে।
চল, চল, পুষ্পরথে আরোহি পুলকে,—
হরি-নাম ব্যর্থ নয় গণিকারো মুখে।'

যাব না, যাব না!

তুমি তো চলিয়া গেলে, দাসীরে একেলা ফেলে
তাহে খেদ নাহিকো আমার।
শুধু এই খেদ নাথ, মৃত্যু বসি শিয়রেতে,
অভাগীরে ডাকে বার-বার।

যাব না, যাব না—
এখন সময় মোর, হয় নাই হে মরণ,
সাধ মোর আছে বাঁচিবার।
ফুরায়নি সব আশা, এক ছাদ রোদ আছে,
কতো মালা আছে গাঁথিবার!

যাব না, যাব না—
পাছে অভাগীর প্রাণে, যাতনা কি কষ্ট হয়
হায় সেই ঋষিব্রতধারী,
রোগে জরজর, তবু মুখ টিপি হাসিতেন,
লুকাতেন নয়নের বারি!

যাব না, যাব না—
সে যে এতো করে গেল,　　সে যে এত সয়ে গেল,
আধা তার সহিলাম কই?
দুই-চারি একাদশী　　করি বহে অশ্রুবারি,
আমাতে আমি গো যেন নেই!

যাব না, যাব না—
সারাদিন তুমি নাথ,　　মাথে করি ঝঞ্ঝাবাত,
শেলসম নিষ্ঠুর বচন,
কর্মক্ষেত্রে মোর তরে,　　বিসর্জনে ক্ষীণ তনু,
আমারি কি সাধের জীবন!

যাব না, যাব না—
হাত তুলে হেসে-হেসে,　　অমন-অমন করে,
হে মরণ, ডেকো না, ডেকো না—
আমারে পরাতে বাস,　　সাজাতে সুন্দরী-সাজ,
সে সহিত কতই লাঞ্ছনা!

যাব না, যাব না—
পিরানে বোতাম নাই!　　পাদুকাটি অর্ধছিন্ন!
মোব হস্তে পরাতো বলয়
বুকে ধরিত না সুখ!　　আমারি কি যত দুখ,
ঠোঁট 'পরি দিন দুই-ছয়!

যাব না, যাব না—
বৃথা এই জারি-জুরি!　　সারীর ছলনা-বাক্য
বুঝে ওই হাসিছে মরণ!
যাই! যাই! হাত ধরে　　বুকেতে টানিয়া লও,
কোথা তুমি অমূল্য রতন?
একি নাথ আজো তব　　অধরে মলিন হাসি,
মিসকালি সুবর্ণ তোমার!

এতো নাথ খাটিয়াছ ,　　শরীর ভাঙিয়া গেছে!
শক্তি নাই কাছে আসিবার!
বলো নাথ, বলো বলো,　　কোথায় বেঁধেছ ঘর?
খাটিতে হবে না তোমা আর!
কোলে তুলি, বুকে ধরি,　　প্রাণনাথ, প্রাণধন,
মুছাইব নয়ন-আসার ;

ফুটাইব হাসিরাশি,   অধরে তোমার,-
—সর্বস্ব আমার!

গান-শোনা

গেয়ে যাও, থেমোনাকো ; গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান!
পিয়ে ও সংগীত-মধু,   আমার মানসী-বধূ,
আহ্লাদে উন্মুখ আজি, ঊর্দ্ধ করি কান!
বধিরতা সারিয়াছে, .   আত্মা মোর বুঝিয়াছে,
রূপ, রস , স্পর্শ, গন্ধ, একি উপাদান!
পুষ্প, জ্যোৎস্না, প্রেম, গান, এক সেতারের তান!
গেয়ে যাও, থেমোনাকো ; গেয়ে যাও গান ;
• সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান!

ওঠে-পড়ে গীতধারা,   তরল রজত-পারা!—
পুষ্পবনে একি রঙ্গ! —নিঝরের প্রাণ,
করে সখি ছুটাছুটি আহ্লাদে অজ্ঞান!
নামিছে-পড়িছে ওই,   উঠিছে, নামিছে ওই,
অতীতের মগ্নস্মৃতি বাহিয়া সটান!
নয়নে ত্রিদিব-নেশা,   পুলক-বিহ্বল-বেশা
গেয়ে যাও, থেমোনাকো, গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছে অভিমান!

আজি গো হয়েছে ধন্যা,   সংগীতের অন্নপূর্ণা!
পুষ্পবাস, পূতপ্রেম, মুরলীর তান,
অকাতরে, মুক্তকরে, করিছে প্রদান!
যত তব প্রাণ-মাঝে,   হাসি-অশ্রু লেগে আছে,
উছলি-উছলি আজি, আনিছে ও গান!
সুখ মৃদু কেঁদে উঠে,   দুঃখ মৃদু হেসে উঠে—
গেয়ে যাও, থেমোনাকো ; গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছে অভিমান!

কবে কোন শেফালির,   সৌরভে হয়ে অস্থির,
দোঁহে-দোঁহো করেছিনু প্রেমসুধা-দান ;

কবে কোন্ যামিনীতে বসি বাতায়ন-পথে
করেছিলে তুমি সখি অভিমান-ভান ;
কোন সে মাধবী-রাতে ফুল-শয্যা ফুল-পাতে,
একটি চুম্বনে হল নিশি অবসান ;
নয়নে ত্রিদিব নেশা, পুলক-বিহ্বল-বেশা,
বলে যাও সে কাহিনী ; গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান।

ডায়মনকাটা-মল

(সেদিন শ্বশুরবাড়ি গিয়াছি। রাঙাদিদির সহিত গল্প করিতেছি ; এমন সময়ে, নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ির তিন বধূ ও বাড়ির কন্যা (আমার গৃহলক্ষ্মী) ঝমর্-ঝমর্-ঝমাৎ শব্দে প্রত্যাগত হইলেন। রাঙাদিদির আদেশ হইল, 'নাতজামাই, বুঝিব তুমি কেমন কবি। মলের শব্দে ঠাওরাও দেখি, কোন্‌টি কে।' তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।)

১

ঝমর্-ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল!
উঠিছে-পড়িছে কি রে, নামিছে-উঠিছে কি রে,
রূপ-হর্ম্যে সঞ্চারিণী রাগিণী তরল?
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে, কোকিল কি ঝঙ্কারিছে,
নিশুতির শান্তগৃহে খুলিয়ে অর্গল?
সুন্দরীর উচ্চহাসি পেয়ে প্রাণ অবিনাশী
অবিরল ছুটে কি রে আনন্দে চঞ্চল?
ঝমর্-ঝমাৎ-ঝম্, ঝমর্-ঝমাৎ-ঝম্,
কেন আজি প্রতিধবনি হরষে বিহ্বল?

মল বলে,—'আমি যার "বধূ" সে গো নহে আর,
মাতৃভাবে ভয়-লজ্জা ডুবেছে সকল।'
বড় বধূ ওই আসে, শিশুরা পলায় ত্রাসে ;
চঞ্চলচরণ দাসী সহসা নিশ্চল!
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে? কোকিল কি ঝঙ্কারিছে?
মুখর বিরহ বলে, 'চল্-চল্-চল্'—
ঝমর্-ঝমাৎ-ঝম্, ঝমর্-ঝমাৎ-ঝম্, বাজে ওই মল!

ঝমর্-ঝমর্-ঝম্, ঝমর্-ঝমর্-ঝম্, বাজে ওই মল!
হল নারে ঘুরাইতে প্রেম-চাবি ছুঁতে-ছুঁতে,
না ছুঁইতে, বাজে কেন সোহাগের কল?
ঝিল্লি-সাথে নিশি-বায় ঝাঁপতালে গীত গায় ;
নিশি-মুখে ফুটে ওঠে গোলাপের দল!
রাজহংস কি কহিল, প্রাণ-কর্ণে কি গাহিল,
লজ্জা গেল ;—দময়ন্তী-তনু টল্‌মল্!
ঝমর্-ঝমর্-ঝম্, ঝমর্-ঝমর্-ঝম্,
তেমতি বধূর পায়ে বাজে ওই মল!

মল বলে,—'আমি যার "বধূ" সে গো নহে আর,—
ভগ্নীভাবে ভয়-লজ্জা ডুবেছে সকল।'
'খোকার ঝিনুক কই?' মেজ বউ বলে ওই,
অধরে গরল তার, নয়নে অনল!
কুহু-কুহু কুহরিত, অলিপুঞ্জ-মুখরিত,
বধূর যৌবন-কুঞ্জ মরি কি শ্যামল!
ঝমর্-ঝমর্-ঝম্, ঝমর্-ঝমর্-ঝম্, বাজে ওই মল!

৩

ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু, ঝুমুর-ঝুমুর-ঝুমু, বাজে ওই মল!
পদ্মদলে পরবেশি, হারাইয়া দশ-দিশি,
ভ্রমরা গুঞ্জরে কি রে হইয়ে পাগল?
অতনু কি মৃদুভাষে, লুকায় উমার বাসে?
পাছে ভাঙে তপ, জ্বলে হর-কোপানল!
কেন, কেন ম্রিয়মান্, হেমন্তে পাখির প্রাণ?
বসন্তের সাড়া পেয়ে তবুও বিহ্বল?
ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু, ঝুমুর-ঝুমুর-ঝুমু বাজে ওই মল।

মল বলে, 'আমি যার, চিরলজ্জা সখী তার ;
ঢুলে পড়িয়াছে পিয়ে লাজ-হলাহল।
চুম্বিয়ে চরণ তার, জাগাই গো বার-বার ;
বধূর কেমন পণ, সকলি বিফল!'
ঘোমটা টানি মাথায়, সেজো বউ চলে যায় ;
পদ্ম-দলে বদ্ধ অলি হয়েছে বিকল।
ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু-ঝুমু, ঝুমুর-ঝুমুর-ঝুমু বাজে ওই মল।

৪

রুনু-রুনু-ঝুম্-ঝুম্, ঝুম্-রুনু-রুনু-ঝুম্, বাজে ওই মল!

জল পড়ে ঝর-ঝর, শীতে তনু থর-থর,
ভাঙা-গলা কোকিলার সংগীত-তরল।
শুনে শ্যাম নাহি এল, কঙ্কণ খসিয়া গেল,
ছল্-ছল্ আঁখি রাধা চাহে ধরাতল!
মিলন-লজ্জার বুকে, মুখ গুঁজে অধোমুখে,
কহে ধীরে, 'হেতা হতে চল্ সখী চল!'
প্রগল্‌ভা হাসিতে চায়, গুরুজন!—একি দায়!
চঞ্চল-মুখর ওষ্ঠে ঝাঁপিল অঞ্চল!

রুনু-রুনু-ঝুম্-ঝুম্ ঝুম্-রুনু-রুনু-ঝুম্,
মল বলে, 'বল, ওরে, সরে যেতে বল্!'—
কবি বলে, 'আসে ওই, আমার আনন্দময়ী,
শরমে শিথিল তনু, ভরমে বিকল ;
যামিনীতে দেখা হলে সুধাবো সোহাগ-ছলে,
তরল-জ্যোৎস্না-জলে ধুয়ে ধরাতল,
শারদীয়া শর্বরী, সখি তোর গলা ধরি,
এমনি কি গান গায়? বল্ সখি বল্?'
রুনু-রুনু-ঝুম্-ঝুম্, ঝুম্-রুনু-রুনু-ঝুম্ ওই বাজে মল!

অশোক-তরু

হে অশোক, কোন্ রাঙা চরণ চুম্বনে
মর্মে-মর্মে শিহরিয়া হলি লালে-লাল?
কোন্ দোল-পূর্ণিমায় নব-বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ্ প্রকৃতি-দুলাল?
কোন্ চির-সধবার ব্রত উদ্‌যাপনে
পাইলি বাসন্তী শাড়ি সিন্দুর-বরন?
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
একরাশি ব্রীড়া-হাসি করিলি চয়ন?
বৃথা চেষ্টা—হায়! এই অবনী-মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর—তরু-জীব-প্রাণী!
পরানে লাগিয়া ধাঁধা আলোক-আঁধারে,
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী।

শৈশবের আবছায়ে শিশুর 'দেয়ালা' ;
তেমতি, অশোক, তোর লালে-লাল খেলা!

নারী-মঙ্গল

জানি আমি নারী, তুমি কবি-বিধাতার
শ্রেষ্ঠ কাব্য ; সুকোমল কান্ত পদাবলী ;
ছন্দোবন্ধে, অনুপ্রাসে মরি কি ঝঙ্কার!
শ্যামের মুরলী-সম শব্দের কাকলি!
উপমার কারিগরি, বর্ণের যোজনা,
কল্পনার লীলাখেলা (গোপীর হিন্দোলা!)
হেরি সখি, মুগ্ধ হয় লুব্ধ চেতনা—
নাচিছে উর্বশী যেন বাসন্তী-নিচোলা!
কিন্তু যবে হেরি সখি, ছন্দ-ভঙ্গিমায়
অর্থে মধুরতর চিকন রঙ্গিমা—
ভাবের সে সমাবেশ! (রস উথলায়
পদে-পদে—চারুতার গুপ্ত গরিমা!)—
লুপ্ত হয় বুদ্ধি মোর সরে না গো বাণী!
কবির এ গুণপনা কেমনে বাখানি?

সুকেশিনী, সুহাসিনী, চম্পকবরনী,
হে সুন্দরি, তুমি যবে পোহাতে শর্বরী,
পতি-পাশে (কুঞ্জে যথা ব্রজের রমণী!)
যাও অর্ধযামিনীতে-আনন্দ-লহরী
জাগায়ে প্রমোদ-কক্ষে! বধূ-বিলাসিনী
অভিসারিকার বেশে! নূপুর গুঞ্জরি
নাচে মরি ; নাচে মরি কঙ্কণ-কিঙ্কিণি
গুঞ্জরি ; প্রমোদ-কুঞ্জে তুমি মধুকরী!—
কি উৎসব! হাসে দীপ ; হাসে নেত্র-তারা
হাসে অলকের পুষ্প ; ঝলকে-ঝলকে
হাসে তব রক্তচেলি ; হর্ষে হয় সারা
সারা গৃহ, গৌরাঙ্গীর পরশ-পুলকে!
রূপে ভোর পতি তব, তোমার সুষমা
পান করে শত-নেত্রে, অয়ি মনোরমা!

নিশান্তে করিয়া স্নান, পরি শুভ্র শাটি,
এলাইয়া তরঙ্গিল আর্দ্র কেশরাশি,
শ্বশ্রূর পূজার কক্ষে, পশি হাসি-হাসি,
সাজাও পুষ্পের মালা, চন্দনের বাটি—
অর্চনার আয়োজন, কিবা পরিপাটি!
বধূর সুমুখ হেরি, শ্বশ্রূর আ-মরি
নেত্রে বহে আনন্দের বারি!—ত্যজি শাটি,
পরি এক আটপৌরে শাড়ি, হে সুন্দরি,
কোথা যাও? বিম্বাধরে আনন্দ না ধরে।
পশিয়া রন্ধন-গৃহে, তণ্ডুল-ব্যঞ্জন
সুস্বাদু! রাঁধিয়া যতনে, পরিবেশন
করিছ দেবর-বর্গে কতোই আদরে!
শব্দ-ঘটাময়ী শুধু নহ গো কবিতা—
তুমি শুধু অর্থময়ী, ভাবময়ী গীতা!

তাই সখি বঙ্গ-কবি, রূপে-গুণে ভোর,
রসরঙ্গে, মধুমাসে, রচে 'মাধবিকা'—
চিকন গাঁথনি! তার কল্পনার ডোর!
পরায় তোমার গলে মোহন মালিকা!
তাই সখি বঙ্গ-কবি (বিদ্যুতের খেলা
মেঘে-মেঘে! বর্হ তুলি নাচিছে শিখিনী!)
হৃদি-কদম্বের-শাখে দোলাইয়া 'দোলা',
ডাকে তোমা—দোলাইতে তোমারে রঙ্গিণী!
তাই সখি, বঙ্গ-কবি, 'চিত্রার' উদ্যানে
বসিয়া ('অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি ;
নাহি কাল, দেশ!') চাহি, তব মুখ-পানে,
'অনিমেষে করে সখি তোমারি আরতি!'
'অন্তর-মাঝারে তার একা একাকিনী'
তুমি জ্যোৎস্না—চারিধারে আঁধার যামিনী!

তুমি মোর স্পর্শমণি! তোমার দুহাতে
পিত্তলের বালা যদি পরাই সোহাগে,
দরিদ্র কঙ্কণ-দুটি, জ্যোৎস্না-সম্পাতে,
ঝকমকে-ঝলমলে কনকের রাগে!
গৃহের আরশি, ছবি (তাহাদের সাথে
কি সম্বন্ধ পাতায়েছ?) পড়ি একভাগে,
তোমার বিরহে তারা থাকে গো বিরাগে!

মেঘের দুঃস্বপ্ন হেরে কি দিবা-নিশাতে!
তুমি যবে হাস্যমুখে তাদের সকাশে
যাও সখি, তোমার ও মোহন পবশে,
তাদের মলিন তনু কি দ্যুতি বিকাশে,
করিয়া অবগাহন সোনার সবসে।
আমারো ছিল গো সখি, মলিন নয়ন,
এবে তাহে হাসি-ছটা, সোনার কিরণ!

সত্য করি বল সখি, কোন্ অলকায়,
কোন্ যক্ষ-মোহিনীর প্রমোদ-উদ্যানে,
শোভিতে মন্দার-বেশে? বেষ্টিয়া তোমায়,
নীলকান্ত-আলবালে, কনক-বিতানে,
পালিত যক্ষ-মোহিনী! প্রবাল-শাখায়
ফুটিত মুকুতা-ফুল!—চাহি তব পানে,
হর্ষ দীপ্তি উছলিত মোহিনী-বয়ানে,
লাল-নীল-পীত-রক্ত আভার ছটায়!
ছিলে কি গো কল্পলতা, ইন্দ্রের উদ্যানে,
আলিঙ্গিয়া পারিজাতে? হতো আন্দোলিত
লীলা-রঙ্গে শাখা-বাহু! চাহি তব পানে,
উর্বশী-মেনকা-রম্ভা নর্তন শিখিত!
আকুলি সে দেবভূমি, স্বর্গের শেফালি!
ফুটিয়া, ঝরিয়া পুন, ফুটিতে কি অলি?

তারপরে বুঝি কোনো দুর্বাসার শাপে,
নারী হয়ে জনমিলে অবনী-মাঝার?
তব পুণ্যফলে, সঙ্গে আনিলে তোমার
স্বর্ণবর্ণ, শ্রীঅঙ্গের চারু ইন্দ্রচাপে।
তবু সখি, তোমার ও বদনমণ্ডলে
উছলে স্বর্গের সেই দুরন্ত সৌরভ!
কি বলিব? তোমার ও বসন-অঞ্চলে
বাঁধিয়া এনেছ, সখি, স্বর্গের বিভব!
কি বলিব? হেরি কেহ অকুণ্ঠিত দান,
হাসি কহে : 'হের দেখ দরিদ্রের ঠাট্!
হায় সে অদূরদর্শী জানে না সন্ধান,
তুমি মোরে রত্নময়ি!—করেছ সম্রাট্!
দেবতা প্রসন্ন—আমি প্রিয় দেবতার!
কে পায় মরিতে বলো হেন উপহার?

তাই সখি, তোমার ও রূপ-কক্ষে বসি,
থাকি আমি দিবানিশি। লোকে বলে : 'এ কি!
নির্জনে কেমনে থাকে!'—হে কবি-প্রেয়সি,
বুঝাব এদের, এরা বুঝিবে তবে কি?
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জন?
সহস্র সমিতি সে যে, সভার আহ্বান,
সহস্রের সাথে সে যে শত আলাপন,
সহস্রের সাথে সে যে আদান-প্রদান
তুমি একা কথা কও? দু-চক্ষু চঞ্চল
কথা কয় ; কথা কয় প্রগল্‌ভ অঞ্চল ,
কথা কয় শতমুখে কেশের কুন্তল!—
কারে উত্তরিব? হই বিস্ময়-বিহ্বল!
কি উৎসব! রূপরাজ্যে এ কি সুমঙ্গল।
একি তব অঙ্গে-অঙ্গে হর্ষ কোলাহল!

প্রেমের অব্যবসায়ী—কি জানে উহারা!
'নির্জনে, একেলা বসি, আমি গো কেমনে
বিশ্বের সংবাদ রাখি নখের দর্পণে!'—
এই ভাবি, হয় তারা বিস্ময়েতে সারা!
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জন?
সহস্র নগর সে যে সহস্র নগরী,
সহস্র কান্তার সে যে, নদী, গিরি, দরী,
সহস্র মোহন-দৃশ্য, নয়ন-রঞ্জন!
বসি তব রূপ-কক্ষে, বিশ্বের আকাশ
হেরি সখী ; সীমাশূন্য সে নীল-বিতানে
রবি-শশী-গ্রহ-তারা পাইছে প্রকাশ—
দেববৃন্দ, দেববধূ, আলোক-বিমানে!
কি আর দর্শনে তব অদর্শন রয়?
জীব-রাজ্য, তরু-রাজ্য, নরনারীময়!

বিস্ময়-বিস্ফার-নেত্রে জ্ঞাতি-বন্ধু বলে:
'বধূর অঞ্চলে বাঁধা থাকে অহরহ—
তার এত সহোদর-সহোদরা-স্নেহ?
তার এত মাতৃভক্তি? বুঝি ভূমণ্ডলে
নাহি হেন বন্ধু-প্রীতি! দেখেছে কি কেহ
কুটুম্ব-আদর এত?'—ওরূপ-অনলে
(হোমানলে!) পুড়ায়েছি 'আমিত্বের' দেহ!

অজ্ঞ এরা, তাই এরা এত কথা বলে!
স্বজনি লো! তোমার ও প্রেম-মন্দাকিনী!—
তাহাবি প্রয়াগ-তীর্থে, ত্রিবেণী-সঙ্গমে,
পুণ্য-কুম্ভ-মেলা দিনে, শরমে-ভরমে,
অবগুণ্ঠন ত্যজি, হইয়াছে সন্ন্যাসিনী
আমার এ আত্মা-বধূ!—গড়েছে মন্দির
ভিতরে ; বাহিরে মাত্র উচ্চ সৌধ-শির!

লোকে বলে : 'সবি এর অদ্ভুত ব্যাপার!
দু-সন্ধ্যা জোটে না অন্ন, দশা যার এই!—
লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র যেই,
সেও কিন্তু দেয় এরে প্রীতি-উপহার!'
'সেও কিন্তু করে এরে প্রীতি-নিমন্ত্রণ ;
আদর-ক্ষীরাম্বু স্বাদু পিয়ায় যতনে!
পদ্মার পুলিনে যেতে করে আকিঞ্চন ;
ললাট মণ্ডিয়া দেয় সুমাল্য-রতনে।'
অয়ি জাদুকরি! এরা জানে না তোমার
জাদুমন্ত্র-কবিতায়, কল্পনায় দীক্ষা—
প্রেম-কুশাসনে বসি একান্তে এ শিক্ষা।
অয়ি বিশ্বরমে, তব প্রীতি-প্রতিভার
কি মাহাত্ম্য!—দীন আমি, পথের ভিখারি ;
বন্ধু মম রাজপুত্র, রাজার ঝিয়ারি।

লোকে বলে : 'এর হায় এমনি সুরীতি,
পত্র লিখ এরে, তুমি তাহার উত্তর
পাবে না (হাসির কথা!) দুইটি বৎসর!
(ধৈর্যের আশঙ্কাস্থল! বন্ধুতার ভীতি!)—
তবু কিন্তু, এর প্রতি বিরাগ, অপ্রীতি,
কভু নাহি জনমিবে তোমার পরানে।
অদ্ভুত আলাপী!—বুঝি জাদুমন্ত্র জানে।'
আমি হই হেসে সারা, শুনে এ ভারতী!
স্বজনি জানে না এরা—নির্বাক্-নীরবে,
তোমার আয়ত চক্ষু (মুখে নাহি বাণী!)
ভরি দেয় বক্ষ মোর কথার উৎসবে!
মুগ্ধ হয়ে, শোনে শ্রোতা—মোর অন্তর-প্রাণী
বশম্বদ বন্ধুবর্গ জানে এ বারতা—
মুখর প্রেমের উৎস মোর নীরবতা!

লোকে হাসে হেরি মোর বিধবার রীতি,
আতপ-তণ্ডুল-দুগ্ধ-উদ্ভিদের রসে
এ দেহ-পালন চাকচিক্য, সজ্জা-প্রীতি
নাহি মম! এ কি রঙ্গ হায় এ বয়সে!
'পশু, পক্ষী, দাস, দাসী জীব-সমুদয়!'—
তুমি মোরে শিখায়েছ, অয়ি স্নেহলতা!
করুণাময়ীর প্রাণ দ্রব হয়ে বয়
জীব-দুঃখে, নারী-রূপা কে তুমি দেবতা?
কনকের কাজ করা, স্বর্ণ-ফুলে ভরা,
তুলে রাখি অনাদৃত বারাণসী শাড়ি।
অয়ি গৃহস্থের বধূ, অযত্ন-অম্বরা,
বিশ্বের সৌন্দর্য তুমি লইয়াছ কাড়ি!
'বাকল-বসনা শোভা-তাপসী সরলা!'—
তোমারি এ শিক্ষা, অয়ি গৃহ-শকুন্তলা!

কেহ বলে ; 'আছে এর শিরোরোগ ব্যাধি।'
কেহ বলেঃ 'এ কবিটি নিশ্চয় পাগল!
ধরন-ধারণ এর সবি উচ্ছৃঙ্খল!'
এইরূপে পরস্পরে সবে বিসম্বাদী!
শপথ-কাহিনী সহ যারা নাহি জানে,
তারা বলে, 'এ কবিটি পিয়ে মনঃসাধে
সোমরস ; হের ওর রক্তিম নয়ানে
মাদকতা!'—আমি হাসি মিথ্যা অপবাদে!
তুমি গো মদির-আঁখি, প্রেমের পিয়ালা
দাও ভরি সুধারসে : আমি হয়ে ভোর,
পিই তাহা সুধামুখি! নিভৃত-নিরালা
তব সোহাগের কুঞ্জে!—অপরাধ ঘোর
এইমাত্র মোর!—ও-গো নিন্দা, দৈত্যবালা!
পাগল করেছে মোরে পাগলিনী মোর!

আলু-থালু কেশপাশ, মাথার বসন
চরণে লুটায়ে পড়ে ; ব্যস্ত গৃহকাজে,
ছুটিতেছ চতুর্দিকে! জান না বন্ধন,
মূর্তিমতী স্বাধীনতা! পাগলিনী-সাজে,
হাসিয়া করিছ কাজ! যেন মেঘমাঝে
শ্রাবণের সৌদামিনী! বিমুক্ত হরিণী
যেন বনমাঝে! তটিনী যেন রঙ্গিণী!

উধাও, অস্থির, তব নারী-মূর্তি রাজে!
হে নারী! অবন্ধনের অন্তর-অন্তরে
তবু কি বন্ধন! তবু কি শোভা-শৃঙ্খলা,
তোমার এ উচ্ছৃঙ্খল অশোভা ভিতরে!
চঞ্চলারে বাঁধিয়াছ অয়ি সুমঙ্গলা!
সুশাসিত, নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র-মাঝে,
রাজ্ঞী হয়ে, তোমার ও নারী-মূর্তি রাজে!

হে মোহিনী শিক্ষাদাত্রি! তাই এ বন্ধন
মম অবন্ধন-মাঝে! কল্পনা-অশ্বিনী
ছুটিছে কান্তারে, তার চরণে শিঞ্জিনী
দিয়া, আনিছ টানিয়া ; ধন্য এ যতন!
নয়—নয় উম্মাদিনী কবির প্রতিভা ;
তিমিরপুঞ্জের কুঞ্জে যামিনী যেমনি
ফুটায় চন্দ্র-কুসুমে, তুমিও তেমনি
কবি-চিত্ত-অন্ধকারে ঢালিয়াছ বিভা!
চারিধারে কোলাহল শব্দের সাগরে!
ঘোরা তমস্বিনী নিশি, বহিছে ঝটিকা!—
কবিচিত্ত-বেলাভূমে সৌন্দর্যের শিখা
কে জ্বালিল ; হে নারী, মোহিনী মূর্তি ধরে
'শান্তি-শান্তি' উচ্চারিলে . –আইল অমনি,
সাগর-সঙ্গমে মরি অথ সুরধুনী!

নিরানন্দে ছিল সখি প্রেমের নগরী ;
ছিল না উৎসব ; যত ঐশ্বর্য-বিভব
ছিল গুপ্ত ; মালঞ্চের পুষ্পতরু সব
ছিল শুষ্ক ; নিদ্রামগ্ন যতেক সুন্দরী ;
তুমি এলে একদিন রাজরানী-প্রায়—
জাগিয়া উঠিল হর্ষে নিদ্রিত নগরী!
সেদিন কি ভুলিয়াছি? ভোলা কি গো যায়?
এসো সখি, আজি তোমা অভিষেক করি!
ধরো-ধরো ছত্রদণ্ড, রাজরাজেশ্বরী!—
বিপুল ভাবের রাজ্যে, অদ্ভুত, বিরাট!
বিচিত্র স্বপ্ন-আলোকে তোরণ-কপাট
আলোকিত সিংহদ্বারে ; কল্পনা-অপ্সরী
বরষিছে লাজমুষ্টি, গায় শত ভাট
তোমার মঙ্গল-গীতি, হে বঙ্গ-সুন্দরি!

লক্ষ্মী-পূজা

ঝি! ঝি! ওই তোর মুড়ো ঝাঁটা দিয়া
অলক্ষ্মী মাগীরে ঝাট্ দেরে তাড়াইয়া!
রে অলক্ষ্মী, করি সর্বনাশ,
আজুও কি মিটিল না আশ?
সর্বনাশি, তুহারে সাবাসি!
করে সধবার একাদশী,
তোর পূজা-আয়োজনে ঘোর,
কন্যাগণ, বধূগণ মোর!
ঋণব্যাধি চুম্বিয়া কপোল,
করিয়াছে দেহ-মাংস লোল।
আমারি কি কলির মাধুরী!
ঘৃণার গোময় রস-পরি,
শত হস্তে ধরি পিচ্‌কারি,
মহা-হাস্যে দিয়ে টিট্‌কারি,
বিদ্রূপ ঢালিয়া দেয় গায়!
বাকি কি রাখিলি বল্ হায়?
দিনান্তে আকাশপানে চাবো,
তারও অবকাশ নাহি পাবো!
কোথা মম লাজ ও ভরম!
কোথা মম ধরম ও করম!
ঝি! ঝি! ভাঙা কুলো-বাদ্যি বাজাইয়া,
বিধবা মাগীরে ঝাট্ দেরে তাড়াইয়া
তুমি কিন্তু এসো গো কমলা।
ত্রিভুবন করিয়ে উজলা!
উষাময় বদন মধুর,
সন্ধ্যাময় চাঁচর চিকুর,
পুণ্যপুঞ্জে জনম-জনম,
আজি পাদপদ্ম অনুপম
ফুটিল আমার গৃহে আসি—
সৌরভে পূরিয়া গেল দিশি!

শীর্ণ দেহ, পাণ্ডুর অধর,
শুষ্ক তালু কুঞ্চিত জঠর,
চারিধারে করি হাহাকার,

চারিধারে বলি মার-মার
দুর্ভিক্ষ চলিয়ে যবে যায়,
অসংখ্য-অসংখ্য পঙ্গপাল,
দুর্ভিক্ষের দুরন্ত ছাবাল,
তরু, লতা, ঘাস-পাতা সব মুড়াইয়া
বসন্ত-লক্ষ্মীর আহা সিন্দূর মুছিয়া,
জনকের পিছু-পিছু ধায়!
তারপরে, ভাগ্যবলে, বাসব হইলে কৃপাবান
ফল, ফুলে হয়ে শোভাবান,
সাহারার মাঝে পুন-দেখা দেয় বিচিত্র উদ্যান
নেহারে কৃষকবালা, হরিষ-অন্তর,
গোলাবাড়ি, মাঠ আর ঘর,
ভরি গেছে ফসলে-ফসলে!
কনক-কুণ্ডলগুলি দোলে,
অতি মনোহর!
মনোহর! সমীর হিল্লোলে!
সেইরূপ কনককুণ্ডলা,
স্বর্ণকান্তি তেমতি উজলা,
আসিয়াছ মোর গৃহে? এসো মা কমলা!
ধান্য-শিষ অলকে দুলিছে,
মাধুরী যে উথলি পড়িছে!
ঝাঁপি কাঁখে, হসিত-বয়ানে,
কটাক্ষে করিছ দৃষ্টি নীবারের পানে,
নীবার যে ঝরিয়া পড়িছে।
দেবি, একি, সবি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপন-সৃজন?
বার-বার অবিশ্বাস,
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস,
মর্মমাঝারে আসি লভিছে জনম!
বলো দেবি তুমি কি স্বপন?
দূর দেশান্তরে,   বধূ আনিবারে,
যায় যবে বর,
দুইদিন উদাসীন থাকে
স্বজন-নিকর ;
দুই দিন ফাঁক্‌ফাঁক্ লাগে,
আঙিনা ও ঘর।

তারপর,   যবে বর
বধূটিরে লয়ে,
ফিরে আসে আপন আলয়ে,
খুলে যায় প্রাণের মোহানা!
আসে সুখ-বন্যা তোলপাড় করি!
চারিধাবে হয় হুড়াহুড়ি!
চারিদিকে উলুধ্বনি হয়!
হর্ষ করে গণ্ডগোল—
হয়ে মহা উতরোল,
বেজে উঠে কঙ্কণ বলয়!
বঙ্গে-ভঙ্গে আইসে সানাই,
মঙ্গলশঙ্খের সঙ্গে করিতে লড়াই,
বঙ্গে-ভঙ্গে আইসে সানাই!
লইয়ে বরণডালা,
যতেক সধবা বালা,
কোলে করি, বধূরে নামায়!
কৌতুকে ঘোমটা হতে,
মুচকিয়া মৃদু হাসি,
নববধূ চারিধারে চায!
তেমতি বধূর রূপ ধরি,
আসিয়াছ? এসো মা কমলা!
তেমতি গো উৎসবলহরী,
চারিধারে বরিষণ করি,
আসিয়াছ? এসো দেববালা!
শোভার মুরতি অভিনব,
অনুপম রূপরাশি তব!
তেমতি কাশীর চেলি ঝলমলে তব পায়,
তেমতি সিন্দূরবিন্দু ভালে তব শোভা পায়
ওকি তব চরণে শোভিছে?
ও নয় গো অলক্তের দাগ,—
বৈজয়ন্তী অরুণের রাগ,
পাদপদ্মে ঝরিয়া পড়িছে!
এ আঁধারে জ্যোৎস্না ফুটায়ে,
হাসিরাশি চৌদিকে ছড়ায়ে,
আসিয়াছ? এসো মা ইন্দিরা!
আমি অতি ভাগ্যবান,

আমি অতি পুণ্যবান,
তাই তুমি নিজে আসি, নিজে দিলে ধরা!
বলো দেবি, সবি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপন-সৃজন?
বার-বার অবিশ্বাস,
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস,
মর্ম-মাঝারে আসি লভিছে জনম।
বলো দেবি, সবি কি স্বপন?
একি! একি! আলো-আলো!
আলোকেতে ভরি গেল,
চারিদিক্, চারিদিক্!
ফিরানো যে দায় হল আঁখি অনিমিক্!
অঙ্গার-খনির গর্ভে খোদিতে-খোদিতে,
অকস্মাৎ মহাজন নেহারে চকিতে,
আলোময়, আলোময়, আলোময় চারিদিক্!
তেমতি হীরার মূর্তি ধরি,
ঢালি-ঢালি অবিরল আলোক-গাগরি,
আসিয়াছ? এসো সুরেশ্বরি!
নয়নে লাগিল ধাঁধা,
পরান পড়িল বাঁধা,
কি বিচিত্র রূপ তব, ওগো দেবেশ্বরি!
দেবি, একি সবি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপন-সৃজন?
বার-বার অবিশ্বাস
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস,
মর্ম-মাঝারে আসি, লভিছে জনম!
বলো দেবি নয় তো স্বপন?

জল, জল, জল, জল,
বৃষ্টিধারা অবিরল,
লতা-পাতা ফুল-ফল ভিজিয়া আকুল সব।
বিহগ কুলায়ে ভিজে নীরব যেন রে শব।
পরিয়া মলিন বাস,
বিরহী ফেলিছে শ্বাস!
প্রাণের কন্দুক-খেলা বন্ধ করি দিনমানে,
ছেলেরা তাকায়ে রয়, অবাক মেঘের পানে!

ওই-ওই বালক ছুটিল,
ওই-ওই কিরণ ফুটিল,
হাসিয়ে অরুণ হাসি,
মেঘ-বাতায়নে আসি,
ওই রবি, ওই দেখা দিল,
ভুবন হইল পুন হাস্যময়, হর্ষময়,
অতুল সৌন্দর্যময়, আলোকে আলোকময়!

তেমতি কিরণ-রূপ ধরি,
তেমতি এ হৃদয়-জলদ ভেদ করি,
আসিয়াছ? এস সুরেশ্বরি!
দেবি, একি সবি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপন-সৃজন?
বার বার অবিশ্বাস,
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস,
মর্ম-মাঝারে আসি লভিছে জনম।
বলো দেবি, নহ তো স্বপন?
এসো গো সুষমাময়ী রমা,
তুমি নহ অলীক স্বপন।
পুণ্যপুঞ্জে জনম-জনম,
আজি পাদ-পদ্ম অনুপম,
রঞ্জিল দাসের নিকেতন!
সমুদ্র-মন্থনকালে যেমতি হাসিয়াছিলি,
রক্ত-পদ্ম হয়ে তুই নীলবৃন্তে ফুটেছিলি,
তেমতি ও মুরতি মোহন!

তেমতি কিরণ লেগে,
ঢেউগুলি উঠে জেগে,
অলকে কনক ফোটে, ঝলকে-ঝলকে!
সিঁতিতে মুকুতা গাঁথা!
তেমতি, তেমতি,
জলধি-নিকুঞ্জে যথা
মুকুতা-কুসুমময় প্রবাল-ব্রততী।
মরি কি মধুর গুঞ্জরন,
সৌরভ-সদন, তোর ওই মধুর আনন।
বিহ্বল মরন্দ ঘ্রাণে,

বারণ নাহিকো মানে,
ভৃঙ্গ বুঝি করিছে নিক্কণ?
ও নয় রে ভ্রমর গুঞ্জন—
স্মরি নিজ বারুণী-ভবন,
এখনও ঝাঁপির শঙ্খ করিছে স্বনন!
মরি-মরি কি সুন্দর আর্দ্র কেশরাশি,
রূপের তরঙ্গে ওরা ভাসি,
চুম্বিছে অলক্তময় আরক্ত চরণ।
অপূর্ব অলক্তময়
ও রাগ যাবার নয়,
জল ঝরে, তবু তোর অরুণ-বরন
পলে-পলে বিচ্ছুরিছে কনক-কিরণ।
চিত্ত মোর করিছে উজলা,
এসেছিস, যদি দেববালা,
মুখে সদা মৃদু হাস,
থাক্ তবে বারো মাস,
ছেড়ে ছলা-কলা।
চঞ্চলা অখ্যাতি তোর
সহে না পরানে মোর,
কেমনে নিন্দার জ্বালা সহিস, মঙ্গলা?

আজি হতে করিনু কামনা,
ছত্র খুলি নগরে নগরে,
দীন-হীন ভিখারির তরে,
পুরাইব কল্পনার সাধের বাসনা!
দিবা-রাত্রি করি অন্নদান,
জগতের সাধিব কল্যাণ!
মাগো যার পিতামাতা নাই,
ম্লান চক্ষে কাঁদে যে সদাই,
শত পুত্র থাক্ ঘরে,
তাহারেও যত্নাদরে,
পোষ্য করি রাখিব সদাই
অন্ধবাস, কুষ্ঠবাস, পান্থবাস দিব খুলে!
অন্তরে নাহিকো স্ফুর্তি,
মলিন কবির মূর্তি,
সারস্বত-বৃত্তি তারে দিব কুতূহলে।

অহো কিবা অপরূপ, রাজরাজেশ্বরী-রূপ,
প্রসাদে ভরিয়া গেল অন্ধ চিত্তকূপ!
হেরি ওই মুরতি মোহন,
খুলে গেল আঁখির বাঁধন!
ওরে তোরা পুষ্পবৃষ্টি কর,
যশের শিরোপা শিরে ধর,—
মেদীর গোলক ধাঁধা,
তাহাতে পড়িল বাঁধা,
চপলার চঞ্চল চরণ
পেয়েছি পেয়েছি সব টের,
চলে না আমার সাথে ছলনার ফের,
মোর হাতে রহস্যের চাবি,
মোরে ছেড়ে মা কমলা কেমনে পালাবি?
মোর হাতে রহস্যের চবি,
মোরে ছেড়ে মা কমলা আর কোথা যাবি?
জগতের সার সত্য,
বুঝিতে পেরেছি তথ্য,
'তুমিই মা অন্নপূর্ণা, তুমিই ভারতী,
মূর্তিভেদে কমলার কতই মুরতি!
কোথাও চঞ্চলা নাম, কোথাও অচলা,
পাত্রভেদে কত নাম ধরিস মঙ্গলা।'

অশোক ফুল

কোথায় সিন্দূর-গাঢ়—সধবার ধন?
আবীর, কুঙ্কুম কোথা, গোপিনী-বাঞ্ছিত?
কোথায় নূরীর কণ্ঠ আরক্ত-বরন?
কোথায় সন্ধ্যার মেঘ, লোহিতে রঞ্জিত?
কোথায় বা ভাঙে রাঙা রুদ্রের লোচন?
কোথা গিরিরাজ-পদ অলক্ত-মণ্ডিত?
মদন-বধূর কোথা অধরের কোণ?
ব্রীড়ার বিক্ষেপে মরি সতত লোহিত?
সকলেরি কিছু-কিছু চারুতা আহরি,
ধরি রাগ অপরূপ গাঢ় ও তরল,

গুচ্ছে-গুচ্ছে তরুবরে করিয়ে উজ্জ্বল,
রাজিছে অশোক ফুল, মরি কি মাধুরী!
চৈত্র আর বৈশাখের অনিন্দ্য গরিমা,
হে অশোক ও রূপের আছে কি রে সীমা?

দীপ-হস্তে যুবতী

'ছাড়, ছাড়, হাত ছাড়—'ছাড়িলাম হাত!
হে সুন্দরি, রোষ কেন? তুমি যে আমার
পরিচিত ; মনে নাই সে নিশি-আঁধার?
তোমাতে-আমাতে হল প্রথম সাক্ষাৎ!
তরুটি ভরিয়ে গেছে অশোকে-অশোকে ;
বসেছে জোনাকি-পাঁতি কুসুমে-কুসুমে ;
কবি-চিত্ত গেল ভরি মাধুরী-আলোকে ;
তুমি সখি তরু হতে নেমে এলে ভূমে!
কি অশোক-বার্তা আনি, মরমে-মরমে,
ঢালি দিলে কবি-কর্ণে, অশোক সুন্দরি!
দিবসের পাপ-চিন্তা কলুষ, শরমে,
হেরি ও সাঁজের দীপ, গিয়াছি বিস্মরি!
হাসিয়া, ছাড়ায়ে হাত, গেল বধূ ছুটি!—
প্রাণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়া দেউটি!

কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী*

বুঝিলাম এই প্রেম! এরি নাম প্রেম!
মৃত-সঞ্জীবন-মন্ত্র এরি নাম প্রেম!
এই প্রেম প্রাণময় উষার তুষার!
এই প্রেম প্রদোষের প্রাণের উচ্ছ্বাস,
আলক্ষিত ধীর-মন্দ সমীর-হিল্লোলে!
এই প্রেম বসন্তের কুসুম-সম্ভার!
এই প্রেম দীপ্ত-বহ্নি নিদারুণ শীতে!

---

* নির্বাচিত অংশ

এই প্রেম শরতের দিগন্ত-ব্যাপিনী
বসুধার মর্মস্পর্শী আকুল চন্দ্রিকা!

অদ্ভুত আলাপী

১

একি ইচ্ছা! হেরি ওই অচেনা শিশুরে,
সাধ যায় কোলে করে, চুমো খাই জোরে!
স্বজনের কোলে উঠি, শিশুর নয়ন দুটি,
দেখ, দেখ, হর্ষভরে, ভ্রমে ঘুরে-ঘুরে!
কেন কাঁদাইব ওরে?—সরে যাই দূরে!
কেহ গেলে ওর পাশে, আঁখি দুটি বোজে ত্রাসে—
শ্যামা শুধু ধরে তান বিটপি-উপরে!
কেন তবে কাঁদাইব?—সরে যাই দূরে!
একি! একি! মোরে হেরে, ও কেন অমন করে?
জাতিস্মর হল শিশু ক্ষণেকের তরে!
আমারে দেখেছে যেন জনম-অন্তরে।
আকুল-ব্যাকুল হয়ে, ক্রোড়ে এল ঝাঁপাইয়ে-
একি গো? রোমাঞ্চে বক্ষ আমারো শিহরে!
ওরে হেরে মার স্তন এমনি কি করে?
কিছুই বুঝিতে নারি, চক্ষে মোর বহে বারি!
কি স্বপ্ন দেখিয়াছিনু কোন্ সুরপুরে!

২

একি ইচ্ছা! ঘাটে যায় অচেনা রমণী—
ওরে কেন সাধ যায় বলিতে "জননী"?
ঘোমটা টানি মাথায়, কুলবধূ চলে যায়,
দু-করে কঙ্কণ বাজে, চরণে শিঞ্জিনী ;—
ওরে কেন সাধ যায় বলিতে "জননী"?
মাথেতে শণের নুড়া, কাছ দিয়া গেল বুড়া—
সেও যে অচেনা! তাই চমকি অমনি,
মাথার বসন আরো টানিল কামিনী!
আমিও অচেনা হায়, "মা" বলিতে সাধ যায়
কেন ওরে?—আমি আর জয়া ও বিজয়া,
তিন সখী পূজিতাম তোরে মা অভয়া!

কৈলাসের সেই কথা, মনে পড়ে বিশ্বমাতা,
তাই নারী-মূর্তি হেরি, পিছে তার ধাই ;
মাটির ধরাতে আছি, ভুলে মাগো যাই !
আমি সে নারীর কাছে, "যাও মা কি ভয় আছে?"
বলিলাম—স্থির-দৃষ্টে মোর পানে তাকায়ে,
ঘোমটা খুলিয়া দিল, স্তনে দুগ্ধ উথলিল,
"স্নেহ-পারাবারে গেল, লজ্জা-ভয় মিশায়ে!"
আহা এই সুধা-দৃষ্টি, নিদাঘে করুণা-বৃষ্টি,
ব্যাধিরক্ত দুই চক্ষু, গেল, গেল জুড়ায়ে!
"এ বিশ্বের নারী নর, কেহ মোর নহে পর"
মগো তোর ওই দৃষ্টি গেল মোরে বুঝায়ে!

৩

হে প্রকৃতি, একি লীলা বুঝিবারে নারি—
যেদিকে তাকায়ে দেখি, সেদিকে কি সখা-সখী,
তরুরাজ্যে, জীবরাজ্যে যত নর-নারী?
প্রজাপতি উড়ে ঘুরে, বসে আসি মোর শিরে ;
মুচকিয়া হাসে সব কুসুম-কুমারী।
প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের শিখীটি, পেয়েছে টের,
আমি গো স্বজন তার ;—রঙ্গ দেখ তার!
সম্মুখে আসিয়া দেয় নৃত্য-উপহার।
শ্যামলীর বৎস-পাশে, কাছে গিয়ে, মহাত্রাসে,
সকলে পলায়ে আসে ; আমি কাছে গেলে,
সহর্ষ সুরভি-সুতা কিছুই না বলে!
উষায় দিগন্ত-পানে, চেয়ে দেখি, ম্লানাননে,
শশী অস্ত যায়, যায়—নেহারি আমায়,
শিথিল করিয়া গতি থমকি দাঁড়ায়।
হে প্রকৃতি! জানিয়াছি, হে জননি! বুঝিয়াছি,
এই ভাঙা দেহমাঝে (একি গো তামাসা!)
ঢালিয়াছ একরাশ প্রীতি-ভালোবাসা!
কবিত্বের অহঙ্কার, হয়েছে মা চুরমার,
আমিত্ব ডুবিয়া গেছে প্রীতি-পারাবারে!
ডুবুক্ মা, ক্ষতি নাই,— একরাশি ভগ্নী ভাই,
আমি-বিনিময়ে মাগো পেয়েছি সংসারে!

যুবতীর হাসি

হে রূপসি, নিশি-শেষে, কোন্ নদী-ধারে,
কোন্ স্বপ্নময় পুরে, কোন্ কামাখ্যায়,
চরণে নূপুর যেন, অন্তর-মাঝারে,
বহিয়া সে কুলুধ্বনি, আইলে হেথায়?
নাগেশ্বর-চাঁপাতলে কোন্ অলকায়,
দাঁড়াইয়াছিলে তুমি, মদনমোহিনী?
একরাশি জাতি, যূথি, মল্লিকা, কামিনী,
ঝাঁপাইয়া কোলে তব, পশিল হিয়ায়!
গান নাহি বোঝা যায়, ভাসে শুধু সুর ;
ফুল নাহি দেখা যায়, সৌরভ কেবলি ;
প্রাণের গবাক্ষ দিয়া, জ্যোৎস্না মধুর,
উছলিয়া, অধরেতে পড়ে আসি ঢলি!
সে কাহিনী তুমি-আমি গেছি এবে ভুলি!
এ কি হাসি! এ যে শুধু আকুলি-ব্যাকুলি!

রাধা

১

বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায়!
বহে বকুল-বাস দখিনা বায়।
আকাশে পাখিসব, করিয়ে কলরব,
গোষ্ঠ-মাঠ-শিরে চলিছে হায়।
গলে ঘুঁঘুর গুলি, কাঁপয়ে দুলি-দুলি,
গাভীরা চলে যায়, শোনা গো যায়—
রব থামিয়ে গেল! ক্রমে নিঝুম্ হল,
গোধূলি-আলো লেগে যমুনা ভায়!
বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায়!

২

বেলা যে পড়ে এল, এল না শ্যাম!
কোথা গো, কোথা সেই মুরতি ঠাম!
সখীরা একে-একে, আমারে একা রেখে,
রুষিয়ে গেল চলি আপন ধাম!

হরিণী আসিল না, শিখিনী নাচিল না,
মুরলী ডাকিল না রাধার নাম!
পুলকে তনু ভোর, নয়নে সুখলোর,
প্রাণেতে ঘুমঘোর, শুনে সে নাম,
হবে না বুঝি আজ? কোথা রাখাল-রাজ?
হায় গো শ্যাম, তুমি হলে কি বাম?

৩

চলন মৃদু-মৃদু, অঙ্গ বাঁকা!
মানস-প্রাণ-হরা, তনুতে পীতধড়া,—
মোর চুনরি-মাঝে সে আভা-মাখা!
আজি আসিবে যবে, ধৈর্য নাহি রবে,
লুকায়ে শ্যাম-জলে শ্যামেরে দেখা!
আজি আসিবে যবে, "রাধিকা, রাধা" রবে,
ডাকিবে বাঁশি যবে, যমুনা তীরে ;
সে মধু রাঙা পায়, জড়ায়ে ধরি হায়,
মুছাব পদধুলা নয়ন-নীরে!

৪

গভীর কালো নীরে, লুকায়ে দেহ,
সভয়ে দরশন দেখে বা কেহ!
আজি গো দ্বার দিয়া, ভিতরে চলি গিয়া,
হেরিব মাধবের রূপের গেহ!

৫

হেরিব শ্যামদেহে, হরষে সারা,
প্রীতি-কালিন্দীর রজত-ধারা!
পুলিনে সারি-সারি, মন্ত্র উচ্চারি,
ঋষিরা স্তুতি করে আপনা-হারা!
কুঞ্জে নিধুবনে, রতি, মদন সনে,
ভুজেতে বাঁধা সদা, নিমেষ-হারা!
বাঁশরি বেজে ওঠে, রসলহরি ছোটে,
শিহরে বারিতলে সাঁঝের তারা!

* * *

শ্যামের দেহকুঞ্জ কিবা শোভন!
নব বৃন্দাবনে তমাল-বন!
কুম্ভে ভরি নীর, সেই কালিন্দীর,
হবে কলুষহারা রাধা-জীবন!

শুধাব বাঁশিটিরে, সোহাগ করে,
"সদা 'রাধা-রাধা' কেন সে করে?"
"কি হবে 'রাধা' বলি? রাধা যে গেছে চলি ;
এবে গো শ্যাম শুধু রাধা-অন্তরে!

৭

বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায়!
তিমির ঘনাইয়ে ধরারে ছায়!
স্বচ্ছ জলময়, আহা যমুনা বয়,
তবু ভরিল না মোর গাগরি!
কোকিল কুহরিছে, তনুয়া শিহরিছে ;
আমার চিতে জাগে, বাজে বাঁশরি!
তীরের তরু হতে, পড়িছে পাতা স্রোতে
আমার মনে জাগে, এল শ্রীহরি!

৮

বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায়!
চক্রবাকী কাঁদে, লুটি বেলায়!
ক্ষুদ্র জলপাখি, উড়িছে থাকি-থাকি ,
যমুনা কুলু-কুলু বিলাপ গায়!
সলিলে যায় ভাসি, ছড়ানো কেশরাশি,
তনু শিহরি উঠে তরঙ্গ-ঘায়!
কলসি ভরি জলে, সখীরা গেল চলে ;
আমারি জলভরা হল না সায়!
জলে কুমুদী-সম আছি গো ; নিরুপম
কোথা সে চাঁদ মম? কোথা সে হায়?
বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায়!

অদ্ভুত সুখ

এমনি স্বভাব মোর, কচি ছেলে পেলে,
অমনি কাঁদাই তারে মহা-কুতূহলে।
মায়ের কোলেতে উঠি, ফোলো-ফোলো ওষ্ঠদুটি,
ডাগর নয়নদুটি আকর্ণ-বিস্তার,

শিশু যবে ডুকুরিয়া করে গো চিৎকার,
বসি আমি এক ভিতে, মার চক্ষু মুকুরেতে,
বিম্বিত শিশুর মূর্তি হেরি বার-বার।
অশুষ্ক নয়ন-নীর, ওষ্ঠে বহে স্তনক্ষীর,
কপোলে কজ্জল রেখা, মরি কি বাহার।
হেরি সেই অশ্রু-বারি, হাসি কি রাখিতে পারি?
এমনি স্বভাব মোর, এমনি ব্যভার।
বিধবার নির্বাপিত স্মৃতির অনলে,
দিগো আমি ঘৃতাহুতি কত কুতূহলে।
ভুলিয়ে মরম-জ্বালা, আন্‌মনে হাসে বালা ;
সে হাসি কি লাগে ভালো? পাড়ি আমি ছলে—
'তার' কথা—দিগো আমি হুতাশন জ্বেলে।
উষায় পল্লব যথা, ভিজে যায় আঁখিপাতা,
পাণ্ডুরাগ ছেয়ে ফেলে গণ্ড ও কপোলে ;
ক্ষাম সেই অঙ্গযষ্টি, শূন্য সেই অধোদৃষ্টি,
উপমার বস্তু কিছু আছে কি ভূতলে?
হেরি সে পবিত্র দুখ উপজে অপূর্ব সুখ!
শেষে কিন্তু কেঁদে মরি আমিও বিরলে!
জৈন-বৈষ্ণবের কাছে বসিয়া বিরলে,
গো-হত্যার কথা পাড়ি মহা-কুতূহলে।
ধবলে পাটলরেখা বর্ণ ধেনুটির,
বৃহৎ পালান্‌ কিবা প্রকাণ্ড শরীর।—
—ক্রূর মুসলমান তারে, লয়ে যায় হত্যাগারে ;
পথে ছিল একজন হিন্দুর আলয়,
প্রাণভয়ে ধেনু তথা লইল আশ্রয়।
যবন পশিল গৃহে : গৃহস্বামী আসি কহে,
"যত মূল্য এর তার লও চতুর্গুণ,
গরিব ধেনুরে তুমি কর না গো খুন।"
'কাফেরের দান তুচ্ছ', এতেক বলিয়া ম্লেচ্ছ
গলে রজ্জু দিয়া তারে লয়ে যায় টানি ;—
গৃহস্বামী-পানে হায়, সিক্ত নেত্রে গোরু চায়,
হেরি সেই নন্দিনীর আকুল তাকানি,
গৃহস্তের দর-দর নেত্রে বহে পানি!
শুনিয়ে আমার কথা, মনে পায় ঘোর ব্যথা,
জৈন-বৈষ্ণবের নেত্র ভেসে যায় জলে ;
হেরি সে পবিত্র দুখ উপজে অপূর্ব সুখ!
শেষে কিন্তু কেঁদে মরি আমিও বিরলে।

হতাশের আক্ষেপ

তুমি কেন হে সুধাংশু আবার এ গগনে?
পাপে-তাপে-মনস্তাপে, আমার হৃদয় কাঁপে,
জ্বলে যাই, পুড়ে যাই, ত্রিতাপের দহনে!
তুমি হে নিধি, সুধাংশু এ তব কেমন বিধি,
বিঁধি-বিঁধি দহ মোরে কৌমুদীর কিরণে!
হেরি তোমা তারাপতি, মনে পড়ে সে মুরতি,
এ শোকাগ্নি নিবাই রে কোন্ বারি-বর্ষণে?
তুমি কেন্ হে সুধাংশু আবার এ গগনে?
বল-বল তারানাথ, এনেছ কি তব সাথ,
আমার সে হারানিধি তারা-কারা-বামা রে?
এনেছ নয়ন-তারা— আমার জীবন-তারা—
আমার সে ধ্রুব-তারা শুক্র-তারা শ্যামা রে?
মুখরিত অলি-পুঞ্জে, এই করবীর কুঞ্জে,
আমার সে হাস্যময়ী নিত্য হেথা আসিত
গুঞ্জরিয়া মনানন্দে, সেই চরণারবিন্দে
আমার মানস-ভৃঙ্গ মগ্ন প্রাণে বসিত ;
তুমি ওহে তারানাথ হাসিতে গো সারারাত—
—আমি হাসিতাম সুখে, তারা মোর হাসিত।

'ওই শশী ওইখানে' কৌমুদীর বিমানে!
ঝলমলে তারা রত্ন ছায়াপথ-বিতানে।
নিম্নে মোরা দুইজনে মগ্ন প্রেম-আলাপনে
এই সে করবী-জবা-অতসীর উদ্যানে।
বাঁধি আমি পদ্মাসন, পূজিতাম সে চরণ,
সম্মুখেতে মা আমার কি বিচিত্র বসনে—
মা আমার সারাৎসার, দয়াময়ী মা আমার ;
গৌরী-উমা বীজাক্ষরী কি বিচিত্র বরনে!
মা আমার হাস্যময়ী, অতুল আনন্দময়ী,
ষোড়শী-রূপসী সাজে হেমাম্বর বসনে,
মুক্তাহার গলে দোলে, লীলাপদ্ম করতলে
মাথায় মুকুট রাজে দীপ্ত নানা রতনে!
নিত্যানন্দকরী সে গো বরাভয়করী সে গো
যোগানন্দকরী সে গো ধর্ম-মোক্ষদায়িকা!
কি সৌন্দর্য অপরূপা রাজ-রাজেশ্বরী-রূপা!
লীলাময়ী-ক্রীড়াময়ী আমার সে বালিকা।

গাঁথি মালা ফুল-রত্নে মার কণ্ঠে দি গো যত্নে
হাসেন মা দয়াময়ী ত্রিভুবনপালিকা।
মাগো আমি অকিঞ্চন, তুই মা অমূল্য ধন—
তবু নিলি উপহার একি লীলা কালিকা!
না জানি কি দৈববলে, জন্ম-জন্ম-পুণ্য-ফলে,
কোন জপে পেয়েছিনু তারা মার দেখা রে!
আমি যে রে কিছু নই— মা মোর করুণাময়ী,
নিজে দিয়েছিলা দেখা সেই ইন্দু-লেখা রে!
তুমি মম শুভবুদ্ধি, তুমি মম চিত্ত-শুদ্ধি,
তুমি কামনার নাশ, তুমি শুভ বাসনা ;
তুমি জ্ঞান, তুমি যুক্তি, তুমি সিদ্ধি, তুমি মুক্তি
সাধনা ব্রতের তুমি একমাত্র পারণা!
তুমি মা কমলা-রানী, তুমিই বাগীশা বাণী,
প্রকৃতি-রূপিণী তুমি, তুমি গৌরী অম্বিকা!
সাধকের তুমি শক্তি, সেবকের তুমি ভক্তি,
—প্রেমময় হরি তুমি প্রেমময়ী রাধিকা।
এইরূপে জোড় করে, করুণ-করুণ স্বরে,
পূজিতাম পাদপদ্ম মনানন্দে ধরিয়া ;—
কভু কাঁদি, কভু হাসি, আমার সে অশ্রু-রাশি
আপন অঞ্চলে মাতা দিতেন গো মুছিয়া!
কভু আমি বাক্য-হারা— পাগল-পাগলপারা!
মারো মুখে কথা নাই নিমীলিত লোচনা।
হায় সেই রসাস্বাদে, কে সাধিল বাদ সাধে?
কোথায় লুকালো মোর সে অতসী-বরনা?
ত্রিদিব দেবেন্দ্র হায়! তাঁহার ঘটিল দায়,—
অভাগার ভাগ্য হেরি না জানি গো কেমনে।
আমার হেরিয়া সুখ, ফাটিল দেবের বুক,
পাঠাইয়া শনৈশ্চরে অভাগার ভবনে।
নানা রঙ্গে নানা ছলে শনৈশ্চর হাসি বলে
"চল হে যোগেন্দ্র আজি কর্মনাশা পুলিনে ;—
বিজন-সুন্দর স্থান, তটিনী গাহিছে গান,
পূজিও মায়েরে তথা বসি মৃগ-অজিনে!"
না বুঝি দেবের মর্ম করিলাম কি কুকর্ম
গেলাম সে নদী-তটে কর্ম-চক্রে পড়িয়া ;—
—পুলিনে কোকিল ছিল কুহু-কুহু কুহরিল ;—
—মোহিনী অপ্সরী এক দেখা দিল হাসিয়া।
করি বামা নানা ছাঁদ পাতিল প্রেমের ফাঁদ—
—মোহবশে ধর্ম-কর্ম সকলি গো ভুলিলাম ;—

হইলাম লক্ষ্মীছাড়া পুণ্য-হারা সুখ-হারা
সুধা-আশে চপলার হৃদাকাশে ধরিলাম!
গেল মান গেল লাজ, বুকেতে বাজিল বাজ,
নয়নে লাগিল ধাঁধা অন্ধকার হেরিলাম।
ভাঙি গেল মেরুদণ্ড লোকেতে বলিল ভণ্ড
ছিন্ন কদলীর সম লুটাইয়া পড়িলাম।
হইলাম 'লক্ষ্মীছাড়া', ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সারা,
মা, মা, বলি ভাঙা বুকে ত্রিভুবন ঘুরিলাম।
কোন ঠাঁই সুখ নাই মার দেখা নাহি পাই
কি ছিলাম, কি হলাম, ভাবি শুধু কাঁদিলাম!
ধরায় লুটায় দেহ, কেহ নাহি করে স্নেহ,
মা বিনে গো সন্তানের দুঃখ কে গো বুঝিবে?
কে দিবে ক্ষুধার অন্ন, তৃষিতের বারি-জন্য
কে ছুটিবে? অশ্রুজল কে অঞ্চলে মুছিবে?
কোথা মা কোথা মা করি পোহাই গো বিভাবরী
গবিবে বিমুখ সবে নিদ্রা আর আসে না ;—
কোথা মা কোথা মা ভাষে প্রতিধ্বনি উপহাসে
উষা হাসে, লোক হাসে, মা আমার হাসে না।

কোথা মা গো হাস্যময়ী, কোথা মা কোথা মা তুই,
তোর সে হাস্যের কাছে সব হাস্য মিছা গো!
রবি অস্ত,—গেল বেলা একি মা তোমার খেলা
কিছু না দেখিতে পাই! পড়ে যাই আঁধারে!
ঘুরিয়া মরেছি ভবে ; ছেলে কি আঁধারে রবে ;—
দেখা মা প্রদীপ তোর মাগো তুই কোথা রে?
ক্ষীণ কণ্ঠ, ক্ষীণ আয়ু হু-হু শব্দে বহে বায়ু
মরি বুঝি "সংসারের ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রহারে"
দেখা দে মা, দেখা দে মা, মা গো তুই কোথারে।
তুমি জ্ঞান, তুমি বুদ্ধি, তুমি শৌচ, তুমি শুদ্ধি,
তোমা ছাড়া হতবুদ্ধি, লুপ্ত ধৃতি-ধারণা!
বল মা করুণাময়ী, বল মা আনন্দময়ী,
তোর কি মা এ জনমে আর দেখা পাব না!
"এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুন দেখা হল,"
হেরিয়ে দ্বিগুণ হল নিদারুণ যন্ত্রণা ;—
—এমনি সে পৌর্ণমাসী, ছড়ায়েছে সুধারাশি,
এই কবরীর কুঞ্জে ;—চীর-গ্রন্থি-বসনা

নীরবে দাঁড়াল আসি হর-হৃদি-বাসনা।
এই রক্ত-জবা-মূলে, মা আমার এলোচুলে,
দর-দর ধারা বহে বিশাল দু-লোচনে।
মলিন-পাণ্ডুর মুখ, দীর্ঘশ্বাসে কাঁপে বুক,
পড়েছে কালিমারেখা সোনার সে বরনে!
মাথায় মুকুট নাই, রতন-ভূষণ নাই,
রক্তজবা দোলে গলে নীলোৎপল শ্রবণে।
আমি চাহি মার পানে, মা চাহেন মোর পানে,
অপমানে-অভিমানে মরমেতে মরিয়া
কতক্ষণে কহে তারা আধা-পাগলিনী-পারা
'কি ছিলাম কি হয়েছি দেখ্ বাছা চাহিয়া।'
বিদরিয়া গেল বুক সেই দৃশ্য হেরিয়া!
ধবল উরস 'পরে শোণিতের বিন্দু ঝরে,
উরসে ঝলসে অসি মার বক্ষ বিঁধিয়া ;—
'তোর আচরণে ঘোর এই দশা মার তোর'
অভিমানে-অবসাদে মা উঠিল কাঁদিয়া,
—আমি কাঁদিলাম উচ্চে দু-চরণ ধরিয়া—
'ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর জননী
পুত্রের অশুভ কাজে মার বুকে এত বাজে?
ক্ষমা কর উমাদেবী, ক্ষম হরঘরনী,
ক্ষমা কর নারায়ণী, ক্ষমা কর ভবানী
ক্ষমা কর মহামায়া, দয়া কর শিবানী,
ক্ষমা কর ভদ্রকালী, ক্ষমা কর বিজয়া,
দয়া কর দয়াময়ী, ক্ষমা কর অভয়া'—
—বলিয়া পাগল পারা কাঁদিয়া হইনু সারা
ধরি সে রাতুল পদ লুটাইনু ধরণী।
একি লীলা, একি রীতি, তোরে হেরি পাই ভীতি,
কোথা রাজরাজেশ্বরী তোর সেই মুরতি,—
কোথা সেই কলকণ্ঠে বীণাস্বরা ভারতী?
মালতী-মুকুল-মালা মধুকর-আকুলা
কোথা সে বাসন্তী-রানী চম্পকের দুকুলা?
আমার সে হাস্যময়ী অতুল আনন্দময়ী,
হেমাম্বরী-রত্নাকরী মা আমার কোথা গো!
পায়ে পড়ি ক্ষম দোষ, একি ঘোর তব রোষ!
ছাড় ছল কাত্যায়নী দিওনাকো ব্যথা গো।
সে যে মূর্তি চিৎস্বরূপা যোগানন্দদায়িকা।

তপ-ফলকরী সে গো   মহাভয়হরী সে গো
        নিরাময়করী সে গো ত্রিভুবন-পালিকা।
সদানন্দময়ী সে গো   নিত্য শুভময়ী সে গো
        লীলাময়ী-ক্রীড়াময়ী আমার সে বালিকা।
চন্দ্রবিম্বাধরী সে গো   রবিবর্ণেশ্বরী সে গো
        ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কুসুমের মালিকা!
        সে বেশ কোথায় তব বল্-বল্ কালিকা?
এ বেশে যে শক্তি টুটে   প্রাণ আকুলিয়া উঠে,
        এ বেশে যে বুক ফাটে লীলাময়ী বালিকা।
ইহা হতে ছিল ভালো   করাল বদন কালো
        চপলা-ভৈরবী-ভীমা অট্ট-অট্টহাসিকা,
        অসিকরা ঘূর্ণ আঁখি ত্রিনয়ণী চণ্ডিকা—
        এ বেশে যে বুক ফাটে লীলাময়ী বালিকা।

        এত বলি মুখ তুলি দেখিলাম চাহিয়া
সর্বনাশ হায়-হায়!   হু-হু করে নিশাবায়।
        জবামূলে কেহ নাই ; মা কি গেল ছলিয়া?
        ভূতদল-প্রেতদল ব্যঙ্গ করে বসিয়া।
সারা কুঞ্জ ভপাসিনু   যামিনীরে সুধাইনু
        "এই ছিল কোথা গেল মা আমার চলিয়া?"
        হিঃ-হিঃ করি নিশাচরী উঠিল রে হাসিয়া!
দু-হস্তে আবরি মুখ   ভগ্ন আশা ভগ্ন বুক
        শূন্য মনে ধরাসনে পড়িলাম লুটিয়া।
কোথা তারা, "কোথা তারা"   বলিয়ে উন্মাদ-পারা
        উঠিয়া-ছুটিয়া ধাই "তারা-তারা" গাহিয়া ;
পল্লিবালদল আসি   গায়ে দিল ধুলারাশি,
        উচ্চে করতালি দিল হাসিয়া ও নাচিয়া।
হরিদ্বারে-হৃষিকেশে   পাগল-সন্ন্যাসীবেশে
        গঙ্গাজলে ডুব দিয়া কহিলাম কাঁদিয়া
আয় মা আঁখির তারা   তো বিনে আঁধার ধরা,
        যাত্রীরা কাঁদিয়া সারা তীরে সারি বাঁধিয়া!

তদবধি ভস্ম মাখি   গেরুয়ায় অঙ্গ ঢাকি
        ঘুরিয়া হতেছি সারা "মা" "মা" রবে ডাকিয়া!
এই ছিল ভাগ্যে লেখা,   মা আর দিল না দেখা—
        —হইনু সর্বস্বহারা শনিচক্রে পড়িয়া।

কি ছিলাম কি হলাম　　　　কি কুক্ষণে ভখিলাম
কুকর্ম মাখাল ফলে ভাবিয়া রে অমিয়া।

হায় আমি লক্ষ্মীছাড়া　　　　হইয়াছি তারা-হারা
হে সুধাংশু তুমি কেন আবার এ গগনে?
পাপে-তাপে-মনস্তাপে　　　　আমার হৃদয় কাঁপে
জ্বলে যাই পুড়ে যাই ত্রিতাপের দহনে।
হরি তব শশীমুখ　　　　মনে পড়ে সেই মুখ
এ শোকাগ্নি নিবিবে কি কভু এই জনমে?
শশধর তুমি কেন আবার এ গগনে?

হরি-মঙ্গল
১৯০৫

নিবেদন

১

বল, দেব, একি এ করিলে?
যশ-চন্দনের বাটি, বাণীর মন্দির হতে
আনি, কেন এ দীনের ললাট মণ্ডিলে?
রক্তজবা-ধুতুরায়, গাঁথিয়ে সামান্য মালা
দিতে চাও দাও কণ্ঠে (কুসুম সুন্দর
সুকবির কণ্ঠে সাজে, নৃপতির ভালে রাজে!)
কাঙালে সাজালে কেন, আনি নাগেশ্বর?
বাসরের সাজসজ্জা তরুণ যুবারে সাজে,
বুড়াবে সাজালে কেন নবীন নাগর?

২

বল, দেব, একি এ করিলে?
আনি সিন্দূরের কৌটা, আনি তাম্বুলের বাটা,
বিধবার পাণ্ডু-হস্তে কেন অরপিলে?
আধ বাঘাম্বর ছাল, আধ কণ্ঠে অহি মাল-মাল,
শ্মশান-বাসিনী যেই হরের ঘরনী
একি দেব! পরিহাস, ইন্দু-পাণ্ডু ক্ষৌমবাস,
তার তরে?—উমা নহে ব্রজের গোপিনী!
কুলু-কুলু গঙ্গা ধায়, অদূরে জ্বলিছে চিতা,
শ্মশানে ধরিলে কেন মোহিনী-রাগিণী?

৩

ভ্রম! ভ্রম! অলীক স্বপন!
কাচ আমি, নহি হীরা, আমি গো সামান্য তাম্র,
নহি আমি, নহি আমি রজত-কাঞ্চন!
ভক্ত আমি? সর্বনাশ! এ দারুণ পরিহাস
কেন? কেন? আমি, দেব! দীন-অভাজন!

সুন্দর হৃদয় তব, সুন্দর নয়ন তব,
ভুবনে হেরিছ তাই সকলি মোহন!
শ্যামাঙ্গিনী-নিশীথিনী, তাও হয় গৌরাঙ্গিনী
চন্দ্রোদয়ে, দূর্বাঘাস তাহাও কাঞ্চন।

৪

খোলা ভোলা বালকের হিয়া—
সাপের তর্জন শুনি, করে আনন্দের ধ্বনি ;
অহিরে আলিঙ্গি ধরে, ফণা সাপটিয়া!
কুপতির পদ বন্দি, সতীর সদ্গতি হয়,—
মিটে তার, মিটে তার প্রাণের পিপাসা ;
গঙ্গা-ভ্রমে পড়ি জলে, ভক্ত লভে মুক্তিফলে,
কর্মনাশা থাকে কিন্তু সেই কর্মনাশা!

৫

ভক্ত আমি? আহা তাই হোক!
ভক্তির চরণস্পর্শে, হে দেব! ফুটুক হর্ষে
হৃদয়ের কুঞ্জে-কুঞ্জে বাসন্তী-অশোক!
ফুল ও চন্দন, দেব, পড়ুক্ শ্রীমুখে তব,
উৎপ্রেক্ষা সফল হোক্—আহা তাই হোক্!
এ হৃদয়-মরুভূমে বহুক্ প্রেমের ধারা,
হাসুক আঁধার ঘরে চাঁদের আলোক।

৬

হে শ্রীহরি, আসি দাও দেখা!
হৃদয়-দর্পণখানি মাজিয়া উজ্জ্বল কর,
মুছে ফেল, ধুয়ে ফেল কলঙ্কের রেখা।
লোকে মোরে 'ভক্ত' বলে, লাজে হয় মাথা হেঁট,
দারুণ অশান্তি নাথ, সহিতে না পারি।
লজ্জা-নিবারণ-হরি, হৃদয়-প্রতিমা-মাঝে
ভকতি প্রতিষ্ঠা কর ; দোহাই তোমারি।

৭

হে সুন্দর! বুঝিবারে নারি,
কৌমার, যৌবন গেল, আয়ুও প্রায় শেষ হল,
কতকাল থাকিব গো অনূঢ়া কুমারী?
এসো বঁধু, এসো বর, সাজাইয়া এ বাসর,
সারা-রাত্রি আছি বসে, রাত্রি হল শেষ!

দেহ-মালঞ্চের মোর অর্ঘ্য-পুষ্প ঝরে যায়,
প্রাণের দেবতা এসো, এসো পরমেশ!

৮

শ্যামাঙ্গিনী-চণ্ডিকা-কালিকা,—
সেই বেশে চাও যদি, এসো হে আস্ফালি অসি,
আমারে করিয়া দিও ভৈরবী সাধিকা।
বলি দিয়া প্রেম-খড়্গে, স্বার্থ-অসুরের রক্ত,
নিভৃতে, সাধনমঞ্চে পিয়াব, অম্বিকা!
অয়ি নর-মুণ্ড-মালে, সন্তানে তুলিয়া কোলে,
নাচিস তাণ্ডব-নাচ—অপূর্ব রাধিকা!

৯

রাধিকা-কৃষ্ণ যুগল মুরতি,—
সেই বেশে চাও যদি, এসো বঁধু, হৃদি-কুঞ্জে,
আমি গোপিনীর বেশে করিব আরতি।
হৃদি-বৃন্দাবন-ধামে, এসো হে বিনোদ-ঠামে,
প্রাণ-মন-উন্মাদন বাজাও বাঁশরি ;
কাম-লোভ, গোপ-কন্যা, পড়ুক শ্রীপদে আসি,
কুল, মান, ভয়, লজ্জা, সর্বস্ব পাশরি !

১০

সেইদিন নব-বৃন্দাবন
বিরাজিবে হৃদি-কুঞ্জে, হে ব্রজের বংশি-ধারী,
তোমার ও মুখচন্দ্র করি দরশন।
হইবে গো দোল-রাস, বারো-মাস সুখোচ্ছ্বাস,
ছুটিবে রসের উৎস, প্রেমের ফোয়ারা।
প্রেমে গদ-গদ বোল, যারে-তারে দিব কোল,
মুখে হরি-হরি বোল, প্রেমে মাতোয়ারা!

১১

তখন পরায়ে দিও মালা—
আনি চারু-কৃষ্ণচূড়া, কুন্তল সাজায়ে দিও,
পীতাম্বরে করে দিও এ দেহ উজালা!
দেহ বুদ্ধি না থাকিবে, লাজ-ভয় না রহিবে,
আমি শ্রীহরির ধ্যানে হইব তন্ময়।
তুমি দিবে মোর গলে, আমি কিন্তু সেই ছলে,
গোবিন্দের কণ্ঠে দিব, বলি 'জয়-জয়'।

হিরণ্যকশিপু-বধ

'হিরণ্যকশিপু, তুই হিরণ্যকশিপু'—
সক্রোধে নৃসিংহমূর্তি করিয়া ধারণ,
কহিলেন 'তোর-সম নাহি মোর রিপু!'
নখাগ্রে করিলা মোর বক্ষ বিদারণ!
দৈত্যতনু পরিহরি, গোপিনী সাজিয়া,
কারণ শরীর ছাড়ি এনু বাহিরিয়া,
নৃসিংহ মুরতি ছাড়ি রাধাকৃষ্ণ-বেশে,
মোর পাশে শ্রীগোবিন্দ দাঁড়াইয়া হেসে!
শঙ্খ বাজাইয়া আমি আরতি করিনু,
দীপ জ্বালি, মনঃসাধে, শ্রীমুখ হেরিনু!
কহিলাম 'নাথ, একি সত্য? না স্বপন?
হইল কি এতদিনে শাপ-বিমোচন?'
গোবিন্দে ইঙ্গিত করি কহিলা রাধিকা,
'প্রেমরাজ্যে এ গোপিকা অপূর্ব সাধিকা!'

সম্পদের প্রতি

১

কি অপূর্ব অগ্নিবাজী! হাউই উঠিছে ;
বন্-বন্ চক্রে ঘোর বাজি ;
শন্-শন্ উল্কামুখে সমীর ছুটিছে,
হে শ্রীহরি, একি হেরি আজি?
ইচ্ছা ছিল হেরিবারে ভক্তি-উপবন,
একি হেরি? এ যে ঘোর মায়ার কানন!

২

দাবাগ্নি কি ভোজবাজি বুঝিবারে নারি
কুহকিনী লালসা-ডাকিনী
হাসিয়া মোহন হাসি, সাজি বরনারী,
ধরিয়াছে সাহেনা রাগিণী!
চমকি উঠিছে প্রাণ, পুলকিছে তনু,
ফুলশর হাতে লয়ে হাসে ফুলধনু!

৩

বড়ই পিচ্ছিল পথ, আঁধার, আঁধার,
আলো নাই, যষ্টি নাই হাতে,
কোথা তুমি হে প্রহরি! হয়ে আগুসার,
হাত ধরি, লয়ে চল সাথে।
শ্মশানে পিশাচ ওই জ্বেলেছে মশাল,
অদূরে আলেয়া জ্বলে, ডাকে ফেরুপাল।

৪

আস্বাদি মাকাল ফল, দিল্লির সন্দেশ,
মুখ হল তিক্ত ও বিরস!
আর কেন? আর কেন? এসো পরমেশ,
পিয়াও অমৃত-সোমরস!
ভূমিতলে কতকাল রহিব শয়ান?
এসো, এসো ফুলশয্যা! এসো উপাধান!

৫

পাটালি ভখিতে নারি, এসো হে সুখাদ্য,
সরভাজা খাস্তার কচুরি,
এই হাহাকার-রাজ্যে বাজাইয়া বাদ্য
রচ হরি আনন্দের পুরী!
অলক্ষ্মীরে ঝেঁটা পিটি, তাড়ায়ে বিদেশে,
কমলার বেশে,—দেব, এসো হেসে।

৬

বহুদিন অন্ধ আছি, জ্যোতির্ময়-রাগে,
চক্ষে কর লাবণ্যসঞ্চার!
ন্যায়-অধ্যয়ন আর ভালো নাহি লাগে,
এসো-এসো কাব্য-অলঙ্কার!
কোথা তুমি, কোথা তুমি হে চিরসম্পদ্,
এসো শান্তি! এসো তৃপ্তি! ঘুচুক বিপদ্!

৭

এসো হে স্বদেশী বন্ধু চির-বিদেশীর,
বুকে ধরি করি আলিঙ্গন!
এসো পুত্র, ভাগ্যবতী বন্ধ্যা রমণীর,
মুখ করি সোহাগে চুম্বন!
সারারাত্রি ঝড়বৃষ্টি ভয় ও হতাশ,—
এসো-এসো দিবামুখে সূর্যের প্রকাশ!

কোকিল

কুহুকুহুকুহুকুহু, কুহুকুহুকুহুকুহু!—এ কী ডাক ডাকিলি কোকিল!
প্রকৃতির জাদুঘরে মাধুর্য-ফোয়ারা ঝরে, খুলে দিলি রহস্যের খিল!
কী শরবত পিয়াইলি দেলখোশ করে দিলি তোলপাড় করে দিলি দিল!
এ শ্যাম্পেনে মাতোয়ারা জগৎ-নিখিল!

পুরাতন বর্ষের বিদায়-উক্তি

১

চৈত্র-সংক্রান্তির নিশি পোহায়-পোহায়!
যাই তবে, বিশ্ববাসি,—বিদায়-বিদায়!
আমি অতি ক্লান্ত, শ্রান্ত ; সারাটি বরষ
হরষে, মাথায় বহি কর্ত্তব্য-কলস,
ঘুরিয়াছি সৌর-রাজ্যে ; কাঁপিছে চরণ,—
নাহি গো বিলম্ব আর! ফুরায় জীবন!

২

নীল-পয়োধির পারে, অনন্তের ধামে,
মরণের শূন্য-কক্ষে শুইব আরামে!
রূপ নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই তথা!
প্রণবের ঝির্-ঝির্ ঝরে নীরবতা!
মহাকাল নিদ্রামগ্ন অঞ্চল বিছায়ে—
আমিও চিরনিদ্রায় পড়িব ঘুমায়ে!

৩

যাই তবে, বঙ্গবাসি,—কায়-মন-প্রাণে,
ছিনু ব্রতী তোমাদের মঙ্গল-বিধানে!
যদি কোন অপরাধ, যদি কোন ত্রুটি,

দূরে থাকি, হোক মগ্ন বিরহ-ভ্রুকুটি,
আজি এই বিদায়ের মহা-সন্ধিস্থলে।—
ডুবুক অশিব-রাশি, ডুবুক মঙ্গলে।

৪

সংসারে দেখায় পথ ভ্রান্তি-ধূমকেতু,
বন্যায় বহিয়া যায় বিবেকের সেতু!
কে আছে নিরপরাধ হায় এ মরতে?
ক্ষম তব অপরাধ! পরতে-পরতে,
তব তৃষাতুর কণ্ঠে আনন্দ-পশরা
ঢালিয়াছি ; সাজে কি দাসের দোষ ধরা?

৫

যদি কভু ঢেলে থাকি দীরঘ নিশ্বাস
তব প্রাণ-পক্ষি-বক্ষে, আশ্বাস-বিশ্বাস
ঢালিনি কি পক্ষে তার? বিরহ-বিধুর
ম্লান অঙ্গে, আনি নাই মিলন-মধুর
চির বাহু-আবেষ্টন? পূজা-উপচারে
রাখিনি মঙ্গল-ঘট তাহার আগারে?

৬

বর্ষি নাই লাজমুষ্টি উদ্বাহের বাসে?
গুরু-গুরু গরজনে শুধু কি তরাসে
শ্রাবণে কেঁপেছে প্রাণী? মিলন-বিহ্বল,
(যৌবনের পুণ্য-তীর্থে!) হৃদয়-উৎপল
কাঁপেনি কি সুখ-স্পর্শ মলয়া-হিল্লোলে?
সমুদ্র-কপোত যথা জলধি-কল্লোলে!

৭

নিয়তি আসিয়া তব দূর-আত্মীয়ার
মুছিল সিন্দূর-বিন্দু ; করি হাহাকার,
তুমি ক্রোধে, অভিমানে, আমার ললাটে
করিলে করকাপাত! (সংসারের হাটে
এমনিই বিকিকিনি!) আমি মৃদুহাসে,
আনিনু 'নব-কুমার' সূতিকার বাসে!

৮

চির-পুত্রমুখাকাঙ্ক্ষী হাসিল সুহাসি,
তোমার প্রেয়সী ; যত্নে আমারে সম্ভাষি,

প্রক্ষালিয়া দিল মম ললাটের দাগ,
রুধিরাক্ত ; দু-অধরে অরুণের রাগ,
ওই শোভে শিশুমণি!—হল শঙ্খধ্বনি
তব গৃহে, আমি যেন আনন্দের খনি।

৯

ভুলে গেলে রোষ-কোপ, ভুলে গেলে শোক
আমি যেন কত তব আপনার লোক!
হেমন্তে আছিল তব শূন্য ফুলদানি—
মনে নাই? মনে নাই? হায় অভিমানি!
অশোকে, কাঞ্চন পুষ্পে, নাগেশ্বর ফুলে,
বসন্তে ভরিয়া দিনু মঞ্জরি, মুকুলে!

১০

প্রাবৃটে শুনেছ শুধু দর্দুরের বাণী?
নিদাঘে হেরেছ শুধু ভয়ঙ্কর প্রাণী,
বালুচরে, সুখসুপ্ত কুম্ভীরের দেহ?
হায়! হায়! আমি বুঝি পশারিয়া স্নেহ,
শুনায়েছি তোমা-সবে বিরহ-ক্রন্দন
চক্রবাক-মিথুনের, সারাটি জীবন?

১১

নির্গন্ধ কিংশুক-মালা দোলায়েছি গলে?
নাগাষ্টক-পর্বদিনে শুধু দলে-দলে
আনিয়াছি ফণী ধরি কেতকি-উদ্যানে?
দশহরা-দিনে গিয়া জাহ্নবী-সোপানে
দেখায়েছি বংশশ্রেণী, বেতসের লতা?
সকলি কুরূপ হায়, কুৎসিত কুপ্রথা!

১২

নিবিড় ইক্ষুর বনে শালিক চরিছে ;
উজ্জ্বল সৈকত-ভূমে কচ্ছপ ধাইছে
লুকাবারে ডিমগুলি বালির গহ্বরে ;
এই শুধু হেরিয়াছ সারাটি বৎসরে?
পৌষে শুধু নীলাকাশে, একদৃষ্টে চাহি,
গণিয়া তুষার-খণ্ড, বলিয়াছ 'ত্রাহি'?

১৩

মনে নাই?—আমি সেই ঝুলন-যাত্রায়,
দিয়ে হর্ষকর-দোলা, সুখ-হিন্দোলায়,
গেয়েছিনু প্রেম-গীতি। যাই বলিহারি,
দোল-পূর্ণিমার রাত্রে, ধরি পিচ্‌কারি,
ঢালিনু সিন্দুর-রাশি অশোকের শিরে।
ভরিনু তোমার দেহ আবিরে-আবিবে।

১৪

জন্মাষ্টমী উৎসবেতে, কি মোহন সাজে,
যামিনীতে সাজালাম বাল-গোপরাজে!
পূজার কাঁসব-ঘণ্টা বাজে!—দলে-দলে
ভক্তবৃন্দ নৃত্য করে, কদম্বের তলে!
আবতির শেষ হল—কতই আহ্লাদ!
আমিই বাঁটিয়াছিনু দেবের প্রসাদ!

১৫

আমিই সে, মনে নাই? শারদ উৎসবে
মাতাইনু সারাবঙ্গে হর্ষ-কলরবে!
আপন গুণপনায় আপনি মোহিনু,
শেফালিতে শেফালিতে ছাইয়া ফেলিনু!
কুসুম কুড়াতে যায় শিশু নর-নারী,—
গ্রামের হরিত-ক্ষেত্রে যেন শুক-শারী!

১৬

মনে নাই? উচ্চ-হাসি, কঙ্কণ-বাদন,
নয়নে-নয়নে কথা, প্রেম-আলাপন!
নারী-কণ্ঠে অকস্মাৎ বসন্ত-সঞ্চার,—
দোয়েল, কোয়েলা, শ্যামা, করিল ঝঙ্কার!
রসের বাসরঘরে রূপের সে ডালি,—
সুখের কার্তিকে যেন দীপের দেয়ালি!

১৭

বন-ভোজনের তরে যুবতীর সারি
গিয়াছিল আম্রকুঞ্জে ; সে লীলা আমারি!
মনে নাই? লোফালুফি প্রতি শাখে-শাখে,
শব্দের, প্রতিশব্দের, কুহু-কুহু-ডাকে!

কন্দুকের খেলা হেরি, যুবতীরা রঙ্গে,
হর্ষে তনু ঢালি দিল হাসির তরঙ্গে।

১৮

লক্ষ তুমি কব নাই? বাজায়ে সেতার,
গেয়েছি তোমারি দ্বারে বসন্ত-বাহার।
কদম্ব শিহরি উঠে, বাঁশরি ফুকারে—
যুবা-বৃদ্ধ নেচে উঠে তারের ঝঙ্কারে!
সেধেছি মঙ্গল কত ; কভু চুপি-চুপি,
কভু শত রঙ্গভঙ্গে আমি বহুরূপী!

১৯

যাই-যাই-ওই নিশি পোহায়, পোহায়!
যাই তবে বঙ্গবাসি, বিদায়, বিদায়!
সকলি বিশ্বেতে হেথা জানিও নিশ্চয়,
অদ্ভুত মায়ার খেলা, ভোজবাজিময়!
দুঃখ কোথা? দুঃখ কোথা? স্বপ্নের কল্পনা,
শোক, ব্যথা— কোথা? কোথা?—অকর্ম-জল্পনা!

২০

দেখিছ না নীল, পীত, পাটল, শ্যামলে?
এক রবি-কিরণের বরনের ধবলে!
এক মায়া-যবনিকা পলকে-পলকে
ঝলকে! বিশ্বের আঁখি মোহেতে চমকে!
পোহাইল চৈত্রনিশি!—বিদায়, বিদায়!—
পূরবে চাহিয়া দেখ কি উজ্জ্বল ভায়!

পিসিমার সীতেভোগ

পিসিমার 'সীতেভোগ', দেবতা-বাঞ্ছিত!
কোথা লাগে টস্‌টসে, সুধারসে সতত সরস,
আনারস! কোথা লাগে ঢলঢল পিয়াল, পনস্‌!
মধুর-মধুর, যেন পদ্মমধু ভ্রমর-ঝঙ্কৃত!
কনকিত পাকা আম, নিদাঘের সোহাগে রঞ্জিত,
কোথা লাগে! আহা যেন অন্নপূর্ণা-হস্তের পায়স!

মধুর-মধুর, যেন কমলালেবুর সুধারস,
মধুর-মধুর, যেন সুধাবিন্দু সুধাংশু-ক্ষরিত।
কারে দিব, কারে দিব হেন দ্রব্য, সুন্দর, রসাল?
দেহের মন্দিরে আছে মহাশঙ্খ, তারে জাগাইনু।
দীপ জ্বালি, কাঁসি ঘণ্টা বাজাইনু। আনন্দে ডাকিনু—
'জাগ, জাগ নন্দলাল। জাগ-জাগ নেড়ুয়া গোপাল।'
হের দেখ, হাসে শিশু, ভোগ্যবস্তু সাপটি শ্রীকরে
কি উৎসব। চারিধারে পুষ্পবৃষ্টি। লাজবৃষ্টি ঝরে।

লক্ষ্ণৌর মচ্ছিভবন

নহে এ মচ্ছিভবন, শুধু তার ছায়া,
যে অদ্ভুত সৌধ এরে আছে বিদ্যমান,—
জানি না কেমন ছিল সে বিপুল কায়া,
ছায়া যার এ প্রকাণ্ড কাণ্ড সুমহান।
যেন কোন মহাদৈত্য, আহবে ভিজিয়া,
খুলিয়া রেখেছে ক্লান্ত ভীম শিরস্ত্রাণ।
যেন কোন মহাদম্ভ, সর্বস্ব গ্রাসিয়া,
ব্যোম-মার্গে আছে করি বিকট ব্যাদান।
হে ভীষণ সৌম্য-মূর্তি। বিরাট-আকৃতি।
সঙ্কোচিয়া সর্বঅঙ্গ, নিস্পন্দ-নয়নে,
ভাবমুগ্ধ, একদৃষ্টে, চাহি তব পানে,
বিস্ময় ধরেছে হেথা পাষাণ-মুরতি।
চঞ্চলা বিস্ময়-কন্যা, পথ হারাইয়া
সুড়ঙ্গ-রহস্যে তব বেড়ায় ছুটিয়া।

আয়ান

চক্ষুষ্মান—হে আয়ান!—তবু তুমি আঁধা;
জড়পিণ্ড-প্রায় তুমি থাক চিরদিন!
দেখেও কি দেখনাকো? হইয়া স্বাধীন
বিলাস-বিভ্রমে ভ্রমে কলঙ্কিনী রাধা!

বিপণি, অরণ্য, গোষ্ঠ, যমুনা-পুলিন
যথা-তথা গতি তার, নাহি মানে বাধা ;
নিতি-নিতি নববেশ।—চাহনি রঙিন্!
মোহিনী মায়ায় বুঝি বিশ্ব যাবে বাঁধা?
কদম্ব শিহরি উঠে ; বাঁশরি ফুকারে ;
গোপ-গোপিনীর পদ পড়ে তালে-তালে ;
সারা বস্ত্র পড়ে ধরা কুহকের জালে ;
এ নাগরী নাগরালি, বুঝিতে কে পারে?
হে আয়ান! হে সাংখ্যের পুরুষ মহান্!
রাধিকা-প্রকৃতি তোমা করেছে অজ্ঞান!

শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী

১

মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি,
এলোকেশী কে ওই রূপসী?
জলযন্ত্র ঘুরায়ে-ঘুরায়ে!
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে!
রিম্-ঝিম্ রিম্-ঝিম্ করি,
সারাদিন, সারারাত্রি, বারিরাশি পড়িছে

২

চমকিল বিদ্যুৎ সহসা!
এ আলোকে বুঝিয়াছি, এ নারীরে চিনিয়াছি ;
এ যে সেই, সতত-সরসা,
ভুবনমোহিনী-ধনী রূপসী বরষা।

৩

শ্যামাঙ্গী বরষা আজি, বিহ্বলা-মোহিনী সাজি,
এলায়ে দিয়াছে তার মসীবর্ণ কালো-কালো চুল ;
শ্রীকণ্ঠে পরেছে বালা, অপরাজিতার মালা,
দু-কর্ণে দোদুল দোলে নীলবর্ণ ঝুমকার ফুল!
নীলাম্বরী শাড়িখানি পরি,
অপূর্ব মল্লার রাগ ধরেছে সুন্দরী!
স্রস্ত কেশরাশি হতে বেলফুল চৌদিকে ঝরিছে ;

কালোরূপ ফাটিয়া পড়িছে!
যাই বলিহারি!
কে দেখেছে কবে ভবে হেন বরনারী?

অদ্ভুত পাগল

১

দেখ, দেখ, ওই শিশু আপনি পাগল,
চাহে দুষ্ট আমারেও করিতে পাগল।
মায়েরে, দিদিরে ছাড়ি, মোরে হেরি তাড়াতাড়ি
গলায় পরায়ে দিল বাহুর শিকল।
কত দুঃখ-অবসাদে, আমার পরান কাঁদে,
কাঙাল নয়ন মোর করে ছল-ছল্,
ওর কিন্তু তায় হায়, কিবা বলো এসে যায়?
ও শুধু আমারে হেরি হাসে খল্-খল্!
দেখ-দেখ করি কোপ, টানে মোর দাড়ি-গোঁপ
বুকের উপরে বসি একি রসাতল!
শাখার দোলায় দুলি, ক্ষুদ্র-শুভ্র বেলাগুলি,
সন্ধ্যারে নিরখি যথা করে ঢল ঢল,
পাগল শিশুটি দেখ হাসিছে কেবল!

২

দেখ, দেখ, ওই বধূ আপনি পাগল,
চাহে বধূ আমারেও করিতে পাগল।
গৃহকার্য সব ছাড়ি, মোরে হেরি তাড়াতাড়ি,
গলায় পরায়ে দিল বাহুর শিকল।
বেণী পড়ে কটিতটে, মাটিতে অঞ্চল লোটে,
এক নেত্রে হাসি, আর আন নেত্রে জল!
পাগলের হাসি হেরি, হাসি কি রাখিতে পারি?
সে হাসি দেখিয়া বধূ হাসে খল্-খল্!
আমার টুপিটি নিয়ে, আপন মাথায় নিয়ে,
হাসিয়ে ঢলিয়ে পড়ে অদ্ভুত পাগল!
গলে মুক্তাহার গাঁথা, উষার কমল যথা,
তরুণ অরুণে হেরি করে ঢল-ঢল,
হের দেখ পাগলিনী হাসিছে কেবল!

৩

দেখ, দেখ, ওই বুড়ি আপনি পাগল,
চাহে বুড়ি আমারেও করিতে পাগল।
আমি বসি নির্জ্জনেতে কহি কথা বধূ সাথে ,
বুড়ি কিন্তু হেসে সারা, বদনে অঞ্চল।
আছে বধূ দাঁড়াইয়া,— সহসা ঠেলিয়া দিয়া,
তাহারে আমার পানে, পলায় পাগল।
গৃহমাঝে দুইজনে, আছি মিষ্ট আলাপনে,
হের দেখ, দিল বুড়ি বাহিরে শিকল।
পিঠেতে মারিয়ে কিল্, হাসে দেখ খিল্-খিল্,
শাঁখা পরা হাসে যেন অশনির বল।
ভাদ্রমাসে কাঁটাকোলে, কেয়াগুলি কুতূহলে,
হাসির তরঙ্গে যথা করে ঢল ঢল,
হের দেখ বুড়ো দিদি হাসিছে কেবল।

৪

দেখ, দেখ, ওই বুড়া আপনি পাগল,
আমারেও চাহে বুঝি করিতে পাগল।
দূরে গেল বাঁধাহুঁকা, আমারে বানায়ে বোকা,
গলায় পরায়ে দিল বাহুর শিকল।
কত রঙ্গ জানে বুড়া। যেন শর্করের গুঁড়া, —
এ হেন প্রবীণে পেলে, নবীনে কি ফল?
বদন রোদনহীন , তবু দেখ নিশিদিন,
সুকল হাসির ধ্বনি ছোটে অনর্গল।
চিত্তগৃহে দিয়ে চাবি, রেখেছিল মৃগনাভি,
ভুর্-ভুর্ গন্ধ এই ছোটে অবিরল
হায় কিন্তু ওর নাতি, জাগিয়া সারাটি রাতি,
যৌবনেই নিঃসম্বল—হায়রে পাগল,
আমার দোসর এবে আমিই কেবল।

রবীন্দ্রবাবুর সনেট

হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর সনেট
কি সরস। নারিঙ্গির সুরভি সমীরে,
মুক্ত বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র জুলিয়েট,
ফেলিছে বিরহশ্বাস যেন গো সুধীরে।
আধেক নগন তনু বাকল-ভূষণে,
মালিনীর তীরে যেন বালিকা-সুন্দরী ,
সলিলে কাঁপিছে শশী, চঞ্চল নয়নে
কাঁপে তারা, কাঁপে উরু গুরু-গুরু করি।
নববলয়িতা লতা বালিকা যৌবন
শিহরিয়া উঠে যথা সমীর পরশে,
লাজে বাধ-বাধ বাণী, রূপের আলসে
ঢল-ঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন।
পাঠ করি, সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া সুখে
প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে।

'ভাইফোঁটা'

পাঁচ ভাই, তিন বোন, ছিনু মোরা সবে ,
সুরপুরে গেছে চলি দুইটি ভগিনী ,
তিনে এক, একে তিন, তাই তুই এবে,
মানময়ী, মানি, মানা, মেনা, সরোজিনী
দাদা তোর ভোলা কবি ; যায় সে বিস্মরি,
তুই আমাদের ভগ্নী। তার চিত্তে জাগে,
হস্তে দীপ আশা তুই। তাই অনুরাগে,
তারে ঘিরি, করি মোরা, ছায়া ধরাধরি।
সুষুপ্তি ও জাগরণ মনুষ্যজীবন ;

জাগরণে আশা তুই, স্বপনে ভগিনী!
দিবি ফোঁটা? করে দেরে ললাট-মণ্ডন,
ভকতি-চন্দন-পাত্রে ডুবায়ে তর্জনী!
মোরা ছয় তার, মিশি হরি-হেম-তারে,
অপূর্ব সেতার হয়ে বাজিব ঝঙ্কারে!

অগ্রহায়ণ

কাল-শুক্রাচার্য আসি বর্ষ-যযাতিরে
দিল শাপ ; অমনি সে নবীন যুবায়
সহসা আইল ভাটা যৌবন-জোয়ারে!
সহসা মধ্যাহ্ন-রবি হইল আঁধার!
কেশরাশি হয়ে গেল ধবল তুষার ;
আবক্ষ যে শ্মশ্রু-রাজি ছিল সুশোভিত,
তুহিন-উপলে আহা হইল মণ্ডিত ;
ভ্রূযুগ হইল হায় ভস্মের অঙ্গার!
হে বুড়া, আমারি মতো তুমিও যে ওই,
পরেছ গ্যাঁদার মালা কুঞ্চিত গ্রীবায় ;
হে বুড়া, আমারি মতো ম্লান-আভাময়ী
পাণ্ডুর চন্দ্রের টিকা ধরেছ মাথায়!
এসো বন্ধু, এসো-এসো ; কেঁদ না, কেঁদ না,
এ বিশ্বে তোমারি শুধু নহে এ লাঞ্ছনা।

পৌষ

আমিও তোমারি মতো যৌবনে প্রবীণ ;
হাত-পা দুরন্ত শীতে হয়েছে অসাড় ;
(উঃ! কি শীত! জ্বাল, জ্বাল অগ্নি খরশান্!)
ঘন কুজ্ঝটিকা লেগে আঁখি মোর ক্ষীণ!
জানুতে-জানুতে মোর হয় ঠকাঠকি ;
(বন্ধ কর বাতায়ন ; অস্থি মোর কাঁপে!)
হইতেছে শিলাবৃষ্টি!—আর্ত ক্রৌঞ্চ পাখি,
কাঁদিতেছে ইক্ষুক্ষেত্রে গভীর বিলাপে।

পরিয়ে পুষ্পের মালা, টিকা দিয়া ভালে,
সাধ যায় আমরাও নবযুবা সাজি!
কই হয়? নারী চায়, আনি স্বর্ণথালে,
দি তাহারে উপহার স্ফুট পদ্মরাজি!
কোথা পাব? বুড়া মোরা ; প্রাণের ভিতর,
কাঙ্গল দোপাটি ফোটে, তুষারে জর্জর!

যশ

'কোথা যশ? কোথা যশ? কোথা যশ?' বলি,
আতিপাতি খুঁজিলাম বিপুল বিপণি ;
অলি-গলি ঘুরে-ঘুরে, পথ গেনু ভুলি ;
ঝিকিমিকি গোধূলি!—হল না বিকিকিনি!
বঞ্চক সমালোচক, তঞ্চক পশারি,
'যশ সোমরস' বলি দেয় ধেনো পানি ;
রঙিন আহ্বানে ভুলি, যত নর-নারী,
ভক্ষিছে গরলরাশি, বাখানি-বাখানি।
দ্বার খোল, দ্বার খোল ; খাড়া হতে নারি—
ক্লান্ত, ঘুরে অবিশ্রান্ত, ভবের বাজারে।
হে মৃত্যু! হে নিখালিস, যশের ব্যাপারি!
কেমনে জানিব তুমি আছ একধারে?
জীবনের দীর্ঘ দিবা হল অবসান!
দাও সোম, করি পান ;—লও মূল্য—প্রাণ!

ব্রজেন্দ্র ডাকাত

১

আমার এ কবিচিত্ত সৌন্দর্যের নব-বৃন্দাবন ;
কবিতা-কালিন্দী তারে ছাঁদিয়াছে নীল চক্রাকারে!
বসন্ত উৎসব হেথা নিশিদিন ; অলির ঝঙ্কারে
মুখরিত-পুলকিত নিশিদিন কুসুমকানন!
পূর্ণচন্দ্র হাসে হেথা নিশি-নিশি প্লাবিয়া গগন ;

মনানন্দে শিখাবৃন্দ নিত্য হেথা কলাপ প্রসারে ,
বারোমাস ফোটে হেথা পারিজাত, শ্রীহরিচন্দন ;
ভেসে যায় বনস্থলী কোকিলের আনন্দ-জোয়ারে!
ভাব-গোপীবৃন্দ হেথা সুখে করি হাত ধরাধরি,
গীতি-রাধিকার সাথে থাকে আহা লীলায় বিভোর!
নিত্য হেথা রাসোল্লাস ; হৃদিপাত্রে ভরপুর ভরি,
পিয়ে-পিয়ে হয় সারা মাতোয়ারা নয়ন-চকোর!
উপমা-বিশাখা হাসে , নৃত্য করে রাগিণী-ললিতা ,
তরঙ্গেব রঙ্গভরে নেচে উঠে যমুনা-কবিতা

২

লাবণ্যের-কুঞ্জে-কুঞ্জে, যৌবন তরঙ্গে ঢল-ঢল,
ভাব-গোপীবৃন্দ সব, সুহাসিনী-আহির্বিণী নারী,
ভ্রমে সুখে ; রঙ্গভঙ্গে অঙ্গে নাচে চুনরি ও শাড়ি
ঝলকে ময়ূরকণ্ঠী শ্রীঅঙ্গের পরশে বিহ্বল ;
চমকে কনকহার কমকণ্ঠে, হবষে চঞ্চল!
দধি-দুগ্ধ লয়ে শিরে, হেব এবা যায় সাবি-সাবি ,
দু-নয়নে চমকিছে হের দেখ বিদ্যুৎ উজ্জ্বল ,
কেশ-মেঘে কি ভঙ্গিমা! গরিমায় যাই বলিহারি
ছাড়-ছাড়, হাত ছাড় ;—হে ব্রজেন্দ্র! একি তব রঙ্গ
দিন নাই, রাতি নাই ; দুপুরেও অপূর্ব ডাকাতি!
প্রেম-দুগ্ধ, প্রীতি-ননী বিচিত্র মাখম নানা ভাতি,
দিয়াছি দিয়াছি কত!—একি রীতি ললিত ত্রিভঙ্গ?
কৃষ্ণার্পণ করিয়াছি এ জীবন ও রাঙা চরণে ;
কৃষ্ণধন বিনা আর নাই কিছু এ গোপী-সদনে!

শয়ন-মন্দিরে

১

প্রদীপ জ্বলিছে কক্ষে মিটিমিটি করি,
দ্বাদশীর সুধাকর, বাতাসে করিয়া ভর,
বর্ষিছে কিরণ-সুধা মুখ-পদ্মোপরি,
নিদ্রা যায় প্রিয়া মোর আপনা পাশরি।

২

নিদ্রা নাই চক্ষে মোর, চাহিনু ঘুমাতে ,
অতৃপ্ত নয়নদ্বয়, মুদ্রিত নাহিকো হয়,
বার-বার ইচ্ছা প্রিয়া-সুমুখ হেরিতে,
অতৃপ্ত নয়নদ্বয় চাহে না ঘুমাতে।

৩

কে চাহে ঘুমাতে বলো? হেন দৃশ্য, হায়!
যাহার নয়ন-আগে, স্বর্গধাম-সম জাগে,
কত ভাব, কত আশা হৃদয়ে জাগায়,
আপনা পাশরি সেই কেমনে ঘুমায়?

৪

কোথায় কেমনে রাখি কিরূপে এ ধন!
এমনি তরল কায়া, পরশিতে হয় মায়া,
পাছে এ শিরীষ ফুলে লাগেরে বেদন,
ভাবিলে শিহরে উঠে শরীর-বন্ধন।

৫

কেন ধাতা সৃজিলে এ লজ্জাবতী লতা?
পরশে কুঞ্চিত হয়, আতপ নাহিকো সয়,
অভিমানে মুদে যায় নয়নের পাতা,
কেন ধাতা সৃজিলে এ লজ্জাবতী লতা?

৬

নন্দন-কাননে শোভে পারিজাত ফুল ,
তাহারে উপাড়ি পাড়ি, মেদিনী উরসে গাড়ি,
বিধাতার ইচ্ছা কি রে করিতে নির্মূল?
মেদিনী-মৃত্তিকা হায় কণ্টক-সঙ্কুল!

৭

হায় রে অবোধ আমি, নিন্দি বিধাতারে!
এ অমূল্য নিধি পেয়ে, কোথায় কৃতার্থ হয়ে,
ভাসিবে হৃদয় মম আনন্দ-আসারে,
তা না হয়ে ডুবিতেছে বিষাদ-আঁধারে!

৮

ক্ষম প্রিয়ে অপরাধ, তুমি গো আমার
জীবনের ধ্রুবতারা, ঘুরিয়ে হতাম সারা

তুমি না দেখালে পথ, হায় এ সংসাব
চারিদিকে জলময় ; নিয়ত আঁধার!

৯

ঘুমাও, ঘুমাও, প্রিয়ে, ঘুমাও অবাধে,
আমি গো সংসারী ঘোর, শুন না বচন মোব,
সংসারের মর্মভেদী শোক ও বিষাদে,
নাহি তব প্রয়োজন ঘুমাও অবাধে।

১০

জ্ঞান তুমি স্বপ্নদেব, প্রিয়াব প্রকৃতি ;
নদ-নদী, গিরি-গুহা, জগতে সুন্দব যাহা,
দেখাও যা ইচ্ছা এবে , কিন্তু এ মিনতি
দেখাও না জগতেব বীভৎস আকৃতি।

১১

ঘুমাইছে প্রিয়া মোর সুখের নিদ্রায়,
ঈষৎ চিবুক যেন, হইতেছে বিস্ফুরণ,
ঈষৎ কাঁপিছে ওষ্ঠ হাসিব ছটায়,
তাহাতে চাঁদের আলো কেমন দেখায়!

১২

কাজ নাই জগতের সুখৈশ্বর্যে মোব!
ঈশ্বর! নিয়ত যেন, এইভাবে নিরীক্ষণ,
করিবারে পারে এই নয়ন-চকোর,
কাজ নাই যশ-মান ধনৈশ্বর্যে মোর!

১৩

অনন্ত নিদ্রার ঘোরে হয়ে অচেতন,
এই চারু-বক্ষঃপরে, শুইবারে সাধ করে,
ভুলি সুখ, ভুলি দুঃখ, আপ্ত, পরিজন,
হায় সে অনন্ত নিদ্রা সুখের কেমন!

১৪

ভুলিতে-ভুলিতে চাই, তথাপি ভাবনা
এসে পড়ে কোথা হতে, কি রোগ ধরেছে চিতে,
কিছুতেই সে ভাবনা এড়াতে পারে না,
বৃশ্চিক-দংশনে যেন অসীম যাতনা।

১৫

কতবার এ চিন্তায় হয়েছি চিন্তিত,
অন্য কারও হস্তে যেত, প্রিয়া-পক্ষে ভালো হত,
কেন প্রিয়া মোর করে হল সমর্পিত?
অন্য কারও হলে পরে সুখেতে থাকিত!

১৬

এ সারল্য আমি হায় কোথায় রাখিব?
সংসার কাহারে বলে, যে না জানে কোনকালে,
সংসার কুহক তারে কেমনে শিখাব?
এ সারল্য আমি হায় কেমনে রাখিব?

১৭

ঘুমাও, ঘুমাও, প্রিয়ে, ঘুমাও অবাধে,
আমি যে সংসারী ঘোর, শুন না বচন মোর,
সংসারের মর্মভেদী শোক ও বিষাদে
নাহি তব প্রয়োজন ; ঘুমাও অবাধে।

শেফালি

যোগীর তপস্যাসম করে থাকি করিও সাধনা!
লো শেফালি, কত নিশি জাগি, আমি তোর তরুতলে,
হেরেছি মুকুলদল খোলে মুখে পলে-পলে-পলে ;—
তারপর কতদিনে শুভক্ষণে ফলিল কামনা!
শ্যামাঙ্গিনী-শারদীয়া-নিশীথিনী, আনন্দমগনা,
অধরে জ্যোৎস্না-হাসি, জড়াইলা শ্রীকণ্ঠে, কুন্তলে,
ফুল্ল শেফালির মালা!—কি মাধুরী! ধূপ যেন জ্বলে
দেবালয়ে!—মরি ওই, কেগো আসে নূপুর-চরণা!
কি সৌরভ! কি উৎসব! লীলাময়ী শেফালি-সুন্দরী
করে লয়ে রত্নরাজি, দিলা দেখা দীন ভক্তজনে,
বঙ্গে যেন দশভুজা, বৃন্দাবনে যেন রাসেশ্বরী,
গৌরবে বসিলা রঙ্গে হৃদিকুঞ্জে, কমল-আসনে।
একি ঋদ্ধি! একি সিদ্ধি! প্রকৃতির দুহিতা বিরাজে
কবির মানসকুঞ্জে, শেফালিকা বনলক্ষ্মী সাজে!

কবিতারানীর প্রতি

১

আজি এ বসন্তে,   হৃদি-কুঞ্জে-কুঞ্জে,
ফুটিয়াছে অকস্মাৎ,
স্তবকে-স্তবকে,   আরক্ত, সুরভি
নন্দনের পারিজাত!
কোন তরুটিরে   বিপদ-মেনকা,
দোহদ-লীলায় রতা,
শ্রীপদ-তাড়নে   করেছে পুষ্পিতা,—
ভেঙে পড়ে শাখালতা!
কোন তরুটিরে   কল্পনা-উর্বশী
বকুলের মতো চুমি,
করেছে পুষ্পিত।—   মধুপে-মধুপে
ভরি গেছে কুঞ্জভূমি।
কোন তরুটিরে,   করেছে পুষ্পিতা
ভক্তিদেবী চুপে আসি!
সে তরু-শাখায়,   ঝুলনের বায়ে
ছোটে বৃন্দাবনী হাসি।

২

এত যে মহিমা,   এত যে গরিমা
কবি-হৃদি-কুঞ্জ-বনে,
সকলি বেঠিক্,   সকলি অলীক,
তো বিনে, লো বরাননে!
উর-উর আসি,   বিম্বাধরে হাসি,
সৌন্দর্য-অমিয়-মাখা,
রূপে ঢল-ঢল,   সরসী হিল্লোলে
যেন পূর্ণশশী রাকা!
এসো ভাবময়ি,   এসো লীলাময়ি,
দেবেন্দ্র-নন্দন-রানী!
কি মাধুরী-ভরা,   পলে-পলে ধরা,
চুম্বি রাঙা পা দু-খানি!
বুকে শত সুখ   অপরের সুখে
শত দুঃখ পরদুঃখে!
এসো বিশ্বরমা,   অরুন্ধতীসমা,
বিশ্বপ্রেম-ভরা-বুকে!

৩

পারিজাতে গড়া সোনালি কাঁকন,
আয় লো পরাই হাতে ,
পারিজাতে-গড়া সুন্দব মুকুট,
আয় লো বসাই মাথে!
পাবিজাতে গডা মধু-কলস্ববা
দেখ্ আলি কি শিঞ্জিনী।
দু-চবণে তোব পিক্-কলকলে
বাজুক তা রিনি-রিনি!
চাবিধাবে শোন্ উছল-উছল
পুণ্য-মন্দাকিনী-জল!
চারিধারে শোন্ বীণা জিনি-কণ্ঠে
গাহিছে অপ্সবীদল।
অনন্তযৌবনা, লো চিরনবীনা
তুইও লো ধব্ সুর,—
বিশ্ব-প্রেম-গীতে ভূলোক, দ্যুলোক
হোক্ আজি ভরপুর।

পুরাতন বর্ষের বিদায়

"বিদায়! বিদায়! বৃদ্ধ! মরণের কাঁধে
রাখি ভব, যাও বর্ষ! অনন্তের পারে।
শঠ-প্রবঞ্চক-আখ্যা পেয়ে দ্বারে-দ্বারে,
প্রদোষে এসেছ ফিরি, নিরাশে, বিষাদে।
মুছ তব অশ্রুজল ; অতিথি-সৎকারে
মরণ নাহিকো হারে ; ভুলি অবসাদে,
রাখি ভর মরণের সুধাপূর্ণ কাঁধে,
ভুঞ্জ গিয়া শান্তিসুখ, পারাবার-পারে।"
এইরূপে চিতানলপার্শ্বে দাঁড়াইয়া,
মৃতেরে বিদায়-বাণী কহিতে-কহিতে,
একি মূর্তি! কোথা হতে এল আচম্বিতে?
সুরভি আঘ্রাণে গেল বসুধা ছাইয়া!
বৃদ্ধ গেল!—আজি এই বৈশাখী উষায়
তুমি কে, সুন্দর যুবা? তুমি কে হেথায়?

নববর্ষের আবাহন

তুমি কে! তুমিই কি গো নব-জাদুকর
নববর্ষ! আশা-দ্বীপ অকূল পাথারে!
এসো হে মঙ্গলবাদ্য হাহার আগারে,—
বান্ধবহীনের বন্ধু! আইস সত্বর!
বরিষ কুসুমরাশি এ মরু-উপর ;
নিবাও এ ধু-ধু চিতা শান্তির আসারে ;
খেলাও মলিন ওষ্ঠে হাসির লহর ;
জাগাও শোণিত সুপ্ত ধমনী-মাঝারে!
যা হবার হয়ে গেছে—ভুলিয়া কাহিনী
আগেকার,—বিশ্বাসিব মোরাও তোমারে।
তুমি যেন হে সুন্দর! কুৎসিত আচারে
দিও না আননে তব কলঙ্ক-লেপনি।
নিতি-নিতি নব-বেশে হাসে উষা-সতী,—
রহিও চির-তরুণ তুমিও তেমতি!
আকুঞ্চিত রেখা পড়ে ললাট-প্রাঙ্গণে
যুবকের ; শুভ্র হয় কৃষ্ণকেশ-হার।
তা বলে কি জাদুকর! বরিষা-দুর্দিনে
শুনাতে নারিবে তুমি কোকিল-ঝঙ্কার,
আকুলি মরম-গ্রাহী দিগঙ্গনাগণে?
তা বলে কি জাদুকর, হেমন্ত-তুষার,
ধবলিলে কেশ তব নিঠুর-বর্ষণে,
রবে না তরুণ ওই হৃদয় তোমার?
কনক-গাঁদার রাশি নাহি কি ফুটিবে?
নাহি কি লুটিবে অলি দোপাটির বাস?
সুন্দর শশক-শ্রেণী নাহি কি ছুটিবে,
ঝোপ হতে, ইতি-উতি, পাইয়ে তরাস?
হে বর্ষ! যদিও কালে রূপ হ্রাস হয়,—
রেখ, রেখ, চির-নব তরুণ হৃদয়!
আকালিক ধূমকেতু হইলে উদয়,
হয় যথা হত্যাকাণ্ড, রোদনের রোল,
"হা অন্ন-হা অন্ন" রবে, করি গণ্ডগোল,
কাঁদে শিশু-যুবা-বৃদ্ধ হয়ে নিরাশ্রয় ;
শ্রীভ্রষ্টা বসুধা আহা পতিহীনা হয়—
তেমন রাক্ষস ভাব করিয়ে ধারণ,

হে বর্ষ! এ আনন্দের চারু-নিকেতন
কোর না, কোর না, যেন মরুর নিলয়।
ধনধান্যে ভরে দিও ইন্দিরার ঝাঁপি ,
বাণীর প্রসাদ হোক্ নর-নারী 'পর!
কাঙাল-নয়নে আর যেন না বিলাপী
মুঞ্চে অশ্রু , মন্ত্রে তব ওহে জাদুকর!
সৃজ হ্রদ, নদী, নদ, পুষ্প-উপবন,—
ব্যাপিয়া এ সুখময় মানব-জীবন।

প্রজাপতি

মনসাধে খেলা তবে কর্ প্রজাপতি।
নহে রে, নহে রে কভু মুহূর্তের খেলা
সৌর-রঙ্গভূমে তোর ; হবে শুভগতি
তোর, রে চারু-পতঙ্গ, ফুরাইলে বেলা।
চিত্রপাখা হতে দুটি কৃষ্ণরেণু ঝরি
পড়িল মল্লিকা-গর্ভে , ধবল সেঁউতি
রাজিল, একটি পীত কণিকা আহরি,
উধাও পতাকা হতে, চারু-প্রজাপতি!
জড়সড় মেদী-শিরে ধীরে দিয়ে ভর,
টগর ও গন্ধরাজে বামদিকে রাখি,
মধুর করবীকুঞ্জে যাও রে সত্বর,
যথা আছে ছানা তোর, মোহনীয়া পাখি।
বৈশাখী কিরণ পিয়ে, বড় সুখী তারা!
মায়েরে নিরখি এবে হবে মাতোয়ারা!

পূর্ণিমা

ফুরাইল দীর্ঘ দিবা ;—নিদাঘ-কিরণে
তপ্ত ধরা, ছাড়িতেছে বিরাম-নিশ্বাস।
এসো সখে, এইবেলা, যাই দুইজনে,
হেরিবারে যামিনীর মাধুরী-বিলাস।

আজি পূর্ণ নিশানাথ! নৈশ সুখোচ্ছ্বাস
যতনে, হৃদয়কুম্ভে, ভরিব গোপনে ;
গ্রামের পশ্চিমে যথা হয় দোল-রাস
ঠাকুরের,—চল যাই উদ্যান-বিজনে!
ষোলটি তরুণ তরু, ফল-ফুলে ভরা,
কি মাধুরী চারিধারে রাখিয়াছে ছায়ি!
প্রতি শাখে, প্রতি শাখে, কোকিলের সাড়া,—
হেন কোকিলের মেলা কভু হেরি নাই!
নিত্য নব-কারিগরি! ভেবে মোরা সারা,—
প্রকৃতি রচেছে আজি রবের ফোয়ারা!

বাউলের হাসি

১

উষার ও হাসি ও যে, শিশুর ও হাসি ও যে,
যাদুর ও হাসি!
পোহাইল বিভাবরী, লতা-পাতা ভেদ করি,
উছলি পড়িল কুঞ্জে, আলো রাশি-রাশি।
কুসুম মুচকি হাসে, বাঁধি তারে বাহুপাশে,
লতাও যে নেচে উঠে আমোদে উল্লাসী!
কোকিল গাইছে গান, শ্যামাও ধরিল তান!
মায়ের কোলেতে উঠি, শিশুব কি হাসি!
ও গো যাদুর কি হাসি!

২

অরুণের হাসি ও যে, যুবতীর হাসি ও যে,
তরুণীর হাসি!
নিকুঞ্জ আঁধার ছিল, আলো কে ঢালিয়া দিল?
অরুণ-কিবণ এল কোথা হতে ভাসি?
নবীন বাসন্তী-সাজে, ঢল-ঢল তনু লাজে ;
নাহি পুষ্প কুঞ্জবনে একটিও বাসি!
একটি কিরণ মরি, শিশিরে লইল হরি,—
তরুণে নিরখি ও যে অরুণের হাসি,
ও যে তরুণীর হাসি!

৩

জ্যোৎস্নার হাসি ও যে, কবির ও হাসি ও যে,
পাগলের হাসি।
আঁধারে মানিক জ্বলে, জোনাকিরা দলে-দলে,
জ্বালি দিল ফুল-সেজে দীপ রাশি-রাশি।
বাঁশরি বাজিল রে, নূপুর নাচিল রে,
হাসি-রাশি হয়ে গেল এ চিত উদাসী!
শার্সি খুলে দেখ দেখি, কি তামাশা। একি, একি,
উঠান যে গেল ভরি! জ্যোৎস্নার রাশি
ওই বাউলের হাসি।

লক্ষ্ণৌর ফকিরের গান

তুই রাজা? কি মুই রাজা?
তুই রাজা? কি মুই রাজা?
বিশ্বজোড়া মুল্লুক মোর, সারা দুনিয়া প্রজা।
তুই রাজা, কি মুই রাজা?
অন্য রাজার প্রজা যারা, কেঁদে কেঁদে হয় গো সারা,
খাজ্‌না দিতে-দিতে তাদের প্রাণটা ভাজা-ভাজা;
মোর প্রজা থাকে সুখে, খাজ্‌না দেয় হাস্যমুখে,
দুধে-পুতে-সম্পদেতে বুক্‌টা তাদের তাজা।
তুই রাজা, কি মুই রাজা?
মোর রাজত্বে মাবিভয়, ভয়ে আগু নাহি হয়;
দুর্ভিক্ষের গেছে হয়ে দ্বীপান্তরে সাজা!
তুই রাজা, কি মুই রাজা?
মাথে তাজ্ ঝক্‌মক্ করে, চক্ষু থাকে, দেখে নেরে!
মোর জহুরির কারিগরি বোঝা নয়কো সোজা!
তুই রাজা, কি মুই রাজা?
ওস্তাদজি ধ্রুপদ ভাঁজে; রোশন-চৌকি ওইরে বাজে;
শোন্‌রে ওই রাত্রিদিবা বাজে নহবত-বাজা;
তুই রাজা, কি মুই রাজা?
কেল্লা মোর শূন্যে খাড়া; আস্‌মানি পাথরে মোড়া;
গড়ের নিচে, সিঁড়িগুলি মেঘে-মেঘে জুওয়া!
তুই রাজা, কি মুই রাজা?

আমার বন্ধু তোপের দাপে, দুসমনেরা ভয়ে কাঁপে,
উড়িয়ে ফেলে বহুদূরে, শিমুলে যেন হাওয়া।
তুই রাজা, কি মুই রাজা?
(আর) মজার মজা, বড়ই মজা, যিনি আসমানের রাজা,
স্বয়ং তিনি তাদের প্রজা, যারা আমার প্রজা।
তুই রাজা, কি মুই রাজা?

বধূ

প্রিয় ভারতি। কবিভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের মানসীর বধূ Subjective আর আমার বধূ কিছু Objective। যার যেমন অদৃষ্ট। দেখিও বোন, দুই জায়ে যেন কোন্দল না বাধে। আর তোমারও যেন "বৌ কাঁটকি ননদের" অখ্যাতি না হয়।

১

"বেলা যে ঢের হল (ওলো ও) খেতে চল্"
পুরানো সেই সুরে, কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে পান্তাভাত? কোথা অম্বল?
পদ্মপুকুরের কোথা সে জল?
ছিলাম আনমনে, একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "লো খেতে চল্।"

২

ধামাটি লয়ে মাথে, পথ সে সোজা।
বামেতে নোনাগাছ, ডাইনে জামগাছ,
কাঁটালি কলা শিরে মোচার বোঝা,
বাগানে পাকা-পাকা, তেলে-হলুদে মাখা,
হাযরে আম তুই ফলের রাজা।
আম পাড়িয়ে ধীরে, আঁচলে লই পুরে,
পিক কুহরে শাখে, শুনিতে মজা।
পথে আসিতে ফিরে, হাসিয়ে ফিক্ করে,
আসি বলিত সই "বোন্ শুনে যা"।

৩

কুমড়ো উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি,
মাচানে ঝিঙেগুলি, নাচিছে দুলি-দুলি,
কাঁকুড়-শশাগুলি রয়েছে ফুটি।

আমারে হেরি তারা হর্ষে হত সারা,
কি কব তাহাদের সে লুটোপুটি।
বক্ষে লুন হাতে, কথা তাদের সাথে—
"আয়লো কাছে আয়, কাঁকুড় ফুটি "

৪

গাঁয়ের বাহিরে, সেই জলের খাল,
পাড়েতে সারি সারি শ্যামল তাল।
গামছা পরি ধীরে, নামিয়া সেই নীরে,
সাঁতার দেই ধীরে, গাছ আড়াল।
বসিয়ে তরুশিরে, দেয় গো শিষ নীরে,
শ্যামার নাহি লাজ—ভয়জঞ্জাল।
আমারও নাহি কাজ আমারো নাহি লাজ,
আনি কমল তুলে, ভাঙি মৃণাল।"

৫

হায় রে রাজধানী, কে তোর রাজা?
বাজারে দুধ জোলো কেবলি তোলো তোলো
ব্যাকুল বালিকার কি ঘোর সাজা,
পাতানো দই কই? কোথা ধানের খই?
খেজুরে রস কই? সে চাল্ভাজা।

৬

নিদাঘে দেয় এরা বরফজল,
জানে না হায় এরা, কতো শীতল,
মধুর শাঁসে ভরা, মধুর জলে পোরা,
সোহাগে ঢল-ঢল, ডাবের জল।

৭

হরির লুট দেওয়া হেথা বালাই,
হেথা ধরম নাই, করম নাই,
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা,
কাঁদন্ ঘুরে বলে "কিছুই নাই"।

৮

কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে,
খাইতে নারি কিছু কহিবে পাছে—
"কিছুতে নাহি তোষ, এ তো বিষম দোষ,

গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ওযে
জিলিপি রসে ভরা, মণ্ডা-মনোহরা,
ভাল জিনিসের ও কি মর্ম বোঝে?"

৯

থাকিলে এলোচুলে, পার্শরি দুঃখ,
হয় গো তোলই হাঁড়ি সবারি মুখ।
হয়ে মাকাল ফল, শোভিলে ধরাতল,
পরানে ইহাদের উপজে সুখ।

১০

ক্যাঁকড়া ধরি খায়, রাক্ষস এরা,
দয়ার গলে এরা বসায় ছোরা
বুঝি এদের কাছে, বাঁজা হইয়ে আছে,
ফল ও মূলে ভরা বিপুল ধরা।

১১

কোথায় আছ তুমি? কোথায় মাগো!
কেমনে ভুলে তুই, আছিস্ হাঁগো?
আইলে পৌষ মাস, নয়নে মৃদু হাস,
আর কি পিঠেপুলি ভাজিবি না গো?
করিয়ে ঝুনো ছাঁই, দুঃখেতে তুলি হাই,
বুঝিবা স্মরি মোরে, তুলিয়ে রাখ।
রৌদ্রে হয়ে খুন, লয়ে কুম্‌ড়া গুণ,
বুড়া ও বুড়ি-কাছে কুশল মাগো।

১২

এদেরো গোরু আছে, বাঁধা দড়াতে
চাহে আকুল হয়ে মোর পানেতে,
যেন গো আমাদের বুধিটি পেয়ে টের,
হেথায় আসিয়াছে মোরে ভেটিতে।

১৩

নিমেষ-তরে তাই স্বপন টুটে—
ব্যাকুল ছুটে যাই পাতিতে ঘুঁটে ;
ননদী বলে ধেয়ে "ওগো কেমন মেয়ে।"
ব্যঙ্গ-টিট্‌কারি, ঝটিকা উঠে।

১৪

বাদাম-আক্‌রোট্‌ মুখেতে গোঁজে,
বসাল তালশাঁস কেহ না বোঝে।
সবাই বলে ছলে, "খাবার দিতে এলে,
কেন গো কনেবউ নয়ন বোজে?"

১৫

আমার আঁখিজল বোঝে না কেউ,
সদাই লেগে থাকে পিছনে ফেউ।
জিলিপি-রস্‌করা, মণ্ডা-মনোহরা,
ডালিম পাটনার, লখনৌ সেউ,
দেয় যা এত করে, থাকে তা পাতে পড়ে,
'দেখিনি কোনকালে এমন বউ।'

১৬

দেবে না কাসুন্দি, গুড-অম্বল ,
সদাই মনে হয়, খেজুরে গুড়ময়
মায়ের পিঠেপুলি, কালো, ধবল।
তাই গো খেয়ে-খেয়ে, মৃত্যু মঙ্গল।
ডাকল ডাক তোরা, বল্‌সে বল—
'বেলা যে ঢের হল, খাইতে চল্‌"
কবে হইবে বেলা? ফুরাবে সব খেলা,
নিভাবে আঁখিজলে জঠরানল,
জানিস্‌ যদি কেহ আমারে বল্‌।

মিরেন্ডা

দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন। পূর্ণিমা শর্বরী ,
নিখর শান্তির রাজ্যে সুধাকর হাসে।
সহসা উঠিল ঝড় তোলপাড় করি
স্বর্গ, মর্ত্য , ম্লান শশী কাঁপিল তরাসে।
ব্যোম জাদুকর কিন্তু করিয়া ভ্রূকুটি—
থামাইল ভীম ঝঞ্ঝা , মেঘ-নাট্যশালে
অদ্ভুত অপ্সরবাদ্য বাজে তালে তালে।
কি অদ্ভুত। অন্তরীক্ষে নাচে নটনটী।
থামাগো স্বপ্নের কায়া ব্যোম জাদুকর
দিল কি বদলি? এ কি চমৎকার হেরি।
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল চন্দ্র-কলেবর ,
দেখা দিল বঙ্গভূমে এ কোন কিন্নরী?
তুমি কি মিরেন্ডা? কিম্বা আকাশের শশী?
বুঝির কি? দৃশ্যে আঁখি গেল যে ঝলসি।

জুলিয়েট

লাল-নীল-শ্বেত-পীত-স্বর্ণ বর্ণবাজি,
পুষ্পোপরি পুষ্প ঢালা, পরতে-পরতে ,
শিশির ও জ্যোৎস্নাঢালা সঙ্গীতের স্রোতে
কি বিচিত্র সমাবেশ! এ কি ছায়াবাজি?
বসন্ত-উৎসব দিনে মালাকার সাজি
কি গড়িলে একচিত্তে আনন্দ-মোহিনী?
স্ফূর্তিময়ী মূর্তি এ যে। স্মর-সোহাগিনী,
ক্লান্ত তুমি , ঘুমাও-ঘুমাও, দেবি আজি!
চুপি-চুপি ধীরে তথা আসিয়া মদন,

বিচিত্র সে পুষ্পমূর্ত্তি অবাক নেহারি!
মুগ্ধ স্বর, কর্ণে তার কবি উচ্চারণ
অগ্নিমন্ত্র, "উঠ, উঠ" কহিলা ফুকারি—
বিস্ফারি যুগল নেত্র, মুরতি হাসিল,
"আমি জুলিয়েট" বলি উঠি দাঁড়াইল।

শ্রীহরির প্রতি

ওগো অখিলের স্বামি! জানি আমি অতি অকিঞ্চন,
চিরদিন, চিরদিন গুণহীন, অধম-পাতকী,—
ভরসা তোমার দয়া শুধু! রুক্ষ শেফালির শাখী
হয় না কি প্রসূন-বৈভবময়, অপূর্ব-শোভন,
হিল্লোলে-হিল্লোলে আহা পূর্ণিমার তরল কাঞ্চন
পড়ে যবে তরুশিরে? হিমক্লিষ্ট কাননের পাখি
মাধবের সাড়া পেয়ে, সহকার-আড়ালেতে থাকি,
ঝঙ্কারিয়া উঠে না কি, আলাপিয়া বাসন্তী-কূজন?
হে নাথ, যে অতি তুচ্ছ মৃত্তিকার চুলার উপরে
চুয়ায় গোলাপ-জল, তাও হয় সুরভি, সুন্দর,
পশে গোলাপের বাস যবে তার অন্তর অন্তরে,
উথলিয়া উঠে তার স্তরে-স্তরে লাবণ্য-লহর!
হে অপূর্ব গোলাপি-সৌরভ-উৎস!—আমি হীন মাটি,
তব স্পর্শে-হর্ষে হব সুধাসিক্ত, অতি পরিপাটি!

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি

১

শুনিয়াছি,—বন হতে ধরি আনি বনের ময়না,
চতুর মানব তারে শিখাইতে মানবের ভাষা,
কত না প্রয়াস করে! বৃথা চেষ্টা হায়রে দুরাশা!
বন-পাখি গৃহকোণে ধায় ছুটি, প্রসারিয়া ডানা,
শিক্ষা পেতে নিতান্ত নারাজ! সে যতন, সে সাধনা,
দীক্ষা দিতে তারে, ঘোর বিড়ম্বনা! পাখি কর্মনাশা,

গুরুর সে আকিঞ্চন, অনুযোগ, প্রীতি, ভালোবাসা,
বোঝে না, শোনে না কিছু ; পাখি ভাবে 'এ কি রে লাঞ্ছনা!'
পরাজিত গুরু শেষে, পাতে চুপে, কৌশলের জাল ;
বৃহৎ আরশি আনি, রাখে ধীরে বিহগের পাশে—
হেরি নিজ প্রতিবিম্ব, নেচে উঠে উৎসাহে-উল্লাসে,
প্রতারিত বন-পাখি!—দর্পণের পিছে, অন্তরাল
হইতে, শিখায় গুরু! মুগ্ধ পাখি শিখে সেই গান ,
সে ভাবে, গাইছে আরশির পাখি। আনন্দে অজ্ঞান।

২

হে প্রভু! হে মহাগুরু! আমরাও পাখির মতন,
শিক্ষা, দীক্ষা সকলই, মোহে পড়ি করি অবহেলা ;
তাই তুমি হে চতুর! চুপে আন অদ্ভুত দর্পণ!—
হে কৌশলি! হে মায়াবি! কে বুঝিবে তোমার এ খেলা
নরদেহ-দর্পণের অন্তরালে, গৌরাঙ্গ সাজিয়া,
কভু সাজি যিশুখ্রিস্ট, কভু সাজি গোকুলবিহারী,
আমা-সবে শিখাইতে দেবভাষা—যাই বলিহারী!—
কতোই প্রয়াসী তুমি! শিখি মোরা আনন্দে মাতিয়া!
মাতোয়ারা, প্রেমসুধা পান করি, দু-বাহু তুলিয়া,
আরশির প্রতিবিম্বে হেরি আহা নিজের মুরতি,
হই মোরা মন্ত্রমুগ্ধ! নেত্রে ভায় দেবতার জ্যোতি ;
তোমার শকতি-স্পর্শে, হর্ষে নাচি, গাহিয়া-গাহিয়া!
কে শিখিত দেবভাষা, মহাকবি! তুমি না শিখালে?
কে নাচিত দেব-নৃত্য, নটবর! তুমি না নাচালে?

মা

তবু ভরিল না চিত্ত! ঘুরিয়া-ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম! বন্দিনু পুলকে,
বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;
হেরিনু বিন্ধ্য-বাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে ;
'জয় বিশ্বেশ্বর' বলি ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে,

রাধা-শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া-গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে-কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জ-মালা।
তবু ভরিল না চিত্ত! সর্ব-তীর্থ-সার,
তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার!

সাবিত্রী

গেল রাত্রি, এল দিবা ; কি বিচিত্র বিভা
(অন্ধ আমি) মম চক্ষে ধীরে এল নামি!
—হে সাবিত্রী, তব নাম বঙ্গের বিধবা,
হে বিধবা, সত্যবান তোমারই স্বামী!
রাশনাম ডাকনাম দ্বিনাম-ধারিণী
হে সাবিত্রী পৌরাণিক, হে বঙ্গ-বিধবা,
হেবি তোমা, (অরণ্যেও তুমি রাজধানী)
বৈভবের পদসেবা ইচ্ছা করে কেবা?
কৃষ্ণা চতুর্দশী নিশি! নির্মম অরাতি
কাল-ফণী, সত্যবানে করিল দংশন—
হে মৃত্যু, কর না স্পর্শ—ও কি শুধু স্মৃতি?
ও কি শুধু একাদশী ব্রত-উদ্‌যাপন?
হে কৃতান্ত, সরে যাও—সাবিত্রী-সুন্দরী
স্বামী-দেহ বক্ষে করি জাগিছে শর্বরী!

সধবা

'অশ্রুকণা' পাঠান্তে

বিধবা সে ; আমি তারে ভালো করে চিনি
সবে করে উলুধ্বনি, ছাদ্‌না-তলায়,
'এয়ো' সবে দীপ হস্তে কৌতুকে দাঁড়ায় ;
উৎসব ছাড়িয়া গৃহে চলিল রমণী!
পথে যেতে-যেতে, এক অশোকের তলে,
চমকি-থমকি বালা দাঁড়াইল ত্রাসে।

'হে সধবা, কোথা যাও?' কে যেন রে বলে,
জ্যোৎস্নার আবছায়ে, মধুর সম্ভাষে!
জ্যোৎস্না কহিল রঙ্গে শ্রীঅঙ্গ জড়ায়ে,
'চল্ সখি, আমি তোর বারাণসী চেলি',
আঁধার কহিল যত্নে, চরণে লুটায়ে,
'আমি ওই চেলির অঞ্চল ঝিলিমিলি!'
অশোক পড়িল ঝরি সীমন্ত-উপরি ,
বাসর জাগিতে হর্ষে ফিরিল সুন্দরী।

দ্রৌপদী

হে প্রকৃতি! যত তোমা নেহারি-নেহারি,
তব নব-নব শোভা চর্মচক্ষে ভায়!
হে দ্রৌপদী! যত তোমা উঘারি-উঘারি,
নগ্ন করা দূরে থাক্, সাটী বেড়ে যায়।
অশোক, চম্পক, পদ্ম, অতসী, কাঞ্চন,
অনন্ত সাটিতে ঘেরা, অদ্ভুত ঘাঘরি!
প্রকৃতি-সতীর আহা লজ্জা-নিবারণ,
অন্তরীক্ষে, চুপে-চুপে, জোগান শ্রীহরি!
ক্ষম দেবি! অপরাধ, বিশ্বের জননী!
মোরা সবে দুঃশাসন, দাম্ভিক-অজ্ঞান ;
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত!—তপ্ত রক্তপান
করুক নৈরাশ্য-ভীম, করি জয়ধ্বনি।
মোরা যত কুলাঙ্গার, নির্বাক্-নীরবে,
সভামাঝে, অধোমুখে, বসে আছি সবে!

কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রতি

১

এ মোহিনী বীণা কোথায় পাইলে?
ঝঙ্কারে-ঝঙ্কারে প্রাণ কেড়ে নিলে!
হেন স্বর্ণবীণা নাহি রে নিখিলে,—
সুধা-ভরা, ক্ষুধা-হরা!

উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে, উছলিছে সুর,
আনন্দ-ঝরনা চরণ-নূপুর।
পরশে শিহরে ধরা।

২

বাজে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী,
উর্বশীর যেন বীণা-বিমোহিনী।
সৌন্দর্য-নন্দনে সুধা প্রবাহিণী,
লীলায় উছলে চলে।
এ যেন, গোলাপে শিশির পতন।
পূর্ণিমা রাতির উছল কিরণ।
শেফালির যেন নিশান্ত স্বপন,
সৌরভ হিল্লোল ছলে।

৩

ওহে কবিবর, ধন্য তব শিক্ষা।
ওহে যোগিবর, ধন্য তব দীক্ষা।
প্রতিভা তোমার অনল পরীক্ষা
দিয়া, আজি দীপ্তিময়ী।
সীতা-সতী সমা হাসে বরাননী
অনলের ক্রোড়ে। —কাঞ্চন বরণী
কাঞ্চনের সমা। —সূর্যকান্ত মণি,
তেজে যেন বিশ্বজয়ী।

৪

বহুদিন ছিল অহল্যা পাষাণী,
রামচন্দ্র আসি চরণ দুখানি
রাখিলা যেমতি, হাসি ঋষিরানী
চমকিলা নিদ্রাভঙ্গে।
পাষাণের-সম ছিল যেন জড়
এই বঙ্গভাষা!—বহুদিন পর,
তোমার পরশে! কাঁপি থর-থর—
জাগিয়াছে লীলারঙ্গে!

৫

ভাগবতে যার অপূর্ব ভারতী,
ত্রিবক্রা-কুবুজা পাইল যেমতি

অপরূপ রূপ, অপূর্ব অঙ্গগতি,
গোবিন্দের আগমনে!—
ওহে জাদুকর, তেমতি, তেমতি,
শ্রীহীনা এ ভাষা লভিয়াছে গতি,—
কুব্জা হয়েছে অতি রূপবতী,
তব কর-পরশনে!

৬

পূর্বকালে যথা, সংগীতে, সংগীতে,
সৌধময়ী ট্রয়, উরি আচম্বিতে,
বাজিল সহসা, কিরণ-রাজিতে
উষা যথা হিরণ্ময়ী।—
ওহে জাদুকর, তোমার সংগীতে,
স্বর্ণ-হর্ম্যময়ী, হাসিতে-হাসিতে,
এ কোন্ অলকা ভাতিল প্রাচীতে,
কিরণে কিরণময়ী?

৭

পূর্বকালে যথা অযুত তরঙ্গে,
কল্লোল, হিল্লোলে, লীলাবঙ্গ-ভঙ্গে,
ত্রিদিব হইতে ভগীরথ-সঙ্গে,
এসেছিলা মন্দাকিনী,
ওহে জাদুকর, তোমার সংগীতে,
নব মন্দাকিনী নেমেছে মহীতে!
চলেছে সাগরে কি লীলা-গতিতে,
কল-কল প্রবাহিণী।

৮

এ জাহ্নবীতটে এক গো নেহারি?
মোহিনী নগরী শোভে সারি-সারি,—
যেন হাস্যময়ী, রূপময়ী নারী,
নব-হরিদ্বার-কাশী!
সদা লীলাময়ী, বিলাস-বিভ্রমে
পড়ে সুধানদী অতুল বিক্রমে,
ক্ষীর সাগরের পবিত্র সঙ্গমে,—
হাসিয়া ফেনিল হাসি!

৯

বাণীবর পুত্র! সুধামকরন্দ,
বিভোর হইয়ে, বাণীবক্ষে পিয়ে,
মৃতসঞ্জীবনী, আনন্দের কন্দ,
আনিয়াছ বঙ্গে তুমি!
ভগবানে তাই করিয়া আহ্বান,
তাই এ প্রার্থনা হয়ে আয়ুষ্মান্,
থাক জননীর দুলাল সন্তান,
কিরণ-ছটায় বালার্ক-সমান,
উজলিয়া বঙ্গভূমি!

কবি কালিদাস রায়ের প্রতি

(কালিদাস রায়েব 'কুন্দ' ও কিশলয় পড়ে)

কি আনন্দ! এ যেন রে অকস্মাৎ আইল ফাল্গুন,
অকস্মাৎ বহিল মলয়!
কি আনন্দ! কে যেন রে দাউদাউ জ্বালিল আগুন
ঘুচাইয়া শীতার্তের ভয়।

নগরেব কোলাহলে বুঝি মোর বাহিরায় আয়ু
হয়েছিনু এত ঝালাপালা।
তোমাব সবুজ কুঞ্জে, গ্রামে আসি, সেবি মুক্ত বায়ু
হে সুকবি, জুড়াইল জ্বালা।

বাত্যাক্ষিপ্ত পোতযানে আরোহিয়া সমুদ্রযাত্রীর
এ যেন রে কূলে আগমন!
বহু বর্ষ কারাগারে রুদ্ধ থাকি মুক্ত কয়েদির
এ যেন রে গৃহ-দরশন!
বন্ধ্যার অখ্যাতি লভি এ যেন রে প্রৌঢ়া রমণীর
চাঁদপারা সন্তান প্রসব।
এ যেন যুগান্তে আহা বৃন্দাবনে, মুরলী-ধারীর
পদার্পণ! সেই বংশীরব!

তোমার সৌন্দর্যকুঞ্জে যতবার পশি আমি, কবি!
হেরি তথা শোভা নব-নব!

গলাগলি করি তথা হাসে চাঁদ আর বালরবি
অফুরন্ত ফুলের বৈভব।
দোয়েলের-কোকিলের কলরব অফুরন্ত মরি
অফুরন্ত ময়ূর-নাচন।
জাদুকর, এগো কোন্ মায়াপুরী? দিবা বিভাবরী
অফুরন্ত আনন্দ-স্বপন!

তোমার কবিতারানী মরি-মরি অনিন্দ্য-সুন্দরী
মূর্তিমতী উষারানী-সমা।
প্রভাত-পবন-স্পর্শে অলঙ্গ কাঁপিছে থরথরি
লাল চেলি এ কি নিরুপমা!
পদ্মগন্ধ ভুর-ভুর মুখে ছোটে। সীমন্তে সিন্দূর
প্রাণচোরা গালভরা হাসি।
শিশির-মুকুতা-হার কণ্ঠে দোলে, মধুর, মধুর,
এ কি শোভা। লাবণ্যের রাশি।

তোমার কবিতারানী মরি-মরি অনিন্দ্য-সুন্দরী
মূর্তিমতী শারদী-শর্বরী।
রূপবন্যা জ্যোৎস্নাসম উছলিছে বিশ্ব আলো করি
তরঙ্গিছে ভাবের লহরী!
ভুর-ভুর মুখে ছোটে, আহা মরি চিত্ত-বিমোহন
শেফালির দুরন্ত সৌরভ!
অরসিক কি বুঝিবে বোঝে শুধু রসিক-সুজন
পৌর্ণমাসী নিশির গৌরব।

দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ*

১

দ্বিপ্রহর দিবা যবে, দাসী আসি, হাসি মৃদুহাসি,
কহিল 'হয়েছে কন্যা'!—আমি সেই সংবাদ পাইয়া,
ফুল্ল মুখে ফুল্ল বুকে, কহিলাম আনন্দে গলিয়া,—
'বাজাও, বাজাও শঙ্খ'! কিন্তু মোর মুখ চাপি আসি,
ডাইনী কু-রীতি কহে—'এ কি ভ্রান্তি! হে কবি সাবাসি।
পুত্র হলে শাঁক বাজে ; কন্যা হল, শাঁক বাজাইয়া
কেন ডাক অমঙ্গলে?'—রাক্ষসীর সে কথা শুনিয়া,
হইলাম লজ্জা-মৌন, অধোমুখে নেত্রজলে ভাসি।
এ কি কথা! হায়-হায়, এ কি ঘোর সর্বনাশী প্রথা!
বরপ্রার্থী হে বাঙালি! আজি তুমি করিছ অর্চনা
সুপক্ক ফলের অর্ঘ্যে, দীপ জ্বালি, সব বিড়ম্বনা!
প্রবঞ্চক! দেবতারে ঠকাইবে? এ কি মাদকতা!
বৃথা এ গুগ্‌গুলধূপ ;—রক্ষাকালী হবেন কি রাজি?
হে প্রমত্ত! চরণে ঠেলেছ তুমি কুসুমের সাজি!

*   *   *

৫

হে কবিতা কুহকিনী, রাখ মান, করি এ মিনতি।
ধর আজি, ধর আজি, শঙ্খ-বেশ, কুন্দেন্দু-ধবল ;—
ধ্যানে বন্দি পাঞ্চজন্যে, মাধবের শঙ্খ সমুজ্জ্বল,
বর্ণে শ্বেত-শতদল ; বিশ্বজয়ী অপূর্ব-মুরতি।
দেবদত্ত ধনঞ্জয় ; পৌণ্ড্র যার বিরাট ভারতী
ভেদ করে দশদিশি, ভীমনাদি সু-ঘোষ বিমল,
অপূর্ব মণিপুষ্পক, প্রভা যায় জ্বলে জ্বল্‌-জ্বল্‌,—
পাণ্ডবের পঞ্চ শঙ্খে পুণ্যবতী! কর রে প্রণতি।

* নির্বাচিত অংশ

লভি শুভ আশীর্বাদ, হয়ে পুষ্ট বিরাট-বিপুল,
রে অতুল শঙ্খ মোর, নিনাদিয়া অমোঘ হুঙ্কারে,
বল্ বল্ উচ্চ কণ্ঠে বাঙালির প্রতি দ্বারে-দ্বারে।
'মোর নাম দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ!' আমার তুমুল
বিশ্বব্যাপী মহাশব্দ পশি আজি বাঙালির কানে,
লজ্জা-ঘৃণা জাগাইতে নারিবে কি ও অসাড় প্রাণে?

* * *

৬

নাহি ঘৃণা, নাহি লজ্জা! ধিক! ধিক! অধম বাঙালি,
তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ভস্মে ঘৃত! কি অন্ধ নয়ন!
পুত্র হলে শাঁক বাজে! কন্যা হলে আঁধার ভবন।
নারীরে অবজ্ঞা করি মাখিয়াছ মুখে চুন-কালি।
প্রকৃতি-রাধারে এত অবহেলা? তাই বনমালী
চিরতরে চিরতরে ত্যজেছেন বঙ্গ-বৃন্দাবন।
গৌরীরে দিয়াছ ফাঁকি! রক্ষা নাই, উলঙ্গ নর্তন
এ কি ঘোর! হের-হের রণরঙ্গে নাচে মহাকালী।
সতীরে করেছ তুমি অপমান, অবোধ বাঙালি!
এ নূতন দক্ষযজ্ঞে তাই আজি তাণ্ডবি নাচিছে,
ভূত-প্রেত, উলঙ্গিনী-মুক্তকেশী-ভৈরবী-করালী,
হি-হি করি অট্টহাস্যে চিৎকারিয়া বদন ব্যাদিছে!
ছাগমুণ্ড হইয়াছে যজ্ঞ শেষ! এ বঙ্গ সংহারি,
কি দেবত্ব? সংহর-সংহর ক্রোধ, দেব ত্রিপুরারি!

* * *

৭

মাতা নারী, ধাত্রী নারী, ভয়হরা দেবতারূপিণী,
নারীই শৃঙ্খলা বিশ্বে, মিষ্টরস, সৌন্দর্য-আধার!
নারীর মাহাত্ম্য মূঢ়! বুঝিলে না, তাই হাহাকার
আজি বঙ্গে গৃহে-গৃহে। বিধাতার মানস-মোহিনী
যে কবিতা, হে পুরুষ! তুমি তার শব্দমাত্র সার;
অক্ষরের শ্রেণী তুমি, নারী তার তাল ও রাগিণী!
যে নিশার অঙ্গে-অঙ্গে উছলয়ে অসীম সুষমা,
হে পুরুষ! তুমি তার কুন্তলের ঘোর অন্ধকার!
নারী তার তারারত্ন, ছায়াপথ শোভা-নিরুপমা!

রজনীগন্ধার হাস, শেফালির আনন্দ-সম্ভাব।
নারী তার—শান্তি, নিদ্রা, ঝিল্লিময়ী নূপুর-শিঞ্জিনী!
নারী তার পৌর্ণমাসী, জ্যোৎস্না-বন্যা, বিশ্ব-বিপ্লাবিনী!

*　　*　　*

১০

মোর নাম 'দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ,' তুষার-ধবল ;
কবি-চিত্ত-জলধি-মন্থনে আমি হয়েছি বাহির!
সেই অন্তরের সুরে,—কান পাতি, প্রাণ করি স্থির,
(শোন সবে!) সোঁ-সোঁ রবে, মনোহর, মৃদু কলকল,
বাহিরিছে নিরন্তর, ভেদি মোর রজত-শরীর।
ক্ষীরসাগরের আমি মহারত্ন, উদার, উজ্জ্বল,
সোদরা ভগিনী মোর জ্বল্‌-জ্বল্‌ মুকুতা-রুচির ;
লক্ষ্মী-ঝাঁপি-মাঝে ছিনু, চমকিয়া জলধির তল।
আমি আজি, দুহিতা-জনম-দিনে, বাজিব সুস্বরে ;
তোমরাও কর সবে 'জয় জয়', মাঙ্গলিক রবে।
কর সবে উলুধ্বনি! জাগাইয়া আনন্দ-উৎসবে,
কলকণ্ঠ হাসি-পাখি, হৃদয়ের নিকুঞ্জ সুন্দরে।
'দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ' বাজিতেছি আমি মহারোলে,—
হিল্লোলিত হোক্‌ বিশ্ব, দিশি-দিশি আনন্দ-কল্লোলে।

শিশুর স্তন্যপান

১

লোকে বলে অতুলনা কালিদাসী উপমা-
নিক্তিতে ওজন করে
দেখ দেখি ভালো করে,
বোঝা যাক্‌ কার কত উপমার গরিমা!
বলিহারি, বলিহারি,
মোর পাল্লা হল ভারী,
খর্ব গর্ব হয়ে গেল সর্ব-কবি-মহিমা!

২

'ওই দেখ প্রজাপতি বসে আছে কুসুমে-
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া, ·'

আত্মহারা, দিশেহারা,
চক্ষু বুজে, করবীর মুখ চুমে নিঝুমে!
কারো ঠাঞি, কোনো ঠাঞি,
ইহার তুলনা নাই ;
কে পারে দেখাতে এর উপমা নিখিলভূমে?'

৩

ও তুলনা মোর কাছে তুল না হে তুল না!
সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য লাগি,
আমি গো সর্বস্বত্যাগী ;
বিবাগী-বৈরাগী-সাথে কোরো না রে ছলনা!
রেখে তব রঙ্গ-ছল,
দুই চক্ষে দিয়ে জল,
শুদ্ধ-অন্তঃপুরে গিয়ে দেখে এসো সুষমা!
শুক্রতারা ক্রোড়ে লয়ে বসে আসে চন্দ্রমা!

৪

চুপ্! চুপ্! চুপে এসে, ওইখানে থাক বসে,—
জননী-উৎসঙ্গে শিশু দুগ্ধ খায় নীরবে ;
গৃহখানি গেছে ভরি পারিজাত সৌরভে!
অনুপম, অপরূপ! দেখিছ না? চুপ্! চুপ্!
দেখিছেন দেব সব এই দৃশ্য নীরবে!
এক স্তন হস্তে ধরি, অন্য স্তন মুখে পুরি,
চক্ষু বুজি!—ভৃঙ্গ যেন কমলের আসবে!
ফুল্ল বুক!—রাজা যেন বৈভবের গরবে!
আত্মহারা!—প্রজাপতি যেন পুষ্প-গরভে!
তুমিও গো চুপে এসে, এইখানে থাক বসে—
একটি প্রহর ধরি দৃশ্য দেখ নীরবে!—
ভাতিছে স্বর্গের আলো ওই দেখ পূরবে!

৫

লোকে বলে অতুলনা কালিদাসী উপমা—
নিক্তিতে ওজন করে,
দেখ দেখি ভালো করে
বোঝা যাক্ কার কত উপমার গরিমা!
বলিহারি, বলিহারি,
মোর পাল্লা হল ভারী,
খর্ব-গর্ব হয়ে গেল সর্ব-কবি-মহিমা!

নাগা-সন্ন্যাসী

১

ফ্রকে অঙ্গ মুড়ি দিয়া, আস্ত-সঙ্ বানাইয়া,
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?
নগ্নদেহে কুতূহলে, পরমহংসের দলে,
বেড়াস্ ও মুখ-পদ্ম সদা বিকাশি ;—
তৃপ্ত হয় মোর দুটি আঁখি উপাসী।
কি কব দুঃখের কথা, খাইয়ে আঁখির মাথা,
তোর অঙ্গে দিল বস্ত্র রুচি-বিলাসী!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

২

বসন্তে ধরার প্রেম হয়ে উল্লাসী,
ফুটে উঠে ফুল হয়ে, সুখে উচ্ছ্বসি।
সেই সে গোলাপ ফুলে, উষারানী পরে চুলে ;
গোলাপের মুখে আর ধরে না হাসি!
—তেমতি তুইও মোর নাগা-সন্ন্যাসী।
সোহাগে হয়ে আকুল, প্রভাতে গোলাপ ফুল,
শিশিরেতে ঢল-ঢল, কহে সম্ভাষি,—
'পাখি-পুষ্প-লতারাজি, যে যেখানে আছ আছি
আমার হাসির ভাগী হও সে আসি।'
এত বলি ঢুলে পড়ে, নিজেরি রূপের ভরে,
পলে-পলে রাগ-ভরা দল বিকশি।
অলি এসে পড়ে ছুটে, পাপিয়া গাহিয়া উঠে,
অমনি পড়ে গো মোর নয়নে ফাঁশি!
তুইও গোলাপ ফুল নাগা-সন্ন্যাসী।
উষার অরুণ-ভালে, সন্ধ্যার নীরদ-জালে,
ইন্দ্রধনু মেঘমালে, কত তপাসি,
আঁখি মোর দিশেহারা, খুঁজে-খুঁজে হল সারা,—
গোলাপের জোড়া পেতে বৃথা প্রয়াসী।
গৃহে ফিরি এল শেষে আঁখি প্রবাসী!
হেরিয়াছি আঁখি চিরে, উঘারি উঘারি ধীরে,
ময়ূরের বর্হরাশি। এত তপাসি,
তবু আঁখি রয়ে গেল মোর পিপাসী!
কোন ঠাঁই, কারো ঠাঁই, সে গোলাপি রাগ নাই ;
রূপ-পূজা-পুরোহিত, আমি উদাসী,

হার মেনে গেছি আমি, করে নিকাশি!
কি কব হাসির কথা? সৃষ্টি-ছাড়া বাতুলতা!
হেন ফুল গৃহে আনি রুচি-বিলাসী।
সে গোলাপি কলেবরে রঞ্জিত রে থরে-থরে!
অপরূপ চিত্রকর, যশ-প্রত্যাশী!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

৩

সীমা কোথা মাধুরীর? মুক্তকেশী যামিনীর
উথলিয়া পড়ে, দেখ, জ্যোৎস্না-হাসি!
এ হেন উজ্জ্বল রাতি! জ্বালি তবু মোমবাতি,
আনিয়ে রাখিল হ্যাদে ভোগ-বিলাসী?
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

৪

রামপ্রসাদের গান—ভক্তি যেন মূর্তিমান্!
—তার শেষে আরো দুটি কলি বিন্যাসি,
দিল কে রে রস? আচ্ছা রুচি প্রকাশি!
কমলালেবুর রসে, হা অদৃষ্ট অবশেষে
চোটাগুড় দিল খোট্টা ডিম্নি-নিবাসী!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

৫

গীত গোবিন্দের সঙ্গে— দিল রে গাঁথিয়ে রঙ্গে,
উড়িয়া ভাষার ছন্দ কোন্ দোভাষী?
শিখিপুচ্ছ ছিঁড়ি হায়, সে গ্লানি সারিতে চায়,
মোরগ ফুলের গুচ্ছে মরি সাবাসি!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

৬

তুই রে ন্যাংটা ছেলে, ধূলি মেখে, হেসে-খেলে,
বেড়াস্ ও মুখ-পদ্ম সদা বিকাশি ;
তৃপ্ত হয় মোর দুটি আঁখি উপাসী।
কি কব দুঃখের কথা! খাইয়ে আঁখির মাথা,
তোর অঙ্গে দিল বস্ত্র রুচি-বিলাসী।
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

রানীর জোড় হাত

আমার মায়ের চক্ষে, এক কোণে হাসি-রাশি,
অন্য কোণে নয়নের লোর,
কহিলেন মোরে ডাকি— ঘোর কলি উপস্থিত ,
মেয়ের আক্কেল দেখ্ তোর!
'ঠাকুমা' 'ঠাকুমা' বলে, পয়সা নেয় কতো ছলে,
চুমো খায় জড়াইয়া গলা,
দাসীরে পাঠায়ে দিয়ে, সন্দেশ আনায়ে এই,
খায় দেখ একেলা-একেলা!
'এই দেখ্ মজা দেখ্' এত বলি হাত পাতি
মা আমার কহিলা রানীরে,
'আমারে সন্দেশ দাও'— রানী কিন্তু আধ-খানা
আপনার গালে দিল পুরে।
বাকি আধ-খানা নিয়ে, গলা মোর জড়াইয়ে,
মোরে রানী দিল খাওয়াইয়ে।
রানীর ঠাকুমা কন্— 'ঘোর কলি উপস্থিত,
বাপেরে চিনিল দেখ মেয়ে!'
এত বলি গৃহকর্ত্রী, কচি-কচি হাত ধরি,
কহিলেন রানীরে শাসায়ে,
'আমি বুঝি পর তোর? দুধে দাঁতগুলি সব
নোড়া দিয়ে দিব রে ভাঙিয়ে।'
ঠাকুমার তিরস্কার বুঝিতে পারিয়ে রানী,
টানি লয়ে কচি হাতদুটি,
জোড়হাত করি আহা! দাঁড়ায়ে ঠাকুমা-কাছে
কহে রানী 'জুঠ পাঁওরুটি!
শিশুর সে জোড়হাত, কৌশল কথার ছল,
নিরখিয়া কাকারা হাসিল ;
সতত-দয়ার্দ্র-চিত্ত, সরোজিনী পিসি তার,
কি ভাবিয়া নীরবে কাঁদিল।
একপাশে ছিল বসি, রানীর জননী তথা,
—বধূ মোর—হেমন্তকুমারী,
অমঙ্গল ভাবি হায়, তাহারও নেত্রকোণে,
দেখা দিল দুইবিন্দু বারি!
রানীর ঠাকুমা তবে, 'সাট্-সাট্' বলি আহা,
রানীরে তুলিয়া নিল কোলে!

কতোই সোহাগ-ভরে, কতোই আদর করে,
চুমিলেন বদন-কমলে।
সুধাইলা 'বল রানী, কোন্ সে আবাগি মাগি
জোড়হাত দিল শিখাইয়া?
বাঁজা হয়ে চিরকাল, আছে বুঝি ঘরে বসি?
দয়ামায়া গিয়াছে ভুলিয়া!'
হে পাঠক হে পাঠিকা, হেস না ব্যঙ্গের হাসি,
দরিদ্রের ঘরের কথায়।
শিশু যদি ঢেলা মারে, লাগে না গো সে প্রহারে-
জোড়হাতে বুক ফেটে যায়।—

খোকাবাবু

কহিলাম চুপি-চুপি, "ধরন তোদের
সকলি রহস্যময়! শিশু-রাজত্বের
ব্যবস্থা, আইন, বিধি অদ্ভুত সকলি!
কেন আকাশের পানে তাকায়ে কেবলি
করিস্ দেয়ালা? কেন পায়ের আঙুল
চুষিস্ অনন্যমনে? হায় রে বাতুল!"
কে যেন উত্তর দিল নীরব ভাষায়—
"স্বর্গ-অমৃতের স্বাদ ভোলা কভু যায়?
এখনও যায় নাই আলোকের নেশা ;
এখনও ঘোচে নাই আঁধার-কুয়াশা ;
এখনও চুষি-কাটি আর ঝুন্‌ঝুনি
সাধেনি তাদের কাজ—এখনও শুনি,
শিয়রেতে দেবশিশু বাজায় নূপুর,
নারদের বীণা বাজে মধুর-মধুর।
তাই শুনে গদ-গদ আহ্লাদে ভাসিয়া
করি গো দেয়ালা ; তাই থাকিয়া-থাকিয়া,
নীরবে চুম্বন করি আপন চরণ,
যখনি সে সুখস্মৃতি হয় গো স্মরণ।
উর্বশী অমৃত-বাটি আনন্দে ধরিত!
ইন্দ্রাণী সে সুধারাশি পিয়াইয়া দিত!"

ডাকাত

মহা-আস্ফালন করি, গৃহে যবে আইল ডাকাত,
কপাট খুলিয়া দিনু,—দিনু তারে ধনরত্নরাশি
যত ছিল, কিন্তু সে গো হাসি-হাসি, আসি অকস্মাৎ,
বুকে উঠি, দুটি বাহু প্রসারিয়া,—গলে দিল ফাঁসি!
তার কাছে ত্রস্ত হয় পরিজন, যত দাস-দাসী!
বর্গি যেন দেশে এল! "দস্যুরাজ" শিবাজী-সাক্ষাৎ!
ওরে দস্যু! আর কেন? ক্ষমা কর, জোড় করি হাত,-
হৃদয়-ভাণ্ডার খালি! সব তুমি লুটিয়াছ আসি!
ওরে শিশু! নাহি তোর ঢাল, খাঁড়া, শাণিত কৃপাণ ;
কিন্তু তোর দন্তহীন দু-অধরে ওই চারু-হাসি,
কাড়িয়া লয়েছে মোর ভালোবাসা-স্নেহরত্নরাশি!
তোর হাতে কি দুর্দশা! আমি এবে ভিখারি-সমান!
কেবা শোনে কার কথা! দস্যু মোর কেশরাশি ধরি,
হাসিতেছে খল্‌খল্‌—চারিধারে মুক্তা পড়ে ঝরি!

পরশমণি

না গো না, এ চক্ষু নয় সে অতুল মণি!
প্রেমই পরশমণি, জাদুকর-স্পর্শে যার
হয়েছে অমরাবতী মাটির ধরণী!
ইহারি পরশবলে অতুল রূপসী-সাজে
দাঁড়ায় যুবার পার্শ্বে শ্যামাঙ্গী রমণী!
ইহারি পরশবলে কৃষ্ণ ভৃঙ্গে ক্রোড়ে লয়ে
মদন-লাঞ্ছন মুখ নেহারে জননী!
ইহারি পরশ পেয়ে ত্রিভঙ্গের শ্যাম অঙ্গে
হেরে ত্রৈলোক্যের রূপ ব্রজবিহারিণী!
হে কবি, ইহারি বলে হেরিয়াছ বঙ্গ-ঘরে
ডেসি-লেসি ড্যাফোডিল্-কুসুম-লাঞ্ছন
বঙ্গনারী-পুষ্পরাজি বিশ্বে অতুলন!

নববর্ষের প্রতি

১

অশোকের বীরবোলী দোলে তব কানে!
বালার্কের ফোঁটা তব ভালে।
কে গো তুমি দাঁড়াইয়া, বিজন উদ্যানে?
হাসিরাশি নয়ন-বিশালে!
পীত ধড়া, পীত তনু, অধরে বাঁশরি,—
কি গাহিছ, হে কুহকি, প্রাণ-মন হরি?

২

অপূর্ব এ বৃন্দাবন সৃজিলে নিমেষে,
কে গো তুমি দেব বংশীধারী!

মুরলীর গান-রসে　　　　আনন্দ-আবেশে,
মুগ্ধ-স্তব্ধ যত নরনারী।
আম্র-মুকুলের মালা　　　　দোলে তব গলে!
সুরভি-বকুল-বাস নিশ্বাসে উথলে।

৩

বংশীর সুধার ধারা　　　　গলি-গলি পড়ে,—
কি হরষ, হে নব-বরষ!
ধরিত্রীর মুখে আজি　　　　আনন্দ না ধরে,
পেয়ে তব মঙ্গল-পরশ!
শ্যামাঙ্গী, প্রবীণা-ধনী, প্রাচীনা-অবনী,
স্পর্শে তব, গৌরবর্ণা, তরুণা-রমণী।

৪

অসাড় বাঙালি-প্রাণ　　　　শ্লথ এ রুধির,
হে কুহকি, শুনি তব গান,
জাগিয়াছে সাধ প্রাণে,　　　　হয়ে ভক্তবীর,
সাধিবারে বঙ্গের কল্যাণ।
ভক্তি-দুর্গাপূজা-পর্বে,　　　　সুপুত্র সাজিয়া,
পূজিব মাতুল পদ, পুলকে মাতিয়া।

৫

হে বরষ, শত হস্তে উদ্যমের লাঠি,
শত হস্তে উৎসাহের ঢাল,
সাজাইব পূজা-মঞ্চ, অতি পরিপাটি,
পরাভক্তি-দেবীর ছাবাল!
হে বরষ, তোমার ও বৈশাখী পরশে,
নিদ্রিত বঙ্গের প্রাণ জেগেছে হরষে!

চাঁদ

হে সুধাংশু, হেরি তব শোভা-নিরুপম,
কি ভাব যে উথলে এ চিতে,
হায় গো বোবার সুখ-স্বপনের সম,
বাক্যে তাহা নারি প্রকাশিতে।

সুনীল সাগরে তুমি সোনার কমল!
আনন্দ-নির্ঝরে তুমি শোভার উৎপল!
তোমার সৌন্দর্য-গৃহে বসি, সুধাকর,
প্রাণ ভরি সুধা করি পান,
জ্বালা-তৃষ্ণা দূরে যায়, জুড়ায় অন্তর,—
ভরি যায় দাব-দগ্ধ প্রাণ
ফলফুলময় মরি তরু-লতিকায়!
হে কুহকি, কি কুহকে ভুলালে আমায়!
সাধে কি কুমুদী হাসে হেরিয়া তোমায়?
শিখা-পুচ্ছে নাহি হেন রূপ!
সাধে কি হে স্বর্ণ-পদ্ম তোমারেই চায়,
শিশু-আঁখি-ভ্রমর লোলুপ?
মার কোলে শিশু হাসে, বাহু পসারিয়া!
পিয়ে যাদু মনোসাধে, অমিয়া ছানিয়া!
কি আনন্দ! জলধির তরঙ্গ যেমন,
নেচে উঠে হেরিয়া তোমায়,
চন্দ্র, তব চন্দ্রমুখ করিয়া দর্শন,
চিত্তে মোর হর্ষ উথলায়!
হে সুধাংশু, মম চিত্ত-বনরাজি-গায়,
তোমার ও জ্যোৎস্না-হাসি কি অপূর্ব ভায়!
হে শশাঙ্ক, হেরি আজি ও মধুর রূপ,
কি বলিব? কি বলিব আমি?
আজি যেন হেরিতেছি—একি অপরূপ!
শতচন্দ্র! অখিলের স্বামী
শতচন্দ্র রূপ ধরি, হাসিয়া হাসিয়া,
দেহ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি লইল কাড়িয়া!
আহা কি মধুর রূপ! এই বেশে, হরি,
এসো নিত্য এ চিত্ত-আকাশে!
হৃদয়ের অন্ধকার গেল সব সরি,
তোমার ও লাবণ্য-প্রকাশে।
পাগল চকোর-সম, উধাও হইয়া,
পিব আমি, পিব আমি, ও রূপ-অমিয়া!

হরিদ্বার

১

হেরিলাম হরিদ্বারে, ব্রহ্মকুণ্ড, হরির চরণ,
মায়াপুরী, মায়াদেবী, কনখল্, দক্ষ প্রজাপতি।
হেরিনু শ্রবণনাথে ভক্তিরসে রঞ্জিয়া নয়ন ;
চণ্ডী পাহাড়ের শিরে চণ্ডিকার অপূর্ব মুরতি।
শঙ্খধ্বনি, দেবার্চনা, ওম্ ধ্বনি, উদার ভারতী,
শুনিলাম পথে-ঘাটে সুমধুর "নমোনারায়ণ"!
দেবকন্যা শান্তিহাসে। যোগিনেত্রে কি বিচিত্র জ্যোতি।
মঠগুলি কি সুন্দর! কোথা লাগে দেবেন্দ্র-ভবন?
কল কল তর তর যান গঙ্গা, বাজায়ে কিঙ্কিণি,—
এ সুন্দরী নগরীরে ভুজপাশে মেখলিত করি।
গিরিকুঞ্জে কি উৎসব! বিহঙ্গেরে বিহঙ্গিনী মরি,
শুনাইছে কলকণ্ঠে-মনানন্দে, মোহিনী-সোহিনী।
বসুধার চারু-বক্ষে, হরিদ্বার স্বর্ণ-হারাবলী।
সৌন্দর্য-নির্ঝর আহা চারিধারে পড়িছে উছলি!

২

সৌন্দর্য বিভোর হয়ে—প্রাতে যবে দেবের অর্চন
হয় শত দেবালয়ে, চারিধারে শঙ্খঘণ্টা বাজে,
গঙ্গাতীরে বসি ধীরে, ভাবি আমি বিস্ময়ে মগন
একি রূপ মরি-মরি! কোন্ র‍্যাফেলের বর্ণ-সাজে,
পুলকে জাগিল ছবি সুফলকে বিশ্বে অতুলন?
লাজে হারে কাশী-কাঞ্চী। দেবের মালঞ্চ যেন রাজে
এ তো গো নগরী নয়। কল্পনার কুঞ্জবন-মাঝে
সুকবি হেরেছে যেন অপরূপ সৌন্দর্য-স্বপন।
সৌন্দর্যের চির-উপাসক আমি। আঁখি মুদে আসে!
কেবা হরি? কেবা হর? নাহি থাকে নাম-রূপ-জ্ঞান
পলকে-পলকে আসি, ঝলকিয়া, নেত্রপটে ভাসে
সুন্দরের শত মূর্তি! শত নেত্রে করি আমি পান
সেই লাবণ্যের ধারা!—সুন্দরের চরণ-বাহিনী,
সৌন্দর্যের পূত গঙ্গা, হের, ধায় সাগরবাহিনী।

প্রথম চুম্বন

১

না জানি কি নিধি দিয়া গড়িল চতুর বিধি,
প্রথম চুম্বন!
কুহরিয়া উঠে পিক,
শিহরিয়া উঠে দিক্,
ভরে যায় ফল-ফুলে শ্যামল যৌবন ;
বনতুলসীর গন্ধে,
বায়ু হয় মাতোয়ারা ;
বিটপির গায়ে-গায়ে চাঁদের কিরণ!

২

অজানা সুরভি-ঘ্রাণে,
কি জানি কি জাগে প্রাণে,
কোকিলা ঝঙ্কার ছাড়ে মাতায়ে ভুবন!
কি জানি কি মেঘ হেরি,
চঞ্চলা ময়ূরী নাচে,—
আবেশে প্যাখম তুলি অঙ্গের দোলন!
অজানা সুরভি-ঘ্রাণে,
কি জানি কি বাজে প্রাণে,—
আগ্রহে দম্পতী করে প্রথম চুম্বন!

৩

কে আনিল আলোরাশি হৃদয়-আঁধারে?
অধরের ফাঁক দিয়া,
জ্যোৎস্না পড়ে উছলিয়া,
দম্পতির শয্যার আগারে!
রঙিন্ বার্‌নিস্ পেয়ে, খাট্‌পালা হেসে উঠে!
কে রে এ চতুর কারিগর?
দেয়ালের চিত্রগুলি আবার নূতন হল!
কে রে সুনিপুণ চিত্রকর?
কনক-পারদ লেগে, মলিন দর্পণ খানি
ধরিল কি অপরূপ শোভা-মনোহর!

৪

নব-বক্ষে নব সুখ,
নব ধর্ম, নব যুগ,
নব শশী হেসে সারা প্লাবিয়া ভুবন।
জ্যোৎস্নার আবছায়ে যৌবন নেশার ঝোঁকে,
মধুর মধুর এই প্রথম চুম্বন।

ভালোবাসার জয়

বৃথা ও ঘৃণার হাসি, বৃথা ও কথার ছল ,
রবির কিরণ আমি, তুমি শালুকের ফুল।
বৃথা তব উপহাস, শানিত কথার শূল ,
রূপের পতঙ্গ তুমি, আমি শ্যাম দূর্বাদল।
জান না কি রবিরশ্মি যেই পুষ্পে গিয়ে পড়ে,
সেই পুষ্প হয়ে যায় কিরণে কিরণময়?
জান না কি প্রজাপতি সেই পুষ্পে বসে উড়ে,
আহরিয়া তারি বর্ণ হয় গো সুবর্ণময়?
আমার সোহাগকুঞ্জে বসিয়া-বসিয়া তুমি,
ভুলে গিয়ে ঘৃণা-হাসি, কণ্ঠমণি হবে ধনি।
জান না কি, ভালোবাসা ধরার পরশমণি?
ঘৃণার নিজত্ব হবে দিবানিশি চুমি-চুমি।
আজি তুমি মন-সাধে, হেসে লও ঘৃণা-হাসি ,—
কালি এ বক্ষেতে শোবে আপনা-আপনি আসি!

বঙ্গ-বধূ

আজি কত হাসি-খুশি! আমার বদনে
এত চাও, তবু যেন নাহি উঠে মন!
সেই বালিকার কথা নাহি কি স্মরণে,
থমকি-চমকি সেই মুদিত নয়ন?
আগে কত কাঁদাকাঁদি! কত সাধাসাধি!
পড়িলে দীপের ছায়া উঠিতে শিহরি!
আজি শুধু হাসাহাসি! গলে বাঁধাবাঁধি!

প্রদীপ জ্বালিয়ে কাটে সারা বিভাবরী!
দুপুরে যে কলিগুলি (চাও আঁখি মেলি!)—
তুলি এনে, ভেবেছিনু ফুটিবে না আর,
শাখী-ছাড়া, পাখি-হারা, (একি চমৎকার!)—
সায়াহ্নে ফুটিয়া তারা হয়েছে চামেলি!
এমনি কি বৃন্তচ্যুত কুসুম-কলিকা,
স্বামী-গৃহে, ফুটে উঠে নবোঢ়া বালিকা!

তুমি

'কোথা তুমি? কোথা তুমি? কোথা তুমি?' বলি,
জীবনের দীর্ঘ দিবা করি পর্যটন!
আমারি কণ্ঠেতে দোলে নব রত্নাবলী,
'কোথা হায়' বলি তবু করি অন্বেষণ!
কস্তুরি-সৌরভাকুল মৃগের মতন,
হে বাঞ্ছিত! তোমা লাগি ছুটিয়া-ছুটিয়া,
ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে, প্রদোষে ফিরিয়া,
হেরিলাম, গৃহে শোভে অমূল্য রতন!
এসো, তোমা চিনিয়াছি শৈশব-সঙ্গিনী,
কূলে-কূলে জলখেলা তোমাতে-আমাতে,
ফুল-তোলা, তারা-গোনা, বাসন্তী নিশাতে,
ছাদেতে, চাঁদনি-রাতে শৈশব-কাহিনী!
এইসব স্মৃতিপুষ্প অঞ্চলেতে ভরি,
তুমি আছ দ্বারে বসি ; আমি ঘুরে মরি!

মালিনী

খোঁপায় গোলাপ-চাঁপা দিলাম বসায়ে ;
গলে পরাইয়া দিনু মালতীর মালা ;
সিঁথিটি অশোক পুষ্পে দিলাম সাজায়ে
দু-করে পরায়ে দিনু অতসীর বালা
উরস-কলস যুগে নাগেশ্বর-হার,
হেসে-হেসে সযতনে দিলাম জড়ায়ে ;

শ্রীভুজে গোলাপ-পদ্ম দিলাম ধরায়ে ,
কাঞ্চ নেব চন্দ্রহারে মরি কি বাহার।
দুইটি কদম্ব নিয়ে কর্ণে দিনু দুল—
তারপর, ধীরে ধীরে, থোকা-পুষ্প দিয়া,
সুন্দরীর চারু-অঙ্গ দিনু সাজাইয়া,
লোচন-ভ্রমর-যুগে করিয়া আকুল!
আমার এ রূপতৃষ্ণা, হইয়ে মালিনী,
মালঞ্চের মধ্য-ভাগে বসিল ভামিনী।

সাঁজের প্রদীপ

১

নেত্রে হাসি, হস্তে দীপ, এসো গো রূপসী।
হল মোর শয্যালয়, কুমুদ-কহ্লারময় ,
ছেয়ে গেল নিশিপদ্মে চিত্তের সরসী।
হের দেখ, হাসি-হাসি, দিল মোর কাছে আসি,
একরাশি ফুলরাশি কল্পনা রূপসী।
অধর্ম পাইল ভয়, পুণ্যের হইল জয়,
হেরি সখি নিশিমুখে তব মুখশশী।

২

গৃহ-রাজত্বের চির বিজয়ী অধীপ!
অসাধ্য হইল সাধ্য, পুরুষ হইল বাধ্য,
জয়-জয় নারী তব সাঁজের প্রদীপ!

৩

মধুনিশি—জ্যোৎস্নালোক—লালেলাল স্ফুটাশোক,
কি কাহিনী কানে তব কহিল মোহিনী?
তাই ও ভালের টিপ্, তাই ও সাঁজের দীপ,
আভাষে প্রকাশ করে অশোক-কাহিনী!
তুমি কি নিজের আঁখে, পরীদের ক্ষুদ্র কাঁখে,
হেরিয়াছ কুঞ্জবনে জোনাকি-গাগরি?
হেরি তোমা, হর্ষে সারা, নিশান্তে কি শুক্রতারা,
ঢালি দিল প্রাণে তব আলোক-লহরী?

৪

নিশি ভোর হয় হয়,-- তুমি সখি সে-সময়,
আলোকে দাঁড়ায়েছিলে, করে ফুলসাজি।
শিবের পূজার তরে, শ্রদ্ধাভরে-হর্ষভরে,
বাছি-বাছি তুলে নিলে ফুল্ল ফুলরাজি।
হেরি ও নবনধারা, জ্যোৎস্না হাসিয়ে সারা,
লুটায় চরণে তব, শেফালি-ছায়ায়।
চন্দ্র ডাকে 'আয় আয়'। জ্যোৎস্না আর কি যায়?
ঝাঁপাইয়া ক্রোড়ে তব, পশিল হিয়ায়।

৫

সহসা কৌস্তুভমণি হাসিল হৃদয়ে।
সহসা ফুটিল পদ্ম মানস সরসে।
সহসা 'উপমা' আসি, জ্যোতিশ্ছটা পরকাশি,
বরষিল ভাবরাশি, কবির মানসে!
লাবণ্য উথলে দেহে, ইন্দিরা পশিলা গেহে--
হাসিয়া উঠিল গেহ চরণ-পরশে!

অপূর্ব কণ্ঠস্বর

১

একি মনোহর স্বর! কণ্ঠস্বর একি?
তমসা-তটিনী-তটে, কবির মানস-পটে,
ছন্দের ঝঙ্কারে নাচে কবিতা-নর্তকী!
জ্ঞান হয়, কলতান, বুঝি কি ধরেছে গান,—
স্বরেতে মিলাতে স্বর, সাধ যায় সখী!
দূর বাঁশরির তান, বিস্মৃত স্বপন-গান,
মনে পড়ে হিয়া-মাঝে কত-কি কত-কি
জলযন্ত্রে দিয়ে দোলা রঙ্গিণী-দামিনী-বালা,
ঢালি দিল সুধারাশি জুড়াতে চাতকী।

২

কি মধুর ওই তোর কণ্ঠস্বর সখি।
কি জাদু জড়ানো তায়! কি মধু মাখানো হায়!
হর্ষে ভরা নরনারী উঠিল পুলকি!

চিত্তবিরহিণী-ধনী যেন সে নয়নমণি
পেয়ে ওই, রবে তোর দাঁড়াল থমকি।

৩

আবার-আবার তুমি কথা কও সখি
বিদেশে স্বজন মুখ হেরিলে উদ্দাম সুখ
হয় যথা, দীপ্ত হর্ষ উঠিল ঝলকি।
চির-ভগ্ন মনোরথ, আশার সুসার পথ
হেরি যথা, অকস্মাৎ উঠে গো চমকি,
একি স্বর মনোহর। আনন্দের কলেবর,
মঙ্গল-কলসি সম, উঠিল ছলকি।

৪

একি সুধা কণ্ঠে তোর, মদন বিহগি।
কোন পুষ্প-বিছানায়, শুইয়া মলয় বায়,
অনিল সুরভি-শ্বাস, হইয়ে কুহকী?
মুখরিত-অলিপুঞ্জে কোকিল-কূজিত কুঞ্জে,
ভ্রমিয়াছে সারাদিন বুঝি সে কুহকী?
প্রাণমন হর্ষে ভোর, মূরছি পড়িছে মোর
আবার ও কণ্ঠস্বর। একি মোহ। একি।

৫

ধন্য স্বর। জয়-জয়। কে যেন গো (বোধ হয়)
গীতগোবিন্দের শ্লোক উচ্চারিছে সখি।
অথবা সুকণ্ঠে গায় 'মদন ভস্ম' অধ্যায় ,
নত-জানু সানু-শিবে অতনু কুহকী।
আম্রের মুকুল-ঘ্রাণে, কামের অমোঘ বাণে
অলিকুঞ্জ গুঞ্জরিল। চাহিল চমকি
বনলক্ষ্মী : একি সুধা। একি কণ্ঠ, সখি।

কবির প্রতি উপদেশ

১

তুমি কি ভেবেছ, বসি নিজ গৃহ-কোণে,
টবের কুসুমগুলি তুলি,
মন-সাধে, আনমনে, মুদ্রিত নয়নে,

কবিকুঞ্জে হইবে বুলবুলি?
হে কবি, সে মূল কথা গিয়াছ কি ভুলে?
যশ-সোমরস শুধু হয় বনফুলে।

২

তুমি কি ভেবেছ, মন করিবে হরণ,
ভাঙা-ভাঙা আধা-আধা সুরে?
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে, সঘনে যমন
রূপ-ভারে ঢলে-ঢলে পড়ে,
নয়ন কহিবে কথা, তবে সে বনিতা!
যমক ভগিনী ওরা, বনিতা, কবিতা।

৩

শুদ্ধচিত্তে, কায় মনে, কবিতা রচিবে
দূর করি চিত্তহারা খেদ—
কবি-প্রাণ-ধনুকেতে জ্যা-নির্ঘোষ হবে,
তবে গিয়া হবে লক্ষ্যভেদ।
ছুটিবে শব্দের তীর ভেদি তমোজাল,—
দ্রৌপদী পশিবে রঙ্গে হাতে স্বর্ণথাল!

৪

তোমার চিত্রশালায় থাকে যদি কবি,
দেব-দত্ত প্রতিভা-তুলিকা,
হও কবি, ক্ষতি নাই ; চন্দ্র, তারা, রবি,
ফল-ফুল, তরু ও লতিকা,
নর-নারী-ময় এই বিশ্ব-রঙ্গভূমি,
আঁকিতে, সাজিতে পার ; কামরূপী তুমি?

৫

তাহা যদি নাহি থাকে, বিয়োগিনী-ছন্দে
গাও যদি মিলনের গীত,
কালের সহিত তবে মিছামিছি দ্বন্দ্বে
কেন কর মরম ব্যথিত!
জান না যে পারিজাত শোভে দেব-গলে,
আরোহি দৈত্যের গলে ফণী হয়ে দোলে?

৬

তব সুখে সুখী হয়ে, তব দুঃখে দুঃখী,
সংসার বলিবে বারংবার—

'হাসালে, কাঁদালে, এ যে বিচিত্র কুহকী।
দেবতুল্য মুরতি ইহার।'
লয়ে পুষ্প রাশি-রাশি, হে কবি, তখন আসি,
কাল-দৌবারিক, চুম্বি চরণ তোমার।
খুলিবে তোমার লাগি অনন্তের দ্বার।

অদ্ভুত অভিসার

মাধবের মন্ত্রসিদ্ধ মোহন মুরলী
ধ্বনিল রাধার চিত্ত-নিকুঞ্জ মোহনে ;—
অমনি রাধার আত্মা দ্রুত গেল চলি
শ্যামতীর্থে, শ্যামাঙ্গিনী যমুনা সদনে।
গেল রাধা, তবে ওই মন্থর গমনে
মঞ্জুল-বকুল-কুঞ্জে, কে যায় গো চলি?
আকুল দুকুল, ম্লান কুন্তল, কাঁচলি,
ঘুম যেন লেগে আছে নিঝুম লোচনে।
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া। টানে তরুদল
লুণ্ঠিত অঞ্চল ধরি। মুখ পদ্মোপরি
উড়িয়া বসিছে অলি গুঞ্জরি-গুঞ্জরি,
বিহ্বলা মেখলা চুম্বে চরণের তল।
আগে আত্মা, পরে দেহ, যাইছে তুহার,
রাধিকারে, বলিহারি তোর অভিসার।

দোলন চাঁপা

১

হে চির-সুন্দর ছবি। উন্মীলি নয়ন,
বন্দি তব রাতুল চরণ,
মালঞ্চে পশিনু যবে আনন্দে মগন,
হেরিলাম সকলি মোহন!
যে ধারে ফিরাই আঁখি,— অমিয়ার ধারা
রত্নের বেদির মাঝে শোভার ফোয়ারা!

২

কুন্তলে মোহন চাঁপা, সিঁথিতে রঙ্গন,
মুচকিয়া হাসে উষারানী ;
পাণিতলে ফুটন্ত গোলাপ অতুলন!
আহা! রাঙা চরণ দুখানি
পূজিতে, শিউলি আর কামিনী ঝরিছে,—
কি সৌরভ! যেন ধূপ-গুগ্‌গুল জ্বলিছে!

৩

হেরিলাম, একধারে, হাসিছে ডালিয়া,—
সোহাগিনী বিলাতী কুসুম ,
প্রজাপতি-পাখা-সম চারু-সর্বজয়া !
গৌরী-প্রেমে আনন্দে নিঝুম
হাসে শত রক্তজবা,— মৃদুল-সৌরভ,
শোভা পায় ফ্রাস্‌শিস্‌সিয়া উদ্যান-গৌরব।

৪

নারীমাঝে রম্ভা যেন ফুটিছে চামেলি,—
নিজ গন্ধে নিজেই আকুল!
প্রগল্‌ভা ঝুমুকা হাসে করি রঙ্গকেলি,
উষা যেন পরিয়াছে দুল!
সারা রাত্রি যামিনীরে প্রদানি আসব,
নিশিগন্ধা কান্ত্যা এবে, তবু কি বৈভব!

৫

নব দূর্বাদলোপরি ল্যাভেন্ডার-চাঁপা,
প্রৌঢ়া-সম, অবাধে হাসিছে!
তীব্র গন্ধে, অলিবৃন্দ আলাভোলা, খ্যাপা,
গুঞ্জরিয়া, আনন্দে বসিছে
ঝাঁকে, ঝাঁকে, মধুপাত্রে ; হরির চরণে
ভক্ত ভৃঙ্গ লিপ্ত যথা, ক্ষিপ্ত গুঞ্জরণে।

৬

মোহিনী অপরাজিতা হাসিছে সুহাসি,
চারিধারে নীলিমা প্রকাশি ;
রূপ-গরিমায় ভোর, ফুল রাশি-রাশি,
ঢলে পড়ে, লাবণ্য বিকাশি।

একপাশে তুই শুধু.— গন্ধ অতি মৃদু,
রে দোলন চাঁপা! কেন লুকাস ও মধু?

৭

শুভ্র বাস, শুভ্র দেহ। ও রূপের তুল
কোথা পাব, আহরি উপমা?
বঙ্গ গৃহে যেন বালবিধবা অতুল,
তপস্বিনী, দেবী নিরুপমা।
হাসি-হাসি। ফল্গু যেন নয়নের কোণে,
বহে যায়, দিবা নিশি, গোপনে, গোপনে।

৮

নিশাশেষে, তুই যেন পাণ্ডুর চন্দ্রমা,
সীতা যেন অশোকের বনে।
গোবিন্দ-বিরহ ব্রত পালে যেন রমা,
মহাদুঃখে, বারুণী-ভবনে।
ম্লান প্রদীপের জ্যোতি সমাধি-উপরে,
তুই ফুল। হেরি তোরে অশ্রুবারি ঝরে।

৯

আঁধারে মানিক তুই। যেন অলকায়
বিরহিণী যক্ষ বিমোহিনী।
গৌরীশৃঙ্গে তুই যেন মগ্ন তপস্যায়,
উমারাণী, হিমাদ্রি-নন্দিনী।
ক্ষীণ আশা জ্যোতি সম ঘোর নিরাশায়,
রে দোলন চাঁপা। তোর ও মূরতি ভায়।

১০

ঘোর কলুষিত চিত্তে অনুতাপ আসি,
হয় যথা ঈষৎ উদয়।
শ্মশান-বৈরাগ্য যেন— মুহূর্তেক হাসি,
ভক্তি যথা হৃদি উজলয়!
সীতারে বিসর্জি যেন সোনার প্রতিমা!
শেষ-রাত্রে, মিটি-মিটি দেয়ালি-গরিমা।

১১

নিকষে কনকরেখা, কজ্জল নিশায়
যেন ম্লান তারকার ভাতি!

চিরবিরহিণী, নাথে পাইয়া নিদ্রায়,
আনন্দে পোহায় যথা রাতি!
সারাদিন হো-হো করি, কাটায়ে জীবন,
দিনান্তে, মুহূর্তকাল হরি-সঙ্কীর্তন!

একথাল মিষ্টান্ন

১

সোদরা-সাদৃশি অয়ি, গীতিময়ী, প্রীতিময়ী,
আদরিণী শরৎকুমারী।
একথাল এই তব, সুমধুর, অভিনব,
মিষ্টদ্রব্য—কি বিস্ময়কারী!
ওগুলি কি 'মতিচুর'? কোথা লাগে কোহিনুর!
'পুরকান্তি', হেমকান্তি-হারা ,
'সিঙাড়া' অমৃতে গড়া, যেন ভারতে ছড়া!
যেন 'গীতগোবিন্দী' ফোয়ারা!

২

কহিতে না পারি লাজে, আনন্দে শরীর-মাঝে
কদম্বপুলক উপজয়!
কহিতে না পারি লাজে, আমার রসনা-মাঝে
অকস্মাৎ ফল্গু-নদী বয়!
লুব্ধ-মুগ্ধ হয়ে চাই!— চিত্তে তবু ক্ষোভ পাই ;
চন্দ্রসম বিমল, উজ্জ্বল।
এ-হেন রতন-রাশি, কেমনে ফেলিব গ্রাসি?
থাক জিহ্বা! হস্ নে চঞ্চল!

৩

এমনি স্বভাব মোর! হের যদি চিত্তভোর,
তরুকোলে কমনীয় ফুল,
একদৃষ্টে, তার পানে, পিপাসিত দু-নয়ানে,
চেয়ে থাকি, আনন্দ-আকুল!
কর মম নাহি সরে, কুসুমেরে সমাদরে,
তরুশাখা হইতে তুলিতে।
সৌন্দর্য-বিভোর হই, একদৃষ্টে চেয়ে রই।
এঁকে লই ভাবের তুলিতে।

৪

দুটি নেত্র করে মানা!   কি চঞ্চল এ রসনা!
'খাও-খাও', বলে বার-বার।
জ্বলিল জঠর-অগ্নি,   কি আর বলিব ভগ্নি,
নয়ন মানিল শেষে হার!
বিশ্বজয়ী রসনার   পরামর্শ চমৎকার,—
আঁখি দুটি চুপে বুজিলাম!
রাশি-রাশি মিষ্টরাশি   বদনে ফেলিনু গ্রাসি,—
আহা কি আনন্দ পাইলাম!

৫

তখন বুঝিনু সুখ!   কি আনন্দ, কি কৌতুক
উপজিল, মুখে আর বুকে!
পিয়ে সেই মকরন্দ,   নেত্র-রসনার দ্বন্দ্ব
একেবারে গেল কোন্ চুকে।
শীতকালে, নদীতীরে,   দাঁড়াইয়া নদী-নীরে
নামিবারে, মন নাহি সরে!
শেষে কিন্তু ডুব দিয়া,   তনু উঠে পুলকিয়া!
তেমনি আনন্দ এ অন্তরে।

৬

আদরের পেস্তা দিয়া,   সোহাগ-বাদাম দিয়া
আর যতনের কিস্‌মিস্
জাদুকরী-কুহকিনী,   গুণময়ি হে ভগিনী,
গড়েছে এ সুন্দর জিনিস!
বাসরে সুন্দরী-কুঞ্জে   কবে কোন্‌কালে ভুঞ্জে
ছিনু আমি, গীতি-সুমধুর!—
সে সংগীত পড়ে মনে,   হাসি খেলে দু-নয়নে,
আস্বাদি এ মিষ্ট মতিচুর!

৭

হে ভগিনী জাদুকরি,   নূপুর-শিঞ্জিনী পরি,
শয্যা ছাড়ি, প্রাতে, অতি ভোরে,
ক্ষীর-সাগরেতে গিয়া,   আসিয়াছ ডুব দিয়া,
তুমি বুঝি স্বপনের ঘোরে?
নন্দন-কাননে গিয়া,   কল্পশাখা দোলাইয়া,
তুমি বুঝি পেড়েছিলে ফুল?

ভুলেছিলে পারিজাত? তাই এত মিঠে হাত,
কুসুম-সৌরভে সমাকুল!

কল্পনার প্রতি কবির উক্তি

১

বলো, বলো, দেবকন্যা, আমার উপরে
কেন এতো দৌরাত্ম্য তোমার?
প্রসাদ দিবার এসো দয়া করে,
তবে কেন মুখ ভার-ভার?
অপরের চিত্তগৃহে মন্থর গমনে যাও,
মৃদুল কৌমুদী-রূপ ধরি!
ধরিয়া বিদ্যুৎরূপ, কেন এসো মোর চিত্তে?
চমকি, প্রাণের রাজ্য কাঁপে থরথরি!

২

অপরের চিত্তবনে ধীরে ফোটে ফুল
ছিল যাহা পরাগের রেণু,
রবি-কর পিয়ে-পিয়ে, হয় সে মুকুল,
সুধীরে প্রকাশে ফুল-তনু।
হায় কিন্তু মোর চিত্তে, হিমাদ্রি-শিখরে যেন
অকস্মাৎ বসন্ত-সঞ্চার!
পল্লবে, মুকুলে, ফুলে, নুয়ে পড়ে তরুলতা!
মুহূর্তে একি গো রঙ্গ! মর্ম বোঝা ভার!

৩

অপরের পার্শ্বে যাও, যেন শিশু-মণি,
সাঁওতাল-প্রসূতির কোরে!
প্রসব-যন্ত্রণা-ব্যথা জানে না রমণী!
ভাগ্যবতী পুত্রমুখ হেরে!
এসো কিন্তু মোর পাশে, কেন এ ভয়াল বেশে?
আত্মা মোর তোলপাড় করি!
যেন ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া, ওম্ শব্দে নিঃসরিয়া,
উরিলা ব্রহ্মার কন্যা, দেবী বাগীশ্বরী!

৪

অপরের চিত্তে যাও, বিচিত্র উদ্যানে
যেন কোন সুন্দর ফোয়ারা!
রবির কোঁচড় হতে ছোট-ছোট ইন্দ্রধনু
কাড়ি লয়, প্রতি জলধারা।
এসো কিন্তু মোর চিত্তে নাএগ্রা প্রপাত-মতো
গঙ্গোত্রির গঙ্গার মতন!
আছাড়ি আছাড়ি পড়ে, ভীষণ তরঙ্গরাশি!
টলমল্-টলমল্ হিমাদ্রি-ভুবন।

নিদাঘের ডালি

গুমট্

একখণ্ড মেঘ আসি, ছেয়েছে গগনে।
রৌদ্র নাই, তবু একি পরানের জ্বালা।
আন্‌চান্ করে প্রাণ!—এই মাছিগুলা,
ভন্‌ভন্ করি উড়ে, বসিছে বদনে।
(মাতালের মুখে যেন।)—এত সন্তর্পণে,
তাল-বৃন্তে মুহুর্মুহু এত যে ব্যজন,
সকলি বৃথায় হায়! প্রাণের মরমে,
কে যেন করিয়া গেছে বৃশ্চিক-দংশন!
গামোছা ভিজায়ে আনো ; দেখিছ না দেহে
বহিতেছে ঘর্ম, যেন শ্রাবণের ধারা?
ছেলেগুলো জ্বালালে যে ; হাত-তালি দিয়া,
বারেন্দায় করে গোল, উন্মাদের পারা।
গুমটে মরিয়া গেছে চড়াই-শাবক—
টানিছে চিৎকার-শব্দে তাহারি পালক।

প্রকৃতি

১

চিরদিন, চিরদিন, রূপের পূজারি আমি,
রূপের পূজারি!
সারা সন্ধ্যা, সারা নিশি রূপ-বৃন্দাবনে বসি,
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।
অধরে রঙ্গের হাস, বিদ্যুতের পরকাশ,
কেশের তরঙ্গে নাচে নাগের কুমারী!
বাসন্তী ওড়োনা-সাজে, প্রকৃতি-রাধিকা রাজে,
চরণে ঘুঙ্গুর বাজে, আনন্দে ঝঙ্কারি,—
নগনা, দোলনা-কোলে, মগনা রাধিকা দোলে,
কবি-চিত্ত-কল্পনার অলকা উঘারি!—
আমি সে অমৃত-বিষ, পান করি অহর্নিশ,
সংসারের ব্রজবনে বিপিন-বিহারী!
গীতের ঝঙ্কারে তোর, মাধুর্যের নাহি ওর ;
কি জাদু মাখানো আছে, যাই বলিহারি,
(তোর) কঙ্কণ-তাড়না-মাঝে, অয়ি বরনারি!

২

অয়ি বরনারি,
চিরদিন, চিরদিন, তুহারি পূজারি আমি,
তুহারি পূজারি!
ত্রিদিব-আনন্দময়ী, ষোড়শী রূপসী তুই,
তোরে হেরি দুঃস্বপন গিয়াছি বিসারি!
তুষ্ট ফণী পেয়ে ক্ষোভ, হলাহল-মোহ-লোভ
ভুলিয়াছে! মুক্তকর, ছিলাম প্রসারি,—
কি আশ্চর্য! একি হেরি, নয়ন বিস্ফারি?
জ্বল্-জ্বল্ দীপ্তি ভায়! দু-চক্ষু ঝলসি যায়,—
মুগ্ধ ফণী দিল মোরে মাণিক্য তাহারি।
আঁধার হইল দূর, বিশ্বে এল সুরপুর,
উর্বশী-মেনকা-রম্ভা যুগ্ম-কুলনারী,
যৌবনের ফুলদানি শোভে সারি-সারি।

৩

সঙ্গ-লিপ্সা, ভোগ-ইচ্ছা, মায়া মোহ সব,—
তুমি মম ঐশ্বর্য-বিভব!

অকূলে পেয়েছি কূল,   তুমি এবে অনুকূল,
জলধি-গর্জ্জন এবে হয়েছে নীরব!
প্রশান্ত এ বেলামাঝে,   তোমার সুমূর্তি রাজে
পঙ্কজবাসিনী যেন বারিধি-কুমারী!
কর দেবী এ আশিস,—   মহানন্দে, অহর্নিশ,
হে কবি-চিব-বাঞ্ছিত, তোমারি, তোমারি,
পারি যেন হইবারে প্রকৃত পূজারি!

রূপ-তৃষ্ণা

১

জীর্ণ বক্ষ, দীর্ণ প্রাণ, সৌন্দর্য-তৃষ্ণায় হায়,
রূপ-পিপাসায়!
দরশে মিটাতে চাই, পরশে জুড়াতে যাই,
বৃথায়-বৃথায় চেষ্টা, কণ্ঠতালু হায়
সে অন্বেষে, আরও গো শুকায়!
কুমুদ, কহ্লার ফোটে, উর্মিমালা নেচে উঠে,
হায় তবু শূন্য কুম্ভ শূন্য থেকে যায়!
প্রাণ যায় মৃগ-তৃষ্ণিকায়!

২

অহো আমি মাতোয়ারা মোহ-মদিরায়
ইষ্ট দেবতায়,
পর্বে-পর্বে পূজিয়াছি, পদতলে সঁপিয়াছি,
রাশি-রাশি অর্ঘ্য পুষ্প প্রভাতে, সন্ধ্যায়।
হেমকান্তি উষাকালে, সন্ধ্যারে সোনালি জালে,
হইয়াছি হর্ষ-দীপ্ত সে মুখপ্রভায়।
করে তার কর ঢাকি, গণ্ডে তার গণ্ড ঢাকি,
দেখিয়াছি! রূপ-তৃষ্ণা মিটানো কি যায়?
বিফল, বিফল সব, চাতক হয় নীরব ;
সিন্দূরিয়া জলধর আকাশে মিলায়,—
(মোর) দ্যুতি ফাটে রূপের তৃষ্ণায়!

৩

ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! নিশি জাগি, সে যবে ঘুমায়,
ছাদে পড়ি, ফুল্ল-জ্যোৎস্নায়,
তাহার মুখ মণ্ডলে, একদৃষ্টে কুতূহলে,
হেরিয়াছি নিশিপদ্ম কিবা শোভা পায়!
আরও যেন জ্যোৎস্নাভায়, চকোরেরা আরও ধায়,—
মঙ্গল মহিমা গান জ্যোৎস্নাপুরে ধরে!
কৌতূহলে লটপট পক্ষ দুটি ঝটপট,
রাশি, রাশি, দৃষ্টি অলি মুখে আসি পড়ে!
চকোর পলায়ে যায়, ক্রুদ্ধ ভৃঙ্গ শুধু পায়
হলাহল! ভাগ্যে তার একি হায় দায়,
প্রাণ যায় মধুর তৃষ্ণায়!

৪

সর্বনাশা , ভালোবাসা , দারুণ পিপাসা
ঘুচিল না হায়!
এই পিপাসার লাগি, নিশি কত জাগি,
সে যবে ঘুমায়!
দীপ জ্বালি, লয়ে বাতি, হেরি, করি আতিপাতি,
কি হীরা, কি কোহিনুর, সে আননে ভায়!
সে কেশ-জলদে কোন্ বিদ্যুৎ খেলায়!
মোহকর, মনোহর, হেরিয়ে ফুল্ল-অধর,
বুঝিবারে কি সৌরভ মাখা আছে তায়,
চুম্বিয়াছি আবেষ্টিয়া পাগলের-প্রায়!
এ কি এ মোহের নেশা! একি এ রূপের তৃষা!
প্রথম বরিষা-সিক্ত ধরণীর-প্রায়,
ছাতি ফাটে দারুণ তৃষ্ণায়!

৫

সর্বনাশা ভালোবাসা, দারুণ পিপাসা,
ঘুচিল না হায়!
তুলে তারে, লয়ে ঘাটে, শ্মশানে, জাহ্নবী-ঘাটে,
জ্বালিয়া প্রদীপ্ত বহ্নি, চাহিলাম হায়,
জানিতে সে রূপকান্তি কেমন দেখায়!
সে বর-বপুর মাঝে, কি দ্রব্য লুকানো আছে,
যাহে তনু উদ্ভাসিত লাবণ্য-ছটায়!
লক্‌লক্ জিহ্বা দিয়া, তনু তার পোড়াইয়া,

রাক্ষসী প্রকৃতি হাসি, কহিল আমায়।—
'বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-তত্ত্ব
বুঝিয়াছ হে উন্মত্ত!
ঘরে যাও! আর কেন মর পিপাসায়,
অগ্নিক্ষেত্রে, মৃগ-তৃষ্ণিকায়?'

শেষ চুম্বন

১

দাও দাও, বিদায়-চুম্বন।
জীবনের রত্নাগার একেবারে করি খালি,
অভাগারে ফাঁকি দিয়ে, মরণে দিতেছ ডালি।
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
লয়ে ও হীরার কুচি, চক্ষের সলিল মুছি,
দরিদ্র করিবে, সখি, জীবন-যাপন
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!

২

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
এ হেমন্তে দাও সখি, ফুল্ল-মালতীর মালা ;
পৌষের দুরন্ত শীতে রৌদ্ররাশি দাও বালা!
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
সবাই কাঁদিছে ভাই, তব মুখপানে চাই,—
মোর নাই অবসর করিতে ক্রন্দন,
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!

৩

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
ঘন-ঘোর বর্ষারাতে, কোথা পাব জ্যোৎস্নারাশি?
এ জলদে ছাড়ি দাও বিকট বিদ্যুৎ-হাসি!
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
পুলিনে দাঁড়ায়ে হায়, শীতে থরথর কায়,
সলিলে নামিব, সখি, মুদিয়া নয়ন!
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন।

৪

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
কে বলিল, গোধূলিতে, রবি গেলে, অস্তাচলে,
প্রভাতে ভাস্কর হয় অরুণ-উদয়াচলে?
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
সূর্যকান্ত-মণি-সম অধর-প্রবালে মম,
ভরি লব একরাশি কাঞ্চন-কিরণ!
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
দাও চিত্ত-মণিবন্ধে রাখির বন্ধন বাঁধি!
চির-বিরহের দিনে, বিরহের চির-সাথী,
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!

৫

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
একি! একি! একি গোল! একি রোদনের বোল
সব শেষ ; তারি সমাচার?—
দাও তবে প্রাণ-ভরা শেষ উপহার,
সুধা-হলাহল ওই চুম্বন তোমার!

চির-যৌবনা

আমার প্রতিভা আজি কাঙালিনী, হে শ্যামসুন্দর!
কবিতা-মালঞ্চ তার ভরপুর সৌরভে ও রূপে
নহে আর ; মাধবী-মণ্ডপ তার, মধুপে, মধুপে
নহে আর ঝঙ্কৃত ও অলঙ্কৃত! শুষ্ক সরোবর ;
ফোটে না, ফোটে না তথা একটিও পদ্ম-মনোহর
উপমার! ঝরি গেছে লতা-পাতা ; ওই দীন স্তূপে
ক্রোটনের পাতা কাঁপে ও (হায় তাকে কে করে আদর?)
কম্বল-সম্বল-হারা দরবেশ কাঁপে যথা চুপে!
হে বঁধু, হে প্রাণেশ্বর! নাহি খেদ, নাহি তাহে লাজ!
তুমি যবে আসিয়াছ, কি গো কাজ গোলাপি ভূষণে?
যুগান্তে পতিরে পেয়ে, বিরহিণী, ভুলি তুচ্ছ সাজ,
আলুথালু কেশপাশ, পড়ে নাকি রাতুল চরণে?
জানি আমি, হে স্বামিন্, তুমি মোরে করিবে না ঘৃণা,—
পতি-চক্ষে, প্রাণনাথ, প্রবীণা যে সু-চিরনবীনা!

অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা
১৯১৩

বসন্তে

১

অশোকে-চম্পকে আর কাঞ্চনে ও কুরুবকে
এ কি লো বাহার!
আইলা কি বৃন্দাবনে, বন্ধু মদনের সনে,
বসন্ত আবার?
মাখি কুবলয়-গন্ধ, বহে বায়ু মন্দ-মন্দ!
কি আনন্দ! কুঞ্জবনে চল সহচরি,
হেরিব গোবিন্দে আজি, দু-নয়ন ভরি!

২

বসাইল অলিকুলে মোহন পারুলে সই
কে লো থরে-থরে?
বসাইল পিককুলে, নাচাইল বুলবুলে,
কোন্ যাদুকরে?
শ্যামার মধুর তান কাড়িয়া লইছে প্রাণ!
কি আনন্দ! কুঞ্জবনে, চল সহচরি,
আনি চল রূপ-জল, ভরিয়া গাগরি!

৩

কি মধু মাখানো আছে, কি সুধা লুকানো ওই
কোকিলা-ঝঙ্কারে?
নিশিগন্ধা নিশ্বাসিল, কে যেন গো আশ্বাসিল
দুঃখিনী রাধারে!
বনতুলসীর গন্ধ, ঘুচাইয়া দিল ধন্দ!
কি আনন্দ! কুঞ্জবনে চল সহচরি,
প্রেম-যমুনার জলে ভাসাইব তরী!

৪

আম্রমুকুলের গন্ধে আনন্দে নয়ন ঝরে!
এ কি রসাস্বাদ!

হাসি আসে এ অধরে, কত কথা মনে পড়ে,
কত জাগে সাধ!
তমালে কপোত-বধূ পিয়াইছে মুখ-মধু
কপোতেরে!—কি আনন্দ! চল সহচরি,
হেরিব সে মুখ-চন্দ্র, জাগি বিভাবরী!

৫

হের আজি, বনস্থলী, নব-তপস্বিনী-বেশা,
মোহিনী-রঙ্গিণী!
চিকন বাকল দিয়া, তনুখানি আবরিয়া,
পরিয়াছে ফুল-সজ্জা কানন-নন্দিনী!
খোঁপায়-চাঁপার ফুল, কানে কদম্বের দুল,
ফুল সিঁথি, ফুলের মেখলা! পুষ্প-ডালা
করে শোভে!—ফুলহাসি হাসে বন-বালা!

৬

এইবেলা চল কুঞ্জে! গাঁথিয়াছ ফুলমালা?
দিব তার গলে!
চিরবন্দী করি তারে, হৃদি-পুষ্প-কারাগারে
রাখিব সে চিত্তচোরে, বাঁধিব লো ছলে!
চিরতরে একেবারে বাঁধিয়া রাখিব তারে
রাধার এ বাহুযুগ-প্রেমের নিগড়ে!
হইবে উচিত শাস্তি, চল লো সত্বরে!

৭

ওই শোন!—'আয় রাধে, সোনার সোহাগহারে
বাঁধিব তুহারে!'
কে যেন বলিছে মোরে, 'আয় রাধা! বাঁধি
তোরে
পীরিতির ঝল্‌মল্‌ গজমতি-হারে!'
আহা কি মধুর স্বর! জুড়াইল এ অন্তর!
চল্‌ ধনি, শ্যাম-মণি ডাকিছে আমারে ;—
বুঝিব স্বজনি আজি কে বাঁধে কাহারে!

৮

অশোকে-চম্পকে আর কাঞ্চনে ও করুবকে
এ কি লো বাহার!
আসিয়াছে বৃন্দাবনে বন্ধু মদনের সনে
বসন্ত আবার!

কুহরিছে শত পিক, শিহরিছে দশদিক!
চমকি উঠিছে প্রাণ ;—চল লো আনন্দে,
এ বসন্তে কুঞ্জবনে পাইব গোবিন্দে!

বাঁশরি

১

থাক্ লাজ, থাক্ সাজ, থাক্ গৃহকাজ লো,
চলিনু সুন্দরি।—
হ্যাঁলা তুই হলি কালা? ওই শোন ব্রজবালা,
বাজিছে বাঁশরি!
শ্যাম-মূর্তি হৃদে জাগে, কিছুই ভালো না লাগে।—
মুক্তকেশে, রুক্ষবেশে, হেরিব শ্রীহরি!
যাই শ্যাম, যাই, যাই!—হে শ্যাম কিছু না চাই,
ও পদ-কমল চায় এ রাধা-ভ্রমরী।

২

হীরা, মতি, পান্না, চুনি, মুকুতা প্রবালে লো,
ওলো সহচরি,
সাজাবি রাধার অঙ্গ? হাসি পায় হেরি রঙ্গ!
লাজে যাই মরি।
হব তায় মনচোরা?—ভুলিলি স্বজনি তোরা,
তারা-রত্নে অমানিশা আধাদিগম্বরী!
হেরি সুধাংশুর হাস, পরে সে কৌমুদী-বাস-
শ্যাম মম পূর্ণচন্দ্র, এ রাধা শর্বরী।

৩

কেন লো আনিলি ধাই, এ মধুমালতী লো,
প্রভাত-নলিনী?
সাজাবি রাধার অঙ্গ? হাসি পায় হেরি রঙ্গ,
লো ব্রজ-গোপিনী!
হব তায় মনচোরা? ভুলিলি স্বজনি তোরা,
হেমন্তে কুসুমরত্নে মলিনা অবনী!
পাইয়া গো ঋতুরাজে সাজে সে বাসন্তী-সাজে—
শ্যাম মম ঋতুনাথ, এ রাধা-ধরণী!

৪

শ্যামের বিরহ-যাগে রূপের আহুতি লো
দিয়াছি অনলে।
পুড়িয়া হয়েছে খাক্! সাজসজ্জা তবে থাক্—
কাজ কি এ ছলে?
নিকুঞ্জে বাজিছে বাঁশি, আবার সে দেব-হাসি
হেরিয়া, রূপসী হব, চল লো সরলে!
তখন গাঁথিয়ে মালা, গলে দিস্ ব্রজ-বালা—
দিস ভরি রাধা-অঙ্গ মঙ্গলে-মঙ্গলে।

৫

বাজিছে শ্যামের বাঁশি, আবার-আবার লো!
চল লো রূপসি!
তুলে রাখ্ ব্রজবালা, তোর এ ফুলের ডালা,
রতন-আরশি!
বাঁশি কি বাজিছে হায়? বহিছে মলয়া বায়,
হিল্লোলিয়া কেঁপে উঠে এ হিয়া-সরসী।
রাধিকার চিত্ত-সরে, কেঁপে উঠে থরে-থরে,
শত পদ্ম, জলে দোলে শত পূর্ণশশী!

৬

থাক্ সাজ, থাক্ সাজ, থাক্ গৃহকাজ লো—
চলিনু সুন্দরি।
হ্যাঁলা তুই হলি কালা? ওই! শোন্ ব্রজবালা,
বাজিছে বাঁশরি।
শ্যাম-মূর্তি হৃদে জাগে, কিছুই ভালো না লাগে।
মুক্তকেশে, রুক্ষবেশে, হেরিব শ্রীহরি!
যাই শ্যাম, যাই, যাই! হে শ্যাম, কিছু না চাই!
ও পদ-কমল চায়, এ রাধা-ভ্রমরী।

সখী

১

কি বলিলি চন্দ্রাবলি! বল্ লো আবার
মধুর বচন—
'শ্যাম-সম গুণনিধি গড়েনি চতুর বিধি

অতুল সে বনফুল, অপূর্ব রতন!'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কান,
আহা ও বচন নয়, সুধা-বরিষণ!

২

কোন্ কোকিলার কুঞ্জে শিখিলি স্বজনি
এ মধু-বচন?
'শ্যামের মধুর প্রেম বতনে জড়িত হেম
অনিলে-সলিলে শশী-কিরণে মিলন!'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কান;
আহা ও বচন নয়, কোকিল-কূজন।

৩

কোন্ দোলপূর্ণিমায় নব-বৃন্দাবনে
মধুব বচন
শিখিলি লো চন্দ্রাবলী? 'তথা গুঞ্জরয়ে অলি,
পুষ্প হাসে, পড়ে যথা হবির চরণ!'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কান;
আহা ও বচন নয়, নূপুব-শিঞ্জন!

৪

কোন্ চিরবসন্তের চির-উষাধামে
শিখিলি বচন?
'যে দেশে নাহিকো হরি তথা ঘোর বিভাবরী!
উষা হাসে, রাজে যথা হরির বদন!'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কান;
আহা ও বচন নয়, বীণার বাদন!

৫

কোন্ পিক-কলকলে জলের উচ্ছলে,
শিখিলি বচন!
'তথা শুধু অশ্রু-বারি, যথা নাই বংশীধারী!
চির-হাসি, হাসে যথা হরির লোচন!'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কান;
আহা ও বচন নয়, ফুলের ভূষণ!

৬

কোন্ ঝরনার কাছে শিখিলি স্বজনি
এ মধু-বচন?

'হয় যথা হরিনাম, তথা চিরলক্ষ্মীধাম—
কিসের বিষাদ তথা, কিসের রোদন?'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কান ;
আহা ও বচন নয়, শিশির-পতন!

৭

কোন্ অনঙ্গের বধূ মন্ত্র দিল কানে
মধুর বচন?
'ভাসায়ে যৌবন-তরী, বল্-বল্ হরি-হরি
অকূলে কাণ্ডারী হরি, বিপদভঞ্জন!'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কান ;
আহা ও বচন নয়, চন্দন-লেপন!

৮

হরিদ্বারে, কনখলে, কোন্ হৃষীকেশে,
শিখিলি বচন?
'হরি-নাম-গঙ্গাজলে, ডুব দাও কুতূহলে,
কষিত-কাঞ্চন-আভা ধরিবে বরন!'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কান ,
আহা ও বচন নয়, ভ্রমর-গুঞ্জন!

৯

কোন্ অলকার শৈলে শিখিলি সুভাষি
মলয়-স্বনন?
'হরি ছাড়া মান মিছে, হরি ছাড়া দান মিছে,
হরি ছাড়া গান সে তো কেবলি ক্রন্দন!'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কান ;
আহা ও বচন নয়, বঁধুর চুম্বন!

১০

কি বলিলি চন্দ্রাবলি? বল্ লো আবার
মধুর বচন!
'হরি ছাড়া ধ্যান মিছে, হরি ছাড়া জ্ঞান মিছে,
হরি ছাড়া প্রাণ সে যে জীবনে মরণ!'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া দিলি কান ;
আহা ও বচন নয়, ফুল-বরিষণ!

The Ideal Man of Action.

O Though who interpreteth Human life
In terms of duty, and of righteousness,
Who loveth Love for Love,—a worship less
Than that is Idolatry ; children, wife,
And riches, power, breed discord, noise and strife,
Without this salt of love! The Bright Ones bless
Us not, when madly we pay tax or cess
To Demon of Desire,—such freaks though rife!
O man of action fair!—thy life so sweet
Is an adoration to the Most High!
At Love's High altar oh, an incense meet,
A sacrifice of mellow fruits is thy
Sweet spirit bold!—Heavenward through the sky
Thou soarest singing, far beyond our eye.

To The Lord Ganesha.

(Composed on the occasion of the celebration of the Ganesha Mangalarathi in the College Students' Home, Mysore, on Saturday the 12th September 1908.)

O Good! O True! O Bliss! O Blessedness!
Thy Graces, Mercies, Bounties, Charities,
Have they not given us honey sweets, like bees
Of rosy bowers? Rare gifts and numberless,
Have they not Lord! from Fragrant mercy Press
Ooz'd forth and dipp'd us all, like vernal breeze?
Yet more! One more, rare gift of ecstasies,
We beg! Deny it not ;—bestow and bless!

O Giver Great of winsome gifts! O fill
Our heart-cups with life's elixir!—the wine
Of love, that drunk, makes man a God Divine!
That all vain, earthly discords might be still!
And Hindus, Christians, Moslems, greet and meet
In one vast Temple! Hail Festival! How grand! How sweet!

Suicide

Oh have you seen the Witch? Her I have known
Loose tresses nude and mad (A beldam's story
Prithee 'tis not) When night—grim vulture, love,
O'er earth and sky doth flap its wings in glory,
The hag is glad! Behold a razor, gory.
In lean, shurnk hand! Her bloodless cheeks, salt bone!

And in a temple, imageless and hoary,
She stands Expectant! Hush! List! what a moan!
Her lover, man or woman, comes! How slow
The figure moves! yea like a ghost it glides,—
Its Hope's last lamps all shattered! Low it hides
Its countenance! No ember's after glow
By its heart's hearth! A God forsaken face!—
The witch enfolds it in her wild embrace!

The Lord of Truth

How long, how long, shall we, O Lord of Truth,
Thus struggle with the False in-fields of strife!
War, Pestilence and Famine, all are rife!
Poor Peace has fled! Grim Bigotry, uncouth,
Yells wild! And tyrant husband beats his wife,
And she-wolf monstrous wife, ah, lo, fights tooth
And nail, with her meek lord! Hark! shrieks poor Ruth!
Ah me! ah me! Is this blest human life?
Oh come! oh come! O Sun of Suns in dazzling white!

And rout this Demon Darkness! Oh, we wait,
And cry "Fair Day will dawn ; 'Tis not too late ;
Though starless is the Sky, and cold the Night."
Like morning-clouds, Hope streaks the Eastern sky:
Is Day not nigh? Rise, rise, O Sun on high!

The Hindu Child-Widow

O Spouse of God! Methinks it is a sin,
To call thee "Widow" ; thou art still a bride
A glow with loves and smiles! Thou flower and pride
Of Nature's Hall of Beauty ; nearest kin
Of fairest angels bright ; thou dwellest in
Thy paradise of hymns ; thou dost abide
In bowers of raptures wild! We swore, we lied,
We trod thee down! Yet, martyr thou didst win!
Yes, thine has been a truimph unsurpassed,
Of helpless, hopeless suffrings, dumb and mute!
Hail, hero! Thou didst bless the savage brute
That sucked thy blood! In annals, first and last!
E'en as the sandal-wood midst burning pyre,
Makes bright and sweet the hideous, hissing fire!

The God of Universal Love.

With smiling roses, lovely jesmines sweet,
O Krishna, I have come! With eager hand,
I light the lamp! An eager pilgrim band,
Of holy thoughts, stand at Thy crimson feet!
My lips devout, with joyous hymns do greet
Thee, Lord! All earth-born thoughts, like shells on sand,
As when the sea—waves rush into the land,
Are swept away, (Oh joy of joys!) complete,
By flood-light of Thy Presence (Blessed hour),
Thus let me be a captive, ever more,

Within Thy Heart, like bee, drunk to the core
Imprison'd midst the petals of a flower!
Or caged in grove of green leaves, like a dove
All day, all night, sweet-cooing tales of love.

God of Wisdom.

O Lord of Wisdom! O Eternal Bliss!
O Perennial Fount of loveliness'
Oh touch this stony heart of mine, and bless
It with Thy Crimson-Feet! The stone will kiss
And greet They Ruby-feet! Let me not miss
That magic, mystic touch, for that caress
Will thrill it into life! Boon more or less
I crave not, for what gift can vie with this?
Lo, like a second, sweet Ahalya, I,
Shall rise in all the glory of a bride!
Pure, stainless, like a dew drop, by the side
Of white rose-bud, that just has oped its eye!
Long, long a sea-shall vile, oh I have been ;
Lord! change me to a pearl of ray serene!

জীবনীপঞ্জি

জন্ম	আনুমানিক ১৮৫৮ সালে উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর শহরে বৈদ্য-পবিবারে দেবেন্দ্রনাথ সেনের জন্ম। পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সেন। তাঁদের আদি নিবাস হুগলি জেলার বলাগড় গ্রামে। পরে তাঁরা গাজিপুরে বসতি স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ পিতার পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান।
শৈশব ও শিক্ষা	পিতা ব্যবসায়-উপলক্ষে গাজিপুর শহরে গিয়ে বসবাস করায় দেবেন্দ্রনাথের বাল্যকাল সেখানেই অতিবাহিত হয়। পিতার উপার্জিত বহু অর্থ বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে ব্যয়িত হওয়াতে, নিতান্ত অভাব-অনটনের মধ্যে তাঁদের বাল্যজীবন কাটে। ১৮৭২ সালে প্রথম বিভাগে পাটনা কলেজ থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৭৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ, এবং ১৮৮৬ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনার্স-সহ বি.এ পাস করেন। তৎপরে ১৮৯৩ সালে প্রাইভেটে ইংরেজিতে এম.এ পাস কবেন।
	১৮৯৪ সাল থেকে দেবেন্দ্রনাথ এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। পরে তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর কলকাতায় এসে ১৯০০ সালে 'শ্রীকৃষ্ণ-পাঠশালা' নামে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেন (পরবর্তীকালে নাম হয় : কমলা হাইস্কুল)। বিদ্যালয়টির উন্নতিকল্পে অর্থসংগ্রহে তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরতেন।
সাহিত্যসাধনা :	অল্পবয়সেই কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন। ১৮৮০ সালে (১২৯৫-এর কার্তিক সংখ্যা) 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'অদ্ভুত-রোদন' ও 'অদ্ভুত সুখ' কবিতা দুটিই তাঁর মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম রচনা। পরে নিম্নমতো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় :
	ফুলবালা (গীতিকাব্য : ১৮৮০); **উর্মিলা কাব্য** (১৮৮১); **নির্ঝরিণী** (গীতিকাব্য : ১৮৮১); **অশোকগুচ্ছ** (১৯০০);

হরিমঙ্গল (১৯০৫); শেফালিগুচ্ছ (১৯১২); পারিজাতগুচ্ছ (১৯১২); জ্ঞানদামঙ্গল (১৯১২); অপূর্ব নৈবেদ্য (১৯১২); অপূর্ব শিশুমঙ্গল (১৯১২); শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল (১৯১২); গৌরাঙ্গমঙ্গল (১৯১২); অপূর্ব বীরাঙ্গনা (১৯১২); শ্যামামঙ্গল (১৯১২); জগদ্ধাত্রী-মঙ্গল (১৯১২); গোলাপগুচ্ছ (১৯১২); কার্তিক-মঙ্গল (১৯১২); গণেশমঙ্গল (১৯১২); খৃষ্টমঙ্গল (১৯১২); অপূর্ব-ব্রজাঙ্গনা (১৯১৩)।

রস-রচনা ॥ দগ্ধকচু (১৯১২)—এই রচনাটি "মেঘনাথ শত্রু, এম.এ" ছদ্মনামে প্রথমে 'ভারতী' (আষাঢ়, অগ্রহায়ণ: মাঘ ১৩০৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া দেবেন্দ্রনাথের কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প -ইত্যাদি ভারতী, সাহিত্য, সাধনা, নব্যভারত, প্রদীপ, পুণ্য, জাহ্নবী, বাণী, মানসী, মানসী ও মর্মবাণী, সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রবাসী'তে কমলাকান্ত শর্মা-ছদ্মনামে কয়েকটি রসরচনাও লেখেন। প্রথম বর্ষের 'প্রবাসী'তে 'কুম্ভীর' নামে তাঁর একটি গল্পও প্রকাশিত হয়।

মৃত্যু : স্বাস্থ্যহানি ঘটায় দেবেন্দ্রনাথ শেষবয়সে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করেন। অবশেষে ১৯২০ সালের ২১ নভেম্বর (৬ অগ্রহায়ণ ১৩২৭) দেরাদুনে তাঁর দেহান্ত ঘটে।